দম্পতি-সুহৃদ।

"ললনা-সুহৃদ" প্রণেতা

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রণীত।

কলিকাতা,

সন ১২৯৩ সাল।

৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল

লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মূল্য আট আনা মাত্র।

পূর্ব্বভাষ।

'দম্পতি-সুহৃদ' প্রকাশিত হইল। যে মহান্ উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করিলাম, তাহা সংসাধিত হইবে কিনা, ভগবান্ জানেন। সে উদ্দেশ্য কি, পাঠক পাঠিকাগণ, গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। "দম্পতি-সুহৃদ" পাঠ করিয়া কোন যুবক যুবতী উপকৃত হইয়াছেন জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। উদ্দেশ্য বিফল হইয়া থাকিলেও সেজন্য গ্রন্থকার বড় দোষী নহেন। কারণ যে গ্রন্থকারের প্রথম গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গীয় সংবাদপত্রসমূহ ও পাঠকমণ্ডলী একটু স্নেহদৃষ্টি পাত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আর একখানা নূতন পুস্তক হস্তে করিয়া উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং "দম্পতি সুহৃদ" প্রকাশিত করিয়া কোনরূপ ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়া থাকিলে পাঠকগণ মাপ করিবেন। দ্বিতীয় খণ্ডে কয়েকখানা পত্র ও উত্তর প্রকাশিত হইল। নানা কারণে পুস্তকখানায় দুই চারিটী সামান্য ভুল রহিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিবার ইচ্ছা রহিল। এই পুস্তক সম্বন্ধে কেহ কোন উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন
১২৯৭

সূচীপত্র।

দম্পতি-সুহৃদ

দম্পাতী

জায়া ও পতি এই দুইটী শব্দ মিলিত হইয়া 'দম্পতী' শব্দটী গঠিত হইয়াছে। সুতরাং দম্পতী বলিলে পতি পত্নী উভয়কেই বুঝিতে হইবে। দাম্পত্য ধর্ম্মের বিধানানুসারে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কতকগুলি অটল কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য সময় কিম্বা অবস্থা সাপেক্ষ নহে—সকল সময়, সকল অবস্থায় সকল দম্পতী তাহা পালন করিতে বাধ্য। যে স্বামী অবহেলা করিয়া স্ত্রীর প্রতি তাঁহার আপন কর্ত্তব্য পালন না করিবেন, তাঁহাকে ইহকালে নির্ম্মল সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে; পক্ষান্তরে যে স্ত্রী একমনচিত্তে ও একাগ্রতা সহকারে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাচ্ছল্য করিবেন, তিনিও সংসারের পবিত্র সুখরাশি উপভোগ করিতে সক্ষমা হইবেন না। কারণ দম্পতীর কর্ত্তব্য পালনের উপর দাম্পত্যধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আবার দাম্পত্যধর্ম্ম প্রতিপালিত না হইলে

দাম্পত্যসুখ হয়না। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একজন অপরের প্রতি আপন কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলেই দাম্পত্য-বন্ধন অদৃঢ় হইবে, উভয়ের প্রতি উভয়ের বিরক্তি জন্মিবে, সুতরাং গৃহসুখ ও আন্তরিক প্রফুল্লতা বাতাসে মিশিয়া যাইবে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, গৃহবাস করিতে হইলেই দম্পতীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য-শিক্ষা ও সে কর্ত্তব্য পালন একান্ত প্রয়োজনীয়। সে কর্ত্তব্য কি, কিরূপ দম্পতী তাহা পালন করিবেন, এখন এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি কোন বিষয়ে কোন প্রকার পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং উভয়ের আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতিগত পার্থক্য দূরীকরণে চেষ্টাই দম্পতীর প্রথম ও প্রধানতমঃ কর্ত্তব্য। স্বামী স্ত্রীর ভিন্ন ভাব, ভিন্ন রুচি প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া যায়, ইহাই হিন্দুবিবাহের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলেই প্রথমতঃ উভয়ের ভিন্ন মত ও পার্থক্য প্রভৃতি দূর করিতে হইবে। বাহ্যদৃষ্টিতে এ কর্ত্তব্যটা সহজসাধ্য অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এ কর্ত্তব্য সম্পাদন করা কঠিনতম কার্য্য বটে। পরকে আপন করিয়া লওয়া, পরের হৃদয় খানা আপনার অনুরূপ করিয়া তোলা, পরের স্বাভাবিক চিন্তাস্রোতে

আপনার চিন্তা মিশাইয়া দেওয়া কখনই সহজ কার্য্য নহে। কিন্তু কার্য্যটী সহজসাধ্য নহে বলিয়া অবহেলা করিলে চলিবে না—আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে প্রত্যেক দম্পতীকে ইহা করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, স্বামী স্ত্রীর রুচি ও মনোগত পার্থক্য যে একবারে দূরীভূত হইবে এরূপ আশা করা সঙ্গত নহে। স্ত্রী পুরুষ দুটী ভিন্ন জাতি। ইহাদের স্বাভাবিক ভিন্ন ভাব কখনও বিলীন হইবে না, হওয়া অভিপ্রেত ও নহে। তার পর, বাল্যসংস্কার। শৈশবে স্বামী, স্ত্রী যেরূপ পরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছেন, যেরূপ আচার পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছেন তাহার সংস্কার ও একবারে লোপ হইবার নহে। ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা, ভিন্ন ব্যবহার প্রভৃতি দ্বারা বাল্যের দীর্ঘাবদ্ধ সংস্কারগুলির সংশোধন করিতে যত্ন করিতে হইবে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ দূরীকরণ হইল না বলিয়া হতাশ হইলে চলিবে না। সে অবস্থায় আংশিক সংশোধনেই সন্তুষ্ট থাকিয়া অন্য কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

স্বামী স্ত্রীর আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি একরূপ হওয়া যে আবশ্যক, তাহা বুঝিতে অধিক কষ্ট করিতে হয় না। স্বামী স্ত্রীর আচার ও ব্যবহারগত পার্থক্য পারিবারিক সুখের একটী প্রধান অন্ত-

রাগ। যে শুচিপ্রিয়, সে কোনরূপ অপবিত্রতা ভাল-বাসে না, যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সে মলিন বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তির সংস্পর্শ চায় না; যে ব্যয়কুণ্ঠ, সে কোন ব্যক্তিকে একটী কপর্দ্দক দান করিতে দেখিলে শিহরিয়া উঠে, যে গম্ভীর ও চিন্তাশীল, সে চপলতা ও বহু বাক্যব্যয়ে বিরক্তি বোধ করে, যে সুশীল ও শান্তিপ্রিয়, সে কুবাব-হার কিম্বা কলহ প্রভৃতি দেখিতে পারে না, যে দয়াশীল, সে নিষ্ঠুরতা দেখিলে শোকে দুঃখে দ্রবীভূত হয়। সুতরাং পরিষ্কার স্বামী যে অপরিষ্কার স্ত্রীকে ভালবাসিবে না, কৃপণ স্বামীর যে মুক্তহস্তা স্ত্রীর প্রতি বিরক্তি জন্মিবে, সুশীল ও শান্তিপ্রিয় স্বামীর যে দুশ্চরিত্রা, মুখরা ও কলহ-তৎপরা পত্নীর প্রতি অনুরাগ থাকিবে না, দয়ার্দ্র-চিত্ত পতী যে নিষ্ঠুরা পত্নীকে ঘৃণা করিবে, তাহা সহ-জেই অনুমিত হইতেছে। পক্ষান্তরে পত্নীও যদি পতির স্বভাবে নিজের অনভিপ্রেত কিছু দেখিতে পান, তবে তাঁহার মনে ও দুঃখ হইবে। মুখে কিছু বলুন আর না বলুন, মনে মনে সে রমণী সম্ভবতঃ আপনার অদৃষ্টকে দোষারোপ করিবেন। ফল কথা, মানুষ আপনার অনু-রূপ ব্যক্তিকে ভাল বাসে, আপনার মনোগত ব্যক্তিকে ভালবাসিয়াই সুখানুভব করে। দেখিবে, যে ব্যক্তির সহিত যাহার স্বভাবের যত সাদৃশ্য বা ঐক্যতা, সে ব্যক্তি তাহাকে তত অধিক ভালবাসে। যাহার সহিত

যাহার মনের ভাব যত সহজে, বিনিময় হয়, তাহাদের মধ্যে তত শীঘ্র সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। এই জন্যই সাধু ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিতে ব্যগ্র হয়, এই জন্যই তস্কর দস্যুদল চিনিয়া লইতে পারে, এই জন্যই ইঙ্গিত মাত্রেই এক লম্পট অন্য লম্পটকে চিনিয়া লইতে পারে। ইহাও দেখিবে যে, মানুষ আপনার মনোমত সখা পাইবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং না পাইলে কিছুতেই সুখানুভব করে না। যে মদ্যপায়ী সে একাকী সুরা পান করিয়া সুখানু-ভব করিতে পারে না; যে ব্যক্তি গাঁজা বা অন্য কোন মাদক দ্রব্যের উপাসক, সে ও তাহার স্বভাবের অনুরূপ লোক ব্যতীত একাকী তাহার উপাস্য দেবতার সেবা করিতে চায় না। পক্ষান্তরে দেখিবে, যে ধার্ম্মিক সে অন্য কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা না করিতে পারিলে আনন্দিত হয় না. যে রসিক সে মনের অনুরূপ রসিক খুজিয়া না পাইলে নিজকে নিতান্ত অসুখী মনে করে। ইহা স্বভাবের নিয়ম, তদ্বিষয়ে অনু-মাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, স্বামী স্ত্রীর স্বভাব ও আচার ব্যবহার একরূপ না হইলে, তাঁহাদের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা জন্মিবে না, পর-স্পরের প্রতি পরস্পর আকৃষ্ট হইবেন না, কাজেই দাম্পত্যবন্ধন অদৃঢ় ও ক্ষণস্থায়ী হইবে। তাই বলিতে-ছিলাম, পতি পত্নীর আচার ব্যবহার গত পার্থক্য গৃহ-

সুখের একটী প্রধান শত্রু। সুতরাং যে দম্পতী পরম রমণীয় ও মনমুগ্ধকর পারিবারিক সুখ শান্তি উপভোগ করিতে চান, তাঁহাদিগকে শত চেষ্টা করিয়া আপনাদের স্বভাবগত বিভিন্নতা দূরীভূত করিয়া লইতে হইবে।

দম্পতীর শিক্ষা সম্বন্ধে ও এসব যুক্তি অনেকাংশে প্রযুজ্য। তবে, পতী, পত্নীর শিক্ষা যে অবিকল অনুরূপ হইবে, ইহা সম্ভব বা সুবিধাজনক নহে; হওয়া কর্ত্তব্য ও না। পুরুষের পুরুষোচিত শিক্ষা রমণীর কোমল প্রাণের উপযোগী নহে, স্ত্রীপুরুষের শারীরিক গঠন দেখিলেই যেন একথা মনে হয়। কিন্তু স্বামীর উপার্জ্জিত বিদ্যার জ্যোতিঃ স্ত্রীহৃদয়ে যথাসম্ভব প্রতিফলিত করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। স্বামীর মন কোন্ দিকে ধাবিত হয়, কিরূপ আলাপ ব্যবহারে তিনি সুখানুভব করেন, এসব কথা স্ত্রীকে জানিতে না দিলে, স্ত্রী স্বামীর উচ্চ আশা বা উদার ভাবের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিবে না। স্বামী অবহেলা করিয়া স্ত্রীকে এসব শিক্ষা না দিলে, স্ত্রীর স্বীয় চেষ্টায় স্বামীর নিকট হইতে তাহা জানিয়া লইতে হইবে। বন্ধুর সহিত কথোপকথন মানব জীবনের একটা প্রধান সুখ। স্ত্রী স্বামীর প্রধানতম বন্ধু, সুতরাং স্ত্রীর সহিত আলাপ করিয়া সুখানুভব করিতে সকল স্বামীরই ইচ্ছা হয়—হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে সুখ উপভোগ করিতে হইলে

উভয়ের শিক্ষায় কতকটা সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন। যে মনের কথা বুঝিতে পারে না, এক অর্থে কোন কথা বলিলে অন্য অর্থে তাহা বুঝিয়া লয়, কিম্বা যাহাকে কোন কথা বুঝাইয়া বলিলেও তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে না তাহার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হওয়া দূরের কথা, বরং ঘোরতর বিরক্তি জন্মে। যে ইঙ্গিত মাত্র মনের ভাব বুঝিতে পারে না, হৃদয়ের গূঢ়স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রাণের মর্ম্মকথা টানিয়া লইতে সক্ষম নহে, তাহাকে ভালবাসিতে কাহার ও তেমন প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং দম্পতীর পরস্পরের মনের গভীর ভাব অবগত হইতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে শিক্ষা দান করিয়া নিজের মত করিয়া না লইতে পারেন, স্ত্রী ও যদি স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও স্বামী-প্রদত্ত শিক্ষা দ্বারা পতি হৃদয় অবগত হইতে সক্ষমা না হন, তবে তাঁহারা কখনই পবিত্র ও চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হইতে পারিবেন না। অতএব প্রত্যেক দম্পতীর পরস্পরের হৃদয় অধ্যয়ন করিতে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

দম্পতীর ধর্ম্মমত যে একরূপ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পতি, পত্নীর আধ্যাত্মিক মিলন হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য, একথা পূর্ব্বেই একরূপ বলা হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীর ধর্ম্মমত

সম্বন্ধে কোনরূপ পার্থক্য থাকিলে, দম্পতীর প্রকৃত মিলন হইবে না। ধর্ম্মমতের অনৈক্যতা দম্পতি-জীবনের দুঃখের বিজয় পতাকা স্বরূপ। এই অনৈক্যতা দূরীভূত না হইলে, পতি পত্নীর দুঃখের অবধি থাকে না। ধর্ম্ম মানবের প্রাণ,স্বামী স্ত্রীর সেই ধর্ম্ম মতের মিলন না হইলে, প্রাণে প্রাণ মিলিত হইবে কি রূপে ? দম্পতীর প্রাণে প্রাণে মিল বা 'আধ্যাত্মিক মিলন' না হইলে,স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা পবিত্র প্রেমে পরিণত হইতে পারে না। এই জন্যই অতি বিচক্ষণ, গূঢ়তত্ত্বদর্শী, জ্ঞান বিদ্যার কেন্দ্রস্থল, মহাপণ্ডিত হিন্দু শাস্ত্রকারগণ স্বামী স্ত্রীকে একসঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এইজন্যই পত্নীর অপর নাম সহধর্ম্মিণী;এই জন্যই পতির পত্নীকে ছাড়িয়া, কিম্বা পত্নীর পতি ছাড়িয়া ব্রত, ধর্ম্ম যাগ, যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ জানিতেন যে, স্বামী স্ত্রী স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণ করিলে, কিছুকাল পরে উভয়ের ধর্ম্মমতে পার্থক্য জন্মিয়া মহা অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে; তাঁহারা জানিতেন যে,ধর্ম্মমতে অনৈক্যতা ঘটিলে দম্পতী জীবন কণ্টকময় হইবে, সুখের সংসার যন্ত্রণাময় হইবে, দাম্পত্যপ্রেম শিথিল হইয়া যাইবে। তাই তাঁহারা এরূপ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন; সেই জন্যই আমরা ও বলিতেছি, দম্পতীর ধর্ম্মমত একরূপ হওয়া আবশ্যক।

আচার, ব্যবহার শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য থাকিলে যে, তাহা মহা অনিষ্টকর হয়, পাঠক পাঠিকাগণ তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন। ফলতঃ আদর্শ-দম্পতী হইতে হইলে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের পরস্পরকে প্রত্যেক বিষয়ে সম-অবস্থাপন্ন করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে হইবে স্বামী নিজ অভিজ্ঞতা ও বিদ্যালব্ধ জ্ঞানদ্বারা স্ত্রীকে নিজের অনুরূপ জ্ঞানান্বিতা করিবেন, স্বীয় চিন্তা, কার্য্যপ্রণালী ও অন্তরের ছায়া স্ত্রীর অন্তরে যথা সম্ভব প্রবিষ্ট করাইবেন, আপনার গূঢ়ভাব স্ত্রীহৃদয়ে ঢালিয়া দিবেন, পক্ষান্তরে স্ত্রীও তাঁহার সাংসারিক অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বামীকে সাহায্য করিবেন, নিজের অভাব বুঝিয়া স্বামীর নিকট জ্ঞানশিক্ষা করিবেন ও স্বামীর গুণাবলীর অনুকরণ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার তুল্য হইতে সচেষ্ট হইবেন। ছায়া যেরূপ কায়ার অনুরূপ মাত্র, সুপত্নী সেরূপ পতির অনুরূপ হউন। কেবল ইহাই নহে। আদর্শ দম্পতী অকপট চিত্তে একে অন্যের নিকট প্রাণের মর্ম্মকথা বলিবেন, আপন আপন দোষ স্বীকার করিবেন, পরস্পর পরস্পরের দোষ দূরীকরণে সচেষ্ট হইবেন। এইরূপ করিলে, পতি পত্নীর ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ব্যবহার প্রণালী ও স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে থাকিবে, সর্ব্ব বিষয়ে ক্রমে একতা স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইবে, দুঃখ যন্ত্রণাও মনোমালিন্য

চলিয়া যাইবে, গৃহে স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ফলতঃ পতি পত্নীর মধ্যে কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন ভাব থাকিবে না, স্বামী স্ত্রী হইতে কিম্বা স্ত্রী স্বামী হইতে কোন অংশে স্বতন্ত্র হইতে পারিবেন না। ধনসম্পত্তি প্রভৃতি সকল বিষয়ে উভয়ের তুল্য অধিকার থাকিবে স্ত্রীস্বামীর ও স্বামী স্ত্রীর নিজস্ব। এতদ্ব্যতীত এতদুভয়ের এমন কোন সম্পত্তি থাকিবে না, যাহাতে পরস্পরের সম অধিকার নাই। "স্ত্রীধন" প্রভৃতি আইনতঃ স্ত্রীর নিজস্ব বটে, কিন্তু ন্যায় ও ধর্ম্মের চক্ষে, স্বামী বা স্ত্রীর পরস্পর হইতে পৃথক কোন সম্পত্তি থাকিতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর ও স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ, দুটী অর্দ্ধাঙ্গ মিলিয়া একটী পূর্ণাঙ্গ মানব হয়। বস্তুতঃ স্বামী ব্যতীত স্ত্রীর ও স্ত্রী ব্যতীত স্বামীর পূর্ণত্ব সম্পাদিত হয় না। সুতরাং যে স্বামী বা যে স্ত্রীর পৃথক অস্তিত্বই গণনা হয় না অর্থাৎ যাঁহারা দুই জনে মিলিয়া এক জন হইলেন মাত্র তাঁহাদের পৃথক বা নিজস্ব ধন সম্পত্তি অথবা অন্য কিছু থাকিতে পারে না। কারণ একত্বে পৃথকত্বের ধারণাই হইতে পারে না। সূক্ষ্ম কথা ছাড়িয়া দিলে, স্থূল দৃষ্টিতেও একথাটী প্রতিপন্ন হইবে। সংসার সুখময় করিতে হইলে, দাম্পত্য-বন্ধন দৃঢ় করিতে হইলে, পতিপত্নীর স্বার্থ ও ভাব যে এক হওয়া উচিত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের যদি নিজস্ব কোন ধন সম্পত্তি

রহিল,তবে তাঁহাদের স্বার্থ ও ভাব ত কাজেই ভিন্ন হইয়া পড়িবে। ইহার ফল যে বিষময় হইবে, তাহা পূর্ব্বেই বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব দম্পতীগণ! সাবধাণ হও। কখন ও একের অজ্ঞাতে কেহ ধনসঞ্চয় বা নিজস্ব কিছু করিও না। যাঁহার সহিত তোমার ইহকাল, পরকাল সম্বন্ধ, যাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের ফলাফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে, সংক্ষেপতঃ যিনি তোমার শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ, তাঁহার সহিত আপনার অদৃষ্ট মিশাইতে দ্বিধা বোধ করিও না, তাঁহা হইতে আপনার স্বার্থ পৃথক করিয়া লইতে চেষ্টা করিও না।

স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পকে সসম্মানে ব্যবহার করিবেন। যে সম্মানের সহিত ভীতি মিশ্রিত থাকে, ইহা সেরূপ সম্মান নহে। এই সম্মানের সহিত আন্ত-রিক ভালবাসা ও অনন্ত প্রেমরাশি মিশ্রিত থাকিবে। পতি পত্নী কেহ কাহাকে কোন রূপ তাচ্ছল্য করিবেন না। যদি কোন স্বামী ধন কিম্বা বিদ্যামদে মত্ত হইয়া স্ত্রীকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, কিম্বা যদি কোন পিতৃধন গর্ব্বিতা স্ত্রী দরিদ্র স্বামীর ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঘৃণার সহিত ব্যবহার করেন,তবে বলিব, সে স্বামী বা সে স্ত্রী দাম্পত্য ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হন নাই। যাঁহাকে তুমি একবার আপনার করিয়া লইয়াছ, যাঁহার সহিত আপনার অদৃষ্ট মিশাইয়াছ, সে দরিদ্র হউক,

বংশ মর্য্যাদায় হীন হউক, কিম্বা সে যাহাই কেন হউক না, তাঁহাকে তোমার তুচ্ছ করিবার অধিকার নাই। তাঁহাকে অবহেলা করিয়া তুমি নিজকেই অবহেলা কর, কারণ সে তোমার শরীরের অংশ বিশেষ ব্যতীত আর কিছু নহে। স্বামী বা স্ত্রীর বংশ বা স্বভাব গত কোন দোষ থাকিলে, অপরের তাহার সংশোধন করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া সে জন্য অনর্থক ঠাট্টা বিদ্রূপ বা অযথা ঘৃণা প্রকাশ করিলে লাভ নাই। বরং ইহাতে মনোমালিন্য বাড়িয়া উঠে এবং পারিবারিক সুখ অপনীত হয়। যাঁহারা আদর্শ দম্পতী হইয়া গৃহে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে চান, যাঁহারা সুশীল ও প্রতিভাপূর্ণ সন্তান লাভ করিয়া গৃহ সুখের শেষ সীমায় উপনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন এই বাক্যগুলি অনুক্ষণ স্মরণ রাখিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে স্বামী বা স্ত্রীর নিজস্ব কিছুথাকিবে না। কিন্তু কার্য্যের সুবিধার্থ কার্য্য বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য বিভাগ করিয়া লইলে কোন ক্ষতি নাই, বরং তাহা না করিলে কার্য্য চলিয়া উঠিতে পারে না। স্বভাবের নিয়মানুসারে পুরুষকে বাহিরের কার্য্য ও রমনীকে গৃহ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং বাহিরের কার্য্য সম্পাদনার্থ ধন, সম্পদ যাহা কিছু লাগিবে, তাহা

স্বামীর কর্তৃত্বাধীনে এবং গৃহ কার্য্য সম্পাদনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি স্ত্রীর অধীন থাকা কর্ত্তব্য। এই রূপ কার্য্য বিভাগ না করিয়া লইলে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। স্বামী ধনোপার্জ্জন করিবেন, স্ত্রী মিতব্যয়িতার দ্বারা সে ধন হইতে আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিবেন, স্বামী কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া দিবেন, স্ত্রী সে কর্ত্তব্য অনুসরণ করিয়া চলিবেন, ফলকথা, এই জীবন সংগ্রামে স্বামী গুরু, স্ত্রী ছাত্রী, স্বামী উপদেষ্টা স্ত্রী উপদিষ্ট, স্বামী পথপ্রদর্শক, স্ত্রী পথিক। কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইল না। স্বামী স্বয়ং প্রেম দ্বারা স্ত্রীকে প্রেম শিক্ষা দিবেন, মধুর ও স্নিগ্ধ বাক্য বলিয়া স্ত্রীহৃদয়ের কোমলতা ও মধুরতা শতগুণ বর্দ্ধিত করিবেন, অবস্থানুযায়ী মনোমত বস্ত্রালঙ্কার প্রদানে স্ত্রীকে প্রসন্নবদনা ও প্রীতিপূর্ণা করিতে যত্নশীল হইবেন, পক্ষান্তরে স্ত্রী ও পতিপ্রেমের প্রতিদান করিয়া দাম্পত্য জীবন সুখময় করিবেন, স্বামীর দুঃখ দারিদ্রে সহানুভূতি ও সুখ,সম্পদে প্রীতি প্রদর্শন করিবেন, স্বামীপ্রদত্ত বসন ভূষণ প্রাপ্ত হইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন, এবং রুগ্নশয্যায় স্বামীর সেবাদাসী হইয়া ও প্রেম, ভক্তি, প্রীতি ও সদ্ব্যবহার করিয়া স্বীয় জীবন স্বার্থক করিবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের প্রতি

পরস্পরের কর্ত্তব্যগুলি পালনের উপর সংসারের সুখ,দুঃখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে এবং এই কর্ত্তব্যগুলি পালন সময় বা অবস্থা সাপেক্ষ নহে। প্রত্যেক সুদম্পতী ইহা পালন করিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, স্বামী স্ত্রী সমরাভাবের ভাণ করিয়া আপন কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন। ইহাতে যে তাঁহাদের নিজ পদে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। জীবনের প্রধানতম কার্য্য পালনেই যাঁহার অবকাশ ঘটিয়া উঠে না, তাঁহার সময় যে নিশ্চই কোন না কোন বৃথা কিম্বা জঘন্য কার্য্যে ব্যয়িত হয়, সে বিষয়ে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই। অবিবাহিত ও দায়ীত্ব-বিহীন মনুষ্য যাহা ইচ্ছা তাহা করুক, যে পথে ইচ্ছা বিচরণ করুক, তাহাতে কাহারও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি বা আঁপত্তি নাই, কিন্তু যিনি অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া পবিত্র বিবাহশৃঙ্খল গলে পরিয়াছেন, যিনি পরের দায়ীত্ব মস্তকে লইয়া পরের দোষ গুণের সমভাগী হইয়াছেন, যিনি অপরের সহিত চিরজীবনের জন্য অদৃষ্ট মিশাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সংক্ষেপতঃ যিনি প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য, তাঁহার পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হইয়া দাম্পত্যবিধি উল্লঙ্ঘন করা কোন প্রকারেই মার্জ্জনীয় নহে।

দাম্পত্য-প্রেম

——::——

পবিত্র প্রেম স্বর্গীয় পদার্থ। পবিত্র প্রেমে আত্মা উন্নত হয়, মন পবিত্র হয়, অন্তরে ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। ফলতঃ প্রেম ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ. প্রেম ব্যতীত ভক্তি হয় না। যে যাঁহাকে ভালবাসিতে পারেনা, যাঁহার জন্য যাহার হৃদয় মন কাঁদে না, সে কখনই তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারে না। মানুষ ভগবানকে ভক্তি করেন; কিন্তু ভক্তি করিবার পূর্ব্বে ভগবানের প্রতি ভালবাসা না জন্মিলে ভক্তিভাবের উদ্রেক হইবে না। শুধু প্রেমই ভক্তি নহে, কিন্তু প্রেমের সহিত ভক্তি মিশ্রিত। সুতরাং প্রেম হইতেই ভক্তি,প্রেম হইতেই মুক্তি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিধ মঙ্গলের জন্যই প্রেমশিক্ষা আবশ্যক। 'প্রেম' কথাটা উপহাসের সামগ্রী নহে, ক্রীড়া কৌতুকের উপকরণ নহে, কিম্বা অবহেলা বা ঘৃণার পদার্থও নহে। প্রত্যেক দম্পতীর সর্ব্বাগ্রে প্রেম শিক্ষা করিতে হইবে। এই শিক্ষা হইলে অন্য শিক্ষার অধিক কালব্যয় বা পরিশ্রম করিতে হইবে না।

মানুষ জননীর নিকটইহইতে প্রথমতঃ প্রেম শিক্ষা করে। এই জন্যই শিশুর ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভালবাসাটুকু প্রথমতঃ মাতার দিকেই ধাবিত হয়। শিশু অন্য পথ চিনে না, অন্য কাহারও সঙ্গ করিতে চায় না, অন্য কাহা কেও তেমন প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে পারে না, কিন্তু যে মাতার নিকট প্রথমতঃ ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া ভালবাসা শিক্ষা করিয়াছে, সে মাতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়াই নিশ্চন্ত হয়, মাতার প্রসন্নবদন দেখিলেই আনন্দে গলিয়া যায়। এই মাতৃ-প্রেম হইতেই শিশু প্রেম শিক্ষা করে, এবং এই প্রেমই যৌবনে জীবন্ত দাম্পত্যপ্রেমের মূর্ত্তি ধারণ করে। জননী যেরূপ শিশু সন্তানকে প্রাণের অধিক ভালবাসিয়া আপনাকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়, স্বামী স্ত্রীও সেরূপ পরস্পর পরস্পরকে মনে প্রাণে ভাল-বাসিয়া আপনার দিকে টানিয়া লইবেন। বিবাহ হইলেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চিরসম্বন্ধ স্থাপিত হইল। সেদিন হইতেই পরস্পরের দায়ীত্ব পরস্পর গ্রহণ করিলেন, সুতরাং সে দিন হইতে স্বামী স্ত্রীকে আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। পরকে আপনার করিয়া লওয়া, দুটী ভিন্ন গ্রামবাসী, ভিন্ন ভাবাপন্ন ও ভিন্ন প্রকৃতির লোকের 'একত্ব' সম্পাদিত হওয়া প্রথমতঃ বড়ই কঠিন ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া পন্থা অবলম্বন করিলে, একার্য্য সংসাধিত হইতে কাল-

বিলম্ব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ; কিরূপে দম্পতী পরস্পর পরস্পরকে 'আপনার' করিয়া লইতে পারেন, তাহাই এখন বিবেচনা করা যাইতেছে।

জগৎপাতা জগদীশ্বর স্ত্রী পুরুষকে দুটী স্বতন্ত্র শ্রেণী ভুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্ত্রীহৃদয়ে পুরুষের প্রতি এবং পুরুষ হৃদয়ে স্ত্রীলোকের প্রতি অধিকতর অনুরাগ দিয়াছেন। এই কারণবশতঃ রমণীগণ পুরুষের প্রতি যত সহজে আকৃষ্ট হয় স্ত্রীলোকের প্রতি তত সহজে হয় না, পক্ষান্তরে পুরুষের নিকট রমণীর রূপ যেরূপ মনোমুগ্ধকর, পুরুষের রূপ তেমন নহে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে পুরুষের প্রতি স্ত্রীর ও স্ত্রীর প্রতি পুরুষের অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বিবাহিত হইলেই স্বামীর স্ত্রীকে ও স্ত্রীর স্বামীকে ভালবাসিতে যে আন্তরিক ইচ্ছা বলবতী হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহার সহিত ইহকাল পরকাল সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, যাহার মঙ্গলামঙ্গলের সহিত স্বীয় মঙ্গলামঙ্গল ও অদৃষ্ট মিশিল, যে আমার আমি যাহার, যাহাকে ভালবাসিলে আপনাকেই ভালবাসা হয়, তাহাকে ভালবাসিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু কেবল ইচ্ছা হইলেই হইল না, কার্য্যতঃ তাহা দেখাইতে হইবে। যে যাহাকে ভালবাসে, যে যাহার প্রতি অনুরক্ত, সে তাহার মঙ্গল কামনা করে, সে তাহার দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হয়, সে তাহার

সেবা করিয়া সুখানুভব করে। যে তাহার অনুরাগ চায়; সে তাহার সঙ্গ ভালবাসে সে তাহার প্রিয় ও মধুর বাক্য শুনিয়া কৃতার্থ হয়, সে আপনার অস্তিত্ব লোপ করিয়া তাহারই সহিত মিশিয়া যাইতে চায়, তাহার কায়ার ছায়া হইয়া তাহারই সঙ্গে বিচরণ করিতে অভিলাষী হয়। ইহাই প্রকৃত প্রেম, ইহাই প্রকৃত ভালবাসা। যে দম্পতীর মধ্যে এইরূপ ভাব জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগকেই মাত্র আদর্শ-দম্পতী বলা যাইতে পারে। পৃথিবীতে স্বর্গসুখ যদি সম্ভব হয়, তবে ইহাঁরাই তাহা উপভোগ করিবার উপযুক্ত।

প্রেমের মূল্য প্রেম—ভালবাসার মূল্য ভালবাসা ভালবাসিতে না শিখিলে ভালবাসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নিজেরহৃদয় পরকে না দিতে পারিলে, পরের হৃদয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং যে স্বামী স্ত্রীকে ভাল না বাসিয়া স্ত্রীর ভালবাসা প্রাপ্ত হইতে চাহিবেন, তিনি বিড়ম্বিত হইবেন, সেইরূপে, যে স্ত্রী পতিহৃদয়ে আপনার হৃদয় মিশাইতে না পারিবেন, পতির উদ্দেশ্যে সর্বস্ব অর্পণ করিতে না পারিবেন, তিনি ও শান্তি সুখের অধিকারিণী হইতে পারিবেন না। ফাঁকা কথায় প্রেম হয় না, বিনা যত্নে সুধা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুরাগ জন্মিলে, একের অনুষ্ঠিত কার্য্যে অন্যের সহানুভূতি থাকিলে।

একের মঙ্গলের জন্য অপরে ব্যস্ত হইলে, তবে দাম্পত্য প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা হয় নতুবা নহে। যেরূপ জায়া ও পতি এই দুটী শব্দ মিলিত হইয়া দম্পতী শব্দ গঠিত হইয়াছে, সেইরূপ স্বামী স্ত্রীর ভিন্ন ভাব, ভিন্ন রীতিনীতি, ভিন্ন কার্য্যপ্রণালী দূরীভূত হইয়া পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হইলে তবে প্রকৃত দাম্পত্যমিলন বা বিবাহ হইল। সামঞ্জস্য অর্থ আর কিছুই নহে, উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন প্রবৃত্তি বিলীন হইয়া মানসিক ও বৈষয়িক একতা সম্পাদিত হওয়া; অর্থাৎ, যেন স্বামী, স্ত্রী দুটী স্বতন্ত্র জীব নহেন, যেন দুই জনে মিলিয়া একজন হইয়াছেন, যেন একের মতামতের সহিত অপরের কোনরূপ পার্থক্য নাই, যেন একের সম্পদ বিপদে অপরের ও সম্পদ বিপদ, একের সুখ দুঃখে অপরের ও সুখ দুঃখ, একের জীবন মরণে উভয়ের জীবন মরণ, সংক্ষেপতঃ যেন স্বামী স্ত্রীর দুটী স্বতন্ত্র আত্মা নিজ স্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়া একীভূত হই-য়াছে। স্বামী স্ত্রীর এইরূপ 'একীকরণ' হইলে দাম্পত্য মিলন হইল, দম্পতীযুগলের মধ্যে স্বর্গীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, গৃহ স্বর্গসুখের আকর হইল, ঐহিক ও পারত্রিক সুখ অঙ্কুরিত হইল। এইরূপ একীকরণ শুধু ভালবাসা দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে, অন্য উপায় নাই। অসীম, অনন্ত ভালবাসা, অন্তরের সরল ভালবাসা চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেম দ্বারা প্রেম ক্রয় করা যায়, অন্য কিছুতে

নহে। সুতরাং যে স্বামী স্ত্রীকে আপনার করিতে চান, কিম্বা যে স্ত্রী স্বামী সোহাগ লাভ করিতে অভিলাষিণী, তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে দান না করিলে প্রতি-দান প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভাল না বাসিলে ভালবাসা লাভ হয় না। পক্ষান্তরে আন্তরিক ভালবাসায় অনেক কঠিনতম কার্য্য ও সম্পাদিত হইতে পারে। কারণ এক ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে একথা জানা থাকিলে, তাহার প্রতি আমার মনটা সাধারণতঃই আকৃষ্ট হইবে, তাহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা জন্মিবে, এমন কি, সে একটা অন্যায় অনুরোধ করিলে ও তাহা সহসা উপেক্ষা করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে না। ভালবাসা এমনই মধুর, ভালবাসার এমনই বেগ। সুতরাং যে দম্পতী সুখী হইতে চাহেন, একমাত্র ভালবাসাই তাঁহাদের অবলম্বনীয়। পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া, পরস্পরের প্রতি পরস্পর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আপনার দিকে টানিয়া লউন, দেখিবেন তাঁহাদের মতের পার্থক্য চলিয়া যাইবে, ভাবের ভিন্নতা একতায় পরিণত হইবে, প্রকৃত দাম্পত্যমিলন দ্বারা গৃহ-সুখ শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে।

প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম স্বর্গীয় পদার্থ। ইহার সহিত ধন মানের সম্বন্ধ নাই, দুঃখ দারিদ্র্য ইহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না; মূর্খতা অজ্ঞানতা ও ইহাতে বাধা

জন্মাইতে সক্ষম নহে। ইহা সতত সচল ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে অনুক্ষণ অবিকৃত, তুচ্ছ ধনের গরিমায় যদি একজন অপরজনকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন, ধনী স্বামী যদি দরিদ্রা স্ত্রীকে আপনার বলিতে, ভাবিতে ও আপনার ন্যায় জ্ঞান করিতে লজ্জা বোধ করিলেন, তবে দাম্পত্য প্রণয় হইল কৈ? তবে স্বামী স্ত্রীর একীকরণ হইবে কিরূপে? পক্ষান্তরে, পিতৃধন গর্ব্বিতা ললনা যদি দুঃখ দারিদ্র্যপীড়িত, সবল স্বামীর প্রতি অবহেলার সহিত ব্যবহার করেন, তবে প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত ভালবাসা জন্মিবে কেন? দাম্পত্য-ধর্ম্মের বিধান মতে স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে আপনার তুল্য জ্ঞান করিবেন এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া ব্যবহার করিবেন; ইহাই শাস্ত্রের ও ন্যায়ের বিধি। স্বামীর ব্যবহার দ্বারা স্ত্রী কিম্বা স্ত্রীর ব্যবহার দ্বারা স্বামী যেন কোনরূপ মনোকষ্ট না পান, ইহার প্রতি প্রত্যেক দম্পতীর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। দেখিয়াছি অনেক দম্পতীর সামান্য কারণে মনোমালিন্য ঘটিয়া অনর্থক বৃথা কষ্ট পাইতে হয়। পতি পত্নী উভয়ে চেষ্টা করিলে একরূপ অনর্থ ঘটিতে পারে না। ফলতঃ যে যাহাকে অধিক ভালবাসে, যে যাহার নিকট যত অধিক ভালবাসা প্রাপ্ত হইবারজন্য ব্যগ্রহয়, যে যাহার নিকট সুব্যবহার, সুমিষ্টবাক্য ও অকৃত্রিম প্রেম পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে,

সে তাহার নিকট আশানুরূপ প্রীতি, ভালবাসা না পাইলে, কিম্বা নিজকে আপনার প্রিয় ব্যক্তি দ্বারা কোন রূপ তাচ্ছল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে দেখিলে মর্ম্মান্তিক যাতনা পায়, এমন কি তখন এই জীবনটা পর্য্যন্ত তাহার নিকট যেন যন্ত্রণাময় ও মহাক্লেশকর বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং পতিপত্নীর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অনাদর তাচ্ছল্য প্রভৃতি দাম্পত্য প্রেমের শত্রু বিশেষ, ইহা যেন সর্ব্বক্ষণ মনে থাকে। আপাততঃ দৃষ্টিতে ইহা সামান্য বিষয় মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহাতেই অনেক দম্পতীর চিরকাল মনোকষ্ট পাইতে হয়।

ধন সম্পদের অভাব বশতঃ অনেক সময় দাম্পত্য বিরোধ উপস্থিত হয়। আমাদের একথাটি উত্থাপন করিতেই লজ্জা বোধ হইতেছে, কিন্তু দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে একবারে নীরব থাকা ও সঙ্গত নহে। পতিগৃহে আর্থিক সচ্ছলতা না থাকিলে, মনোমত বসন ভূষণ না পাইলে অনেক রমণী বিষণ্ণবদনা হইয়া থাকেন, স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তায়, ভাব ভঙ্গীতে, অনুক্ষণ বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি লক্ষণ প্রকাশ করেন, এমন কি সময় সময় নানা মর্ম্মভেদী বাক্য বলিয়া স্বামীর মনোকষ্ট বাড়াইতে ও কুণ্ঠিতা হন না। হিন্দু ললনাগণ কিরূপে যে এরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরি-

চয় দেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ধন, সম্পদ প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের জন্য বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করা মূর্খতার পরিচায়ক। ধনসম্পদ কয় দিন থাকিবে? কয় দিন ইহা লইয়া সুখী হইতে পারিবে? পতিপ্রেম, পতিসোহাগ লইয়া তোমার কার্য্য। তাহা যদি পাইলে, তবে অন্য দ্রব্যে তোমার প্রয়োজন কি? সুরমণী পতিপ্রেম পাইলেই রাজরাণী, পতিসোহাগ অভাবে ভিখারিণী। ধনে তাঁহার প্রয়োজন কি? ধন অনিত্য অসার, ক্ষণস্থায়ী। পতিপ্রেম কিন্তু তেমন তুচ্ছ পদার্থ নহে। তবুও রমণীগণ পতিপ্রেম অপেক্ষা ধন, সম্পদ বস্ত্রালঙ্কারের জন্য অধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন কেন তাহা বুঝিবা উঠা কঠিন ব্যাপার। যে রমণী পতির পূর্ণ সোহাগ প্রাপ্ত হইল, তাঁহার জীবন সার্থক। তাঁহার আবার তুচ্ছ পদার্থের জন্য লালসা থাকে কেন? এই সমস্ত কথা স্বামী স্ত্রী উভয়ের প্রতি সমভাবে প্রযুজ্য। যে দম্পতী দাম্পত্য-জীবন সুখময় করিতে অভিলাষ তাঁহারা যেন ধন সম্পদের অভাব জন্য মনোকষ্ট পান না, পরস্পারের প্রেম সোহাগ পাইয়াই সুখী ও শান্ত চিত্ত হন। যে গৃহে স্ত্রী অসন্তুষ্ট, কিম্বা যে গৃহে স্ত্রীর উপযুক্ত আদর নাই, সে গৃহে লক্ষ্মী বাস করেন না, যে গৃহে পুরুষ সম্মানিত হয় না, কিম্বা যে গৃহে পুরুষ গুপ্ত কথা রক্ষা করিতে অসমর্থ, সে গৃহও অচিরে হতশ্রী হইয়া

পড়ে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। পতি পত্নী এই কথাগুলি বিস্মৃত হইবেন না।

প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম নিঃস্বার্থ হইবে। ভালবাসিলে লাভ হইবে ইত্যাকার গণনা করিয়া কেহ কাহাকে ভালবাসিবেন না। ভালবাসাই ধর্ম্ম ও নীতি। স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা অসার ও অস্থায়ী, ইহা যেন প্রত্যেক দম্পতীর মনে থাকে। এরূপ ক্ষণভঙ্গুর ভালবাসায় দাম্পত্য-বন্ধন দৃঢ় হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহাতে স্বামী স্ত্রীর অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়ে। দাম্পত্য- প্রেম দম্পতী জীবনে সুধাস্বরূপ, ইহা বিবেচনা করিয়া ভালবাসিতে হইবে। সাগর মন্থন করিয়া যেরূপ দেবগণ পবিত্র সুধা লাভ করিয়াছিলেন, দম্পতী যুগলের হৃদয় সাগর মন্থন করিয়াও যেন সেরূপ পবিত্র ও নিঃস্বার্থ প্রেম সুধা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে প্রেমের সহিত স্বার্থের সংশ্রব রহিয়াছে, তাহা নীচ, তাহা তুচ্ছ, তাহা ঘৃণিত, যে প্রেম অর্থ, সম্পদ বা সুখ সচ্ছন্দতার উপর ভর করিয়া দাঁড়ায়, তাহা প্রেম নহে—প্রহেলিকা মাত্র। সে প্রেম প্রাপ্ত হইয়া যেন কোন দম্পতী গর্ব্ব করেন না, সে প্রেমের মধুরতায় যেন কাহারও হৃদয় মুগ্ধ হয় না। যে প্রেমের সহিত রূপ, গুণ বা যৌবনের সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণস্থায়ী—সুতরাং তাহা প্রকৃত প্রেম নহে; সে প্রেমের সহিত নীচ ও জঘন্যভাবের উদয়

হয়। যে স্বামী রূপবতী বা গুণবতী ভার্য্যাকে মাত্র ভাল বাসিতে পারে, তাহার মধ্যে উদারতা নাই, সে প্রকৃত প্রেমিক নহে। পক্ষান্তরে যে স্ত্রী রূপবান ও গুণবান স্বামী ব্যতীত ভালবাসিতে চায় না, সেও সুভার্য্যা নহে। ভালবাসায় উদারতা থাকা চাই। যাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, সে যেরূপই কেন হউক না তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে, প্রত্যেক দম্পতীর এই রূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আদর্শ-দম্পতী ধন, মান, রূপ, যৌবন প্রভৃতি অবস্থা নির্ব্বিশেষে পরস্পর পরস্পরকে মন প্রাণ সমর্পণ করেন ও আপনার ভাবিয়া ব্যবহার করেন। ইহাই উদারতা এবং এই উদারতা ব্যতীত মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে কৈ? যাহার রূপ, গুণ আছে, সুখ, সম্পদ আছে, তাহাকে ত সকলেই ভালবাসিতে পারে, কিন্তু যাহার তাহা নাই, তাহাকে যে ভালবাসিতে পারে, তাহার হৃদয় কত প্রশস্ত, সে কিরূপ বিশ্বপ্রেমিক একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। রূপ গুণের অভাব পবিত্র ভালবাসায় কণ্টক হইবে কেন? তরঙ্গিণী যেরূপ পথপানে না চাহিয়া, বিশ্রাম লালসা না করিয়া, স্বীয় পতির দোষ-গুণ বিবেচনা না করিয়া, কাহারও কথা কিম্বা অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া সগর্ব্বে ও দ্রুতগতিতে সাগরাভিমুখে চলিয়া গিয়া স্বীয় পতির বিশাল অঙ্কে আপনার প্রেম সুধা ঢালিয়া দিয়া সুখানু-

স্তব করে, প্রেমিকা রমণী সেইরূপ পার্থিব নীচ ও ক্ষণ স্থায়ী নানা সুখের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, পথপার্শ্বস্থ সুন্দর ও রক্তিমাভ বিষফলের প্রতি অনুরক্তা ও স্পৃহা বতী না হইয়া একান্ত মনে ও একাগ্রচিত্তে পতির দিকে আপনার মন প্রাণ চালিত করিবেন এবং পতিসেবা করিয়াই শান্তিসুখ অনুভব করিবেন। আবার সাগর যেমন প্রিয়তমা তরঙ্গিণীর প্রেমসোহাগে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া সানন্দে তাহাকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া প্রেমের প্রত্যর্পণ করে, সুবিবেচক, সৎ স্বামী ও সেইরূপ সানন্দ চিত্তে স্ত্রীর প্রেমরাশি ভোগ করিবেন এবং সুব্যবহার সুমিষ্ট বাক্য প্রভৃতি দ্বারা স্ত্রী-প্রদত্ত প্রেমের প্রত্যর্পণ করিবেন।

পতি পত্নীর এই বাক্যগুলি অনুক্ষণ মনে জাগরূক রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। সময় থাকিতে অবহেলা করিলে সমস্ত জীবন ইহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবা মাত্রই স্বামী, স্ত্রী আপন আপন কর্ত্তব্য পালনে যত্ন চেষ্টা করিবেন, সেই দিন হইতেই দাম্পত্য-ধর্ম্ম, দাম্পত্য-নীতি কাহাকে কহে, কিরূপে তাহা পালন করা যাইতে পারে তাহা অবগত হইবার জন্য যত্নশীল হইবেন। দম্পতী জীবনে পবিত্রতা বড়ই প্রয়োজনীয়। স্বামী, স্ত্রী উভয়েরই, কার্য্যকলাপ, আচার

নিষ্ঠা এবং সাধারণ ব্যবহারাদি সম্বন্ধে পবিত্রতা অবলম্বন করিবেন, সত্যপথ অনুসরণ করিবেন; যাহাতে মন, আত্মা নীচ ও অপবিত্র হয়, এরূপ কার্য্য হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিরত হইবেন এবং কাহার ও মুখাপেক্ষী না হইয়া সর্ব্বক্ষণ সদনুষ্ঠানে রত হইবেন। তবেই দাম্পত্যপ্রেম গাঢ ও দৃঢ হইবে, গৃহের মঙ্গল হইবে, সংসার সুখময় বোধ হইবে এবং সুসন্তানদ্বারা গৃহের স্থায়ী শোভা সম্পাদিত হইবে।

অনন্ত দাম্পত্য-প্রেমের জীবন্ত ছবি—হরগৌরীমূর্ত্তি! এই মূর্ত্তি প্রত্যেক দম্পতীর দেখিবার জিনিষ বটে। হর-প্রেমে গৌরী ও গৌরী প্রেমে হর মত্ত। তাঁহাদের মত্ততা কেবল মনে বদ্ধ রহিল না। উভয়ে আপন স্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়া, ভিন্ন দেহ পরিত্যাগ করিয়া এক-মন, একা দেহ হইলেন। হরের অর্দ্ধাঙ্গ ও গৌরীর অর্দ্ধাঙ্গ লইয়া উভয়ে পূর্ণাঙ্গ হইলেন। এই দাম্পত্য মিলনের কি অপূর্ব্ব শোভা! দেখিলে কাহার না চক্ষু জুড়ায়? মস্তকের এক অংশে বিষধর ফণি, অপরার্দ্ধে গৌরীর অপূর্ব্ব বেণী। এক অর্দ্ধে ভস্মমিশ্রিত মলিন জটা, অপরার্দ্ধে গৌরীর সুচিক্কণ ও সুবিন্যস্ত কেশ রাশির অপূর্ব্ব ছটা। এক অর্দ্ধে ভাঙ্ ধুতুরা পায়ী মহাদেবের ঘূর্ণিত নয়ন, অপর দিকে সদা-হাস্যমুখী বিশাল নয়না গৌরীর প্রফুল্ল কমল নয়ন! এক অর্দ্ধে ধ্যাননিমগ্ন যোগীবরের ভস্মমাখা অঙ্গ,

অপরার্দ্ধে প্রেমময়ী গৌরীর অনন্ত প্রেমের অনন্ত তরঙ্গ! প্রত্যেক দম্পতীর এই মূর্ত্তি দেখিয়া অনেক শিখিবার আছে, অনেক বুঝিবার আছে। হরগৌরী যেরূপ নিজ নিজ শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দুই অর্দ্ধাঙ্গ মিলিত করিয়া পূর্ণাঙ্গ হইয়াছিলেন, স্বামী স্ত্রীও সেইরূপ পরস্পরের সহিত বিলীন হইয়া পূর্ণাঙ্গ হউন, আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া যাউন, জীবন স্বার্থক হইবে, ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে, শাস্ত্র সম্মানিত হইবে, দাম্পত্য প্রেম অটল হইবে এবং ঈশ্বরের স্ত্রী পুরুষ সৃজনের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে।

রূপ-তৃষ্ণা।

বঙ্গের অধিকাংশ দম্পতীকে 'রূপ' 'রূপ' করিয়া ব্যস্ত হইতে দেখা যায়। স্বামী স্ত্রীর রূপ ও স্ত্রী স্বামীর রূপের জন্য পাগল হয়। এই রোগ যে শুধু আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, এমন নহে। পৃথিবীর সভ্য অসভ্য, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল দেশে, সকলে সম্প্রদায়েই অল্প বা অধিক পরিমাণে রূপ-ব্যাধির প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কিন্তু যে রূপের জন্য যুবক যুবতী অনুক্ষণ ব্যস্ত, সে রূপটা

সে কি পদার্থ, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। অথচ এই রূপ-লালসা কিন্তু প্রতিনিয়ত অসংখ্য স্বামী স্ত্রীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শত শত শিক্ষাভিমানী নব্য যুবক মনোমত রূপবতী ভার্য্যা পাইলেন না ভাবিয়া অদৃষ্টকে কত ধিক্কার দেন এবং সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে কত শত ললনা সুরূপ পতি পাইলেন না ভাবিয়া নীরবে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করেন অশ্রুনীরে কত উপাধান শিক্ত করিয়া ফেলেন। এই রূপলালসপ্রযুক্ত কত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে দাম্পত্য-প্রণয় জন্মিতে পারে না, কত স্বামী স্ত্রীর যে চিরজীবন অসদ্ভাবে ও মনোকষ্টে অতিবাহিত করিতে হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কেন যে এইরূপ অবস্থা হইল, কি প্রকারে যে অসার রূপ যুবক, যুবতীর মনে এত প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই সংসারে রূপই কি মানব জীবনের সর্ব্বস্ব? যাহার রূপ নাই তাহাকে কি ভালবাসিতে পারা যায় না? রূপের সঙ্গে কি ভালবাসা বা পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধ আছে? এই প্রশ্ন কয়টীর উত্তর আবশ্যক হইতেছে।

রূপের মূল্য নাই। বাহ্য দৃষ্টিতে যাহাই কেন অনুমিত হউক না, তরলচিত্ত যুবক যুবতীর মন রূপমোহে যতই কেন মুগ্ধ হউক না, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রকেই

স্বীকার করিতে হইবে যে, রূপ অসার ও মূল্যবিহীন, দেখিবে, যে জিনিষের মূল্য অধিক, সে জিনিষ সকল দেশে সমভাবে আদৃত হয়, এবং সে দ্রব্যের স্থান বা অবস্থা বিশেষে মূল্য বড় হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, এবং তাহা লইয়া প্রায় কাহারও মতভেদ হয় না। স্বর্ণ মূল্যবান পদার্থ, ইহার ভারতবর্ষে যেরূপ আদর, ইংলণ্ড, ফরাসী রাজ্য প্রভৃতি সকল দেশেই সেইরূপ আদর। লৌহ প্রয়োজনীয় পদার্থ, একথা সকল দেশের লোকেই স্বীকার করিয়া থাকে। যে সোণা কিম্বা যে লৌহকে ভারতের লোক ভাল বলে, অন্যান্য দেশের লোকে ও সেই সোণাও সেই লৌহকেই ভাল বলিয়া থাকে। সকল দেশের সকল শ্রেণীর লোক ইহার প্রতি একমত প্রকাশ করে, সুতরাং বুঝিতে হইবে ইহা আবশ্যকীয় পদার্থ কিন্তু রূপ সম্বন্ধে এরূপ এক মত কখন ও দেখিতে পাইবে না। পুরুষ যাহাকে সুরূপ দেখেন, হয়ত ললনা গণের চক্ষে তাহা নিতান্ত কুৎসিৎ, বাঙ্গালী যাহাকে রূপের আদর্শ স্বরূপ গণ্য করেন, ইংরেজ তাহার প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক কটাক্ষপাত করেন, আবার ইংরেজ যাহাকে রূপবান মনে করেন, বাঙ্গালীর চক্ষে হয়ত সে নিতান্ত কুৎসিৎ! এইরূপে দেখিবে, ইংরেজ যে রূপে মুগ্ধ হয়, ফরাসি সেরূপ চায় না, ফরাসি যাহা ভালবাসে, রুস তাহা ঘৃণা করে, আবার রুস যাহা চায়, তুরকী তাহা

পায় ঠেলে। বাঙ্গালী যুবক স্ত্রীর সুদীর্ঘ ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি দেখিয়া প্রফুল্লচিত্ত হন, কিন্তু ইংরেজ যুবক সে দীর্ঘ কেশ ও ভালবাসেন না, কৃষ্ণবর্ণ ও চান না। তিনি চান, নাতি দীর্ঘ ও ঈষৎ বক্রিমাভ কুঞ্চিত কেশরাশি। আবার দেখ, ইংরেজ পিঙ্গলবর্ণ কটা চক্ষু দেখিয়া মোহিত হন, বাঙ্গালী প্রাণান্তেও সে চক্ষু ভাল বাসিতে পারে না, ইংরেজ দীর্ঘ-গ্রীবা ললনাকে আদর্শ-রূপসী মনে করেন, বাঙ্গালী কিন্তু শরীরের অনুরূপ গ্রীবা না হইলে প্রীত হন না, ইংরেজ সাধারণতঃ একটু দীর্ঘাকৃতি রমণী ভালবাসেন, বাঙ্গালীর আবার তাহার বিপরীত ইংরেজ ও বাঙ্গালী সরু নাসিকা সুন্দর মনে করেন, কিন্তু আফ্রিকার নিগ্রোগণ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সভ্য, অসভ্য ব্যক্তিগণ থাদা নাসিকার প্রেমেই মুগ্ধ। এইরূপে কোন জাতি দীর্ঘ আঁখি; কোন জাতি বা ক্ষুদ্র জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর উপাসক, কোন জাতি কোমলতা কোন জাতি বা দৃঢ়তা ভালবাসে। বাঙ্গালী ইংরেজে মতভেদ, ইংরেজ ফরাসীতে মতভেদ, ফরাসী রুষে মতভেদ, আবার রুষ জর্ম্মাণে মতভেদ। রূপ সম্বন্ধে এক মত প্রায় কোথায় ও দেখিবে না। ইহার কারণ কি তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? কারণ আর কিছুই নহে, রূপের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, রূপ একটা কিছুই নহে, ইহা মনের একটা বিকৃত অবস্থা

মাত্র। সেই জন্যই যাহার চক্ষে যাহা ভাল বোধ হয় সে তাহাকেই রূপ বলে, সেই জন্যই একজনের নিকট যাহা সুরূপ বলিয়া মনে হয়, ভিন্ন আস্থাপন্ন আর একজন তাহাকেই ঘৃণা করে। ভিন্ন মানুষের ভিন্ন মত, প্রত্যেকের মনের গতি একরূপ নহে, কাজেই একের রূপের আদর্শ আর একজনের আদর্শের অনুরূপ নহে, এক জনের ধারণা আর একজনের ধারণার বিপরীত। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি রূপ জিনিষটা কিছুই নহে, কেবল মনের অবস্থা বিশেষ মাত্র।

এই রূপ সচরাচর দেখা যায় যে, একটী ললনাকে এক ব্যক্তি রূপবতী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রেমে মুগ্ধ হয়, আর এক ব্যক্তি সেই রমণীকেই কুৎসিতা মনে করিয়া ঘৃণা করে, এক জনের যে প্রিয় অপরের হয়ত সে ঘোরতর অপ্রিয়। কাজেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, রূপটা মনের অবস্থা বিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনেই ইহার অস্তিত্ব, মনেই ইহার লয়, মনেই ইহার সৃষ্টি, মনেই ইহার ক্ষয়। মন ইচ্ছা করিলে সুরূপাকে কুরূপা কিম্বা কুরূপাকে সুরূপা করিয়া লইতে পারে, মন ইচ্ছা করিলে আপনার কুরূপা স্ত্রীকে সুরূপা জ্ঞান করিয়া ভালবাসিতে পারে, পরের সুরূপা ভার্য্যাকে কুরূপা জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারে। কারণ 'রূপ' কিছুই নহে মানসিক একটা ভাব

মাত্র। এই যুক্তিটী আপাততঃ দৃষ্টিতে তত সারবান মনে না হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, স্থির চিত্তে ও ঐকান্তিকতা সহকারে ভাবিয়া দেখিলে, ইহার সারবত্তা সম্বন্ধে প্রায় কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। কেহ কেহ হয়ত প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন যে মনে ভাবিয়া লইলেই যদি হইল, তবে সোণাকে পিতল কিম্বা কাঁসাকে রূপা ভাবিয়া লইলে দোষ কি? তদুত্তরে আমরা বলি, এরূপ বলা চলিতে পারে না। যে দ্রব্যের সকল দেশে সকল সময়ে ও সকলের নিকট একরূপ আদর, যে দ্রব্য সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রকার মতভেদ নাই, সে দ্রব্য সম্বন্ধে এই রূপ বলা যাইতে পারে না। সোণাকে রূপা বলিলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আসিয়া তোমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবে, রূপাকে কাঁসা বলিলে সকলে তোমাকে অনভিজ্ঞ বলিয়া তীব্র উপহাস করিবে, কিন্তু যাহাকে কেহ কেহ 'রূপবতী' বা 'রূপবান' মনে করে, তাহাকে যদি তুমি কুৎসিৎ বা কুরূপ বল, সম্ভবতঃ কেহ তোমাকে কোন বাধা দিবে না। কারণ সোণা, রূপা প্রভৃতি সম্বন্ধে মানবের একটা স্থির মত আছে, রূপ সম্বন্ধে তাহা নাই। তাহার আবার কারণ এই যে, সোণা, রূপা প্রভৃতি পদার্থ

কিন্তু 'রূপ" কিছুই নহে,—কেবল মনের একটা কল্পনা মাত্র।

অন্য উপায়ে ও এই কথাটী প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যে দ্রব্যের প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্ব আছে তাহা নাই, কেহ এই কথা মনে ভাবিলে পরের সাহায্যে তাহার সে ভ্রম দূরীভূত হইতে পারে। কারণ, তোমার চক্ষের নিকট যখন সে দ্রব্যটী আনিয়া ধরা হইবে, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে সে দ্রব্যটী প্রকৃত পক্ষেই আছে। কাহার রূপ সম্বন্ধে একবার একটী ধারণা জন্মিলে তাহা কিন্তু আর কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় না। দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝাইয়া দিতে হইতেছে। মনে কর এক ব্যক্তি একটী বাক্স দেখিয়া ভাবিল যে তাহাতে টাকা নাই, কিন্তু যদি কেহ সে বাক্স খুলিয়া তাহা হইতে দুই চারিটী মুদ্রা বাহির করে, তবে সে বুঝিবে যে তাহার ভ্রম হইয়াছিল, বাক্সে টাকা আছে। কিন্তু একটী রমণী দেখিয়া যদি তাহার মনে হয় যে রমণী 'রূপবতী' নহে, তবে তুমি শত চেষ্টা করিলেও সে রমণী তাহার চক্ষে সুন্দরী বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তুমি রমণীর সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশিই দেখাও, সুস্নিগ্ধ আয়ত নয়ন দেখাও, সুন্দর মুখ-কমল দেখাও, কিম্বা সুগঠিত ও লাবণ্যযুক্ত শরীরই দেখাও, কিছুতেই তাহার ধারণা

পরিবর্ত্তিত হইবে না, কিছুতেই সে আর তাহাকে সুন্দরী বিবেচনা করিবে না। ইহার কারণ কি ?—কারণ এই যে, যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সম্বন্ধে কোন বিপরীত বা ভ্রমপূর্ণ সংস্কার জন্মিলে পরের সাহায্যে সে সংস্কারের অপনোদন হইতে পারে। কিন্তু যাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব মনের উপর নির্ভর করে, তাহার সম্বন্ধে কোন ধারণা জন্মিলে পরের কথায় তাহা আর পরিবর্ত্তিত হয় না; কারণ মন পরের নহে এবং মনের উপর অন্যের কর্ত্তৃত্ব নাই। এই কারণ বশতঃই দেখা যায় যে, সাধারণতঃ লোকে যে রমণীকে সুন্দরী বিবেচনা করে, হয়ত তাহার স্বামী তাহাতেই রূপের অভাব দেখিয়া মনোকষ্ট পায়, আবার মানুষ যাহাকে কুৎসিৎ বিবেচনা করে, তাহার স্বামী বা স্ত্রী তাহাতেই অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয় ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে না যে 'রূপ' কিছুই নহে ? ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে না যে 'রূপ' মনের একটি অবস্থা বিশেষ মাত্র ?

ইহার পর প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহাকে সুন্দর দেখিলাম না, তাহাকে ভালবাসিব কি রূপে ? 'রূপ' যে কিছু নহে, ইহা যে একটা কথার কথা মাত্র, এবং সুরূপ বা কুরূপ যে মনের অবস্থা মাত্র, ইহা যথাসাধ্য বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জ্ঞান যদি হইল

'রূপের' অসারতা যদি বুঝিতে পারা গেল, তবে আর ইহার জন্য ব্যস্ত হওয়া কেন? এই রূপতৃষ্ণা যে কত দম্পতীর ইহকাল পরকালের সুখের পথের কণ্টক স্বরূপ হইতেছে, কত প্রকৃত প্রেমের শত্রু হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রত্যেক সুদম্পতীর রূপের অসারতা বুঝিতে সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যুবক যুবতীগণের অসামান্য রূপ-লালসা বলবতী থাকায় অনেক সময় অনেক পতি পত্নী নানা অস্বাভাবিক উপায়ে রূপ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। চীনদেশের লোকের বিশ্বাস যে, রমণীগণের পা দুখানি যত ক্ষুদ্র হয়, ততই সুন্দর, এজন্য জনক জননী দুহিতার পা দুখানি ক্ষুদ্রায়তন করিতে বিশেষ প্রয়াসী হয় এবং প্রসবের কিছু কাল পরেই অতি ক্ষুদ্র লৌহ-পাদুকায় পদদ্বয় পুরিয়া দেয়, যেন পা দুখানি আর না বাড়িতে পারে। বালিকার যে ইহাতে বিশেষ কষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্যভঙ্গেরও যে সম্ভাবনা আছে,তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিলাতের রমণীগণও কটিদেশ ক্ষীণ করিবার জন্য নানা অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করে ও নানা কষ্ট পায়। ইহা কি হাস্যাস্পদ নহে? এই সব বৃথা চেষ্টায় রূপ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং হ্রাস হয় এবং চেষ্টা করিয়া রূপ বাড়াইয়া ভুলাইতে চাহিতেছে, একথা মনে হইলে বরং ঘৃণা জন্মে। সত্য বটে, অনেক সময় রূপজ ভালবাসা

গাঢ় দাম্পত্য-প্রেমে পরিণত হয়, কিন্তু সে অতি বিরল এবং এই জন্য রূপ-তৃষ্ণার প্রশংসা করা যাইতে পারে না। যে ভালবাসা রূপ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা পরে পবিত্রই হউক আর যাহাই হউক, তাহার মূল যে অপবিত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রূপ-তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অপবিত্র ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে। গুণ লইয়া মানবের প্রয়োজন সাধিত হয়, 'রূপের' প্রয়োজন কি? যদি বল যে রূপ দ্বারাও অনেক কার্য্য সাধিত হয়, তবে বলিব সে ঘৃণিত কার্য্য ব্যতীত আর কিছু নহে। নব দম্পতীগণ 'রূপ' ছাড়িয়া গুণে আকৃষ্ট হউন, অসার রূপের কথায় আত্মহারা না হইয়া গুণের উপাসক হউন।

গ্রীক দেশীয় একজন স্বনামখ্যাত ও অতি প্রতিভাশালী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত "রূপ" সম্বন্ধে যে মত প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন 'রূপের'-স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, অন্য কিছুর সহিত তুলনা করিলে রূপের তারতম্য বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ 'রূপ-' একটী আপেক্ষিক শব্দ। তিনি আর ও বলিয়াছিলেন যে, শরীরের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেরূপ হইলে সে অঙ্গের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, সেই অবস্থাকেই সুন্দর বলিতে হইবে। ক্ষুদ্র চক্ষু অপেক্ষা আয়ত নয়ন দ্বারা,

দর্শন কার্য্য ভালরূপ নির্ব্বাহিত হয়; সুতরাং বড় চক্ষুই সুন্দর। প্রশস্ত নাসিকা দ্বারা যত শীঘ্র ও যত উত্তম রূপে আঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ও শ্বাস প্রশ্বাসের যত সুবিধা হয়,সরু নাসিকাদ্বারা তেমন হয় না, সুতরাং সরু নাসিকা অপেক্ষা বিশাল নাসিকাই সুন্দর। দীর্ঘ কর্ণে অতি সত্বর শ্রুতিবোধ জন্মে, সুতরাং দীর্ঘ কর্ণই সুন্দর। বড় পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ান অধিক সুবিধা-জনক, সুতরাং ক্ষুদ্র পদদ্বয় অপেক্ষা বড় পদই সুন্দর। মানুষ আপনার মনের গতি অনুসরণ করিয়া রূপের যেরূপ ধারণাই করিয়া থাকুন না কেন, উল্লিখিত গ্রীক পণ্ডিতের কথা আমাদের নিকট অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

যাহাদের রূপ-লালসা বড় বলবতী, তাহারা সাধারণতঃ পর-মুখাপেক্ষী হয়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির ইহাদের স্বামী বা স্ত্রীর 'রূপের' প্রশংসা করা একান্ত কর্ত্তব্য। 'রূপটা' যাহাই কেন হউকনা,যখন শতশত যুবক যুবতী ইহার জন্য লালায়িত, তখন আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধবের আপন আপন পুত্র, কন্যা,পুত্রবধূ ও জামাতার সম্মুখে পরস্পরের রূপ গুণের প্রশংসা করিয়া এক জনের প্রীতি অপরের অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে বিশেষ যত্ন করা খুবই আবশ্যক। পরের মুখে আপনার স্বামী বা স্ত্রীর রূপ গুণের প্রশংসা শুনিলে অনেকেই সন্তুষ্ট হয়—হওয়া

আশ্চর্য্য ও নহে। কারণ রূপের যখন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই, তখন পরের মুখে কাহার রূপের কথা শুনিয়া তাহার বিষয় একটা স্থির ধারণা হইয়া গেলে, সে যেরূপই হউক না কেন, পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ তাহাকে দেখিলে "সুন্দর"ই মনে হইবে। তাই বলিতেছি পিতা মাতা, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতির আপন পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট পরস্পরের রূপ গুণের প্রশংসা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের শেষ কথা আদর্শ দম্পতীর প্রতি। তাঁহারা যেন 'রূপ' 'রূপ' করিয়া বৃথা বাতুলতা প্রকাশ না করেন, রূপের ন্যূনতা যেন দাম্পত্য-প্রেমের পথে কণ্টক স্বরূপ হইতে না পারে, রূপের লালসা যেন কোন দম্পতীকে পবিত্র দাম্পত্য-শৃঙ্খল হইতে ছিন্ন করিয়া আশু-সুখ-প্রদ কুপথে না লইয়া যাইতে পারে। ইহাও মনে রাখিবেন যে, আমাদের কথা কর্ণে স্থান না দিলে, তাঁহারা কখনও সুখী হইতে পারিবেন না। কারণ যৌবনে রূপের জন্য পাগল হইয়া দাম্পত্য বন্ধন দৃঢ় করিতে অবহেলা করিলে, যৌবনান্তে মনের বেগ কমিয়া যখন সুবুদ্ধি উপস্থিত হইবে, তখন একন্য মহা অনুতাপ উপস্থিত হইবে, সংসারে আসক্তি থাকিবে না, সুতরাং নানা কষ্ট ও যন্ত্রণায় কালাতিবাহিত করিতে হইবে। দম্পতীগণ আমাদের বাক্যগুলি যেন কখনও বিস্মৃত হন না।

সুখ-তৃষ্ণা।

যুবক যুবতীর মনে রূপ তৃষ্ণার ন্যায় সুখ-তৃষ্ণা ও অত্যন্ত প্রবল। যৌবনকালে মনুষ্য মাত্রই মনোমত নানারূপ সুখ উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং সকলেই স্বীয় সুখ বৃদ্ধির জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে থাকে। সুখের ধারণা সকলের একরূপ নহে। কেহ সুখাদ্য দ্রব্য ও উত্তম বস্ত্রাদি পাইলেই নিজকে সুখী মনে করে, কেহ সদ্‌গ্রন্থ, বা সৎসঙ্গী পাইলেই তৃপ্ত হয়, কেহ অগণিত ধনরাশি পাইলেই সুখী হয়, কেহ পরোপকার সাধন ব্যতীত সুখানুভব করে না, কেহ বা পরে-অনিষ্ট সাধন করিয়াই সুখী হয়, আবার কেহ বা অতি ঘৃণিত দুষ্কর্ম্ম করিয়াই সুখানুভব করে। কিন্তু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, ইহার কিছুতেই প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফলকথা অবিমিশ্র সুখ এ সংসারে নাই। নব্য যুবক যুবতীগণ এই সামান্য কথাটী না বুঝিয়া বাতুলের ন্যায় কেবল সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, ঈপ্সিত সুখ প্রায় কাহার ও অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না, কাজেই সকলেই ভগ্নমনোরথ হইয়া কালাগ্নি-পীড়ি করিতে থাকেন।

সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ অবিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ যাহার সুখ আছে, তাহার অল্প বা অধিক পরিমাণে দুঃখ ও আছে, আবার যাহার দুঃখ আছে, তাহার ও কিছু না কিছু সুখ ও আছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিম্বা দুঃখ এ পৃথিবীতে সম্ভবে না। দুঃখ ব্যতীত সুখের ও সুখ ব্যতীত দুঃখের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ যে জীবনে কখনও দুঃখ ভোগ করে নাই, সুখ যে কি পদার্থ তাহা সে বুঝিতে পারে না, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কখনও সুখ উপভোগ করে নাই সে ও তাহার নিজের অবস্থাকে দুঃখের অবস্থা বলিয়া বুঝিয়া লইতে পারে না। কারণ সুখ ও দুঃখ আপেক্ষিক শব্দ। অর্থাৎ এক অবস্থার সহিত অন্য অবস্থার তুলনা না করিলে, কিসে সুখ হয়, কিসে ব দুঃখ হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা ভালরূপ বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে। মনে কর এক ব্যক্তি শাকান্ন ভোজন করিয়াই জীবন কাটাইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত নানা উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী তাহার উদরে একবার না যাইবে, তত দিন সে তাহার অবস্থা দুঃখের কি সুখের তাহা বুঝিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধু ক্ষীর, পনির উদরসাৎ করিয়াই বাড়িতে লাগিল, সে ও যে পর্য্যন্ত না, মোটা ভাত খাইবে, তত দিন তাহার অবস্থাকে সুখের

বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে না। যে কঠিন শয্যায় শয়নের ক্লেশ সহ্য না করিয়াছে, কোমল শয্যার মর্ম সে কি বুঝিবে? পক্ষান্তরে যে কোমল শয্যায় শয়ন বা উপবেশনের সুখ উপভোগ করে নাই, কঠিন শয্যার কাঠিন্য তাহার নিকট অপ্রীতিকর হইবে কেন? সুতরাং সুখী হইতে হইলেই দুঃখের যাতনাও বুঝিতে পারা চাই, আবার দুঃখীর ও সুখের স্নিগ্ধতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হওয়া আবশ্যক। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এসংসারে অবিমিশ্র সুখ কিম্বা অবিমিশ্র দুঃখ ভোগ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

অনেক যুবক, যুবতী পরের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া অনেক সময় অনর্থক মর্ম্ম-যাতনা প্রাপ্ত হন। 'অমুক ব্যক্তি সুন্দর অট্টালিকায় বাস করে, বহুমূল্য বস্ত্র ব্যবহার করে, পুত্রের বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করে, স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকে মনোমত বস্ত্রালঙ্কার প্রদান প্রফুল্ল-চিত্ত রাখে যাহা ইচ্ছা তাহা সম্পন্ন করিতে পারে, আর আমার ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরও জুটিয়া উঠেনা এক বস্ত্র ও পাই না নানা কষ্ট ভোগ করি, এইরূপ অসার চিন্তায় অনেক যুবক যুবতী মনোকষ্ট পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে "অমুকের স্ত্রী নিত্য নূতন গহনা পাইতেছে, নানারূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্রে গাত্র আচ্ছাদন করিতেছে, আর আমি হতভাগিনী এত যাতনা পাই, পিতৃদত্ত গহনা দ্বারা শরী-

যেন শোভা সম্পাদন করি।” এইরূপ হিংসাপূর্ণ চিন্তায় ও অনেক লাবণ্যবতী যুবতীর কণ্ঠা শুকাইয়া যায়। এইরূপ অসার চিন্তায় মন লিপ্ত করিয়া অনেক দম্পতী বৃথা কষ্ট প্রাপ্ত হয় এবং আপনার সুখ আপনি তাড়াইয়া দেয়। বলা বাহুল্য যে, যুবক যুবতীগণ অনেক সময় ভ্রম-পূর্ণ ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই পরের সুখ, দুঃখ সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত মত স্থির করিয়া বসেন। কারণ এক ব্যক্তি সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করে বলিয়াই যে সে প্রকৃত সুখী, তাহার স্থিরতা কি? আকাঙ্খার তৃপ্তিতে সুখ। তাহার যে আকাঙ্খা তৃপ্ত হইয়াছে তাহা কে বলিল? হয়ত তাহার মনে কোন দারুণ বেদনা আছে, হয়ত পুত্রগণের কুস্বভাব, কুপ্রবৃত্তি দেখিয়া সে নিরন্তর মর্মান্তিক কষ্ট ভোগ করিতেছে; হয়ত জটীল মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকায় তাহার মনে অনন্ত দুশ্চিন্তা স্রোতঃ বহিতেছে আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছে, কিম্বা নিরাশ হইয়া হয়ত সে কখন কখন বা মৃত্যু কামনা করিতেছে। ইহাও হইতে পারে যে, সেব্যক্তি তাহা অপেক্ষা প্রবলতর শত্রু হস্তে নিহত হইবে আশঙ্কায়, দিবা রাত্রি চক্ষের জলে মেদিনী সিক্ত করিতেছে, এবং এ পৃথিবীতেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অট্টালিকায় বাস করিয়া এইরূপ মানসিক যন্ত্রণাভোগ করা অপেক্ষা তোমার সেই পর্ণকুটীরের শাকান্ন কি লক্ষ গুণে

শ্রেয়ঃ নাহে ? আর ঐ যে নানাবস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতা রমণীকে দেখিতেছ, সে যে প্রকৃতপক্ষেই সুখী, তাহাই বা কিরূপে বুঝিলে ? মানিলাম তাহার ধন আছে, জন আছে, সম্পদ সামগ্রী সবই আছে। কিন্তু রমণীর যে ধন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, যে ধনে স্ত্রীলোকের জীবন, হয়ত সেই পতিপ্রেম, পতিসোহাগেই সে বঞ্চিতা। হয়ত সেই দুঃখে তাহার অবিরাম অশ্রুধারা নির্গত হয়। ফলতঃ বাহ্য দৃষ্টিতে যাহাকে খুব সুখী মনে হয়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত অভ্যন্তর পরীক্ষা করিলে তাহাকেই আবার দুঃখের সাগরে ভাসিতে দেখা যায়। যাহার ধন সম্পদ আছে, বাহ্যাড়ম্বর আছে, সরল প্রকৃতির লোকে তাহাকেই সুখী মনে করে। কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ হয়ত কত ভীষণ চিন্তা-তরঙ্গে পড়িয়া কাঁপিতেছে, কত মর্ম্মপীড়ায় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহার খবর লয় কে ? ধন সম্পদে সুখ হয়, এধারণা যাহাদের আছে তাহারা ভ্রান্ত। যে দীন দরিদ্র, সে হয়ত মনে করে যে একসহস্র টাকা পাইলে সে সুখী হইবে, কিন্তু কোন প্রকারে তাহার হস্তে ঐ পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইলে দেখিবে তাহার আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় নাই, বরং বাড়িয়াছে ; সে তখন দুই সহস্র চাহিবে, আবার দুই সহস্র পাইলে আরও বেশী চাহিবে, এইরূপে যতই ধন বৃদ্ধি হউক না কেন কখনও তাহার আকাঙ্খার নিবৃত্তি হইবে না। সুতরাং

বুঝা যাইতেছে যে, ধনে কখন ও সুখী হওয়া যায় না এবং ধনী ব্যক্তিকে সুখী মনে করাও ভ্রম মাত্র।

এইরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে ধনে, জনে, যৌবনে কিছু-তেই অবিমিশ্র সুখ নাই, এবং কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ রূপে সুখী নহে। যাহারা বাহ্যদৃষ্টিতে পরের সুখ দেখিয়া মুগ্ধ হয় কিম্বা যাহাদের পরের শ্রী দেখিলে গাত্র জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে আমরা নিশ্চয় রূপে বলিতেছি যে, এই পৃথিবীতে সুখ দুঃখ কাহারও এক চেটিয়া নহে। এক বিষয়ে হয়ত এক ব্যক্তি আমা অপেক্ষা সুখী, অন্য বিষয়ে আমিই হয়ত অধিক-তর সুখী, ইহা পৃথিবীর নিয়ম। ফল কথা, পরমেশ্বর সকল মানুষকে সমান সুখ ও দুঃখ দিয়াছেন। যাহার ধন আছে, তাহার হয়ত জন নাই, যাহার জন আছে তাহার হয়ত ধন নাই, আবার যাহাদের ধন জন দুই আছে, তাহাদের হয়ত মানসিক সুখ, শান্তি নাই। এই রূপ সর্ব্বত্র দেখা যায়। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, লক্ষ-পতির সুখ আর পথের ভিখারীর সুখ সমান হইবে কি রূপে? সমান না হইবে কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধনে সুখ হয় না, মনের শান্তিতেই সুখ। যে লক্ষপতি তাহাকে অনেক দুশ্চিন্তার ভার বহন করিতে হয়, অনেক শত্রুর সহিত ঝিয়া চলিতে হয়, প্রাণের আশা ত্যাগ

করিয়া অনেক প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু পথের ভিখারী যেরূপ অট্টালিকা বাস হইতে বঞ্চিত, সেরূপ দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার প্রবল তরঙ্গে ও তাহাকে হেলিতে দুলিতে হয় না, শত্রু হস্ত হইতে প্রাণ রক্ষার জন্য ও তাহাকে ব্যস্ত হইতে হয় না। সমস্ত অবস্থা দেখিতে গেলে লাভ ও ক্ষতি কি একরূপ দাঁড়াইবে না? যে বড়, তাহার যন্ত্রণা ও বড়। প্রবল বাতাসের প্রবল বেগ বড় বড় বৃক্ষ গুলিকেই সহ্য করিতে হয়, ক্ষুদ্র বৃক্ষ সে বাতাস লাগে না। প্রবল ঝড় হইলে বড় বড় বৃক্ষেরই শাখা ভাঙ্গিয়া যায়, শিকড় উৎপাটিত হইয়া যায়, ক্ষুদ্র বৃক্ষ কিন্তু স্বস্থানে নিরাপদে দণ্ডায়মান থাকে। ফলকথা, বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা যাহাকে যত সুখী মনে করি, প্রকৃত পক্ষে সে তত সুখী নহে, যাহাকে বড় দেখি, ঋণ জ্বালায়ও মর্ম্মবেদনায় হয়ত সে অহর্নিশি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। আমরা জানি অনেক যুবক যুবতী অনেক সময় পরের বাহ্যিক স্বচ্ছলতা দেখিয়া সেইরূপ অবস্থা বিশিষ্ট হইতে চাহেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি তাহাদিগকে সেই অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়, তবে তাহারা পুনরায় স্বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যগ্র হইবেন। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, এ পৃথিবীতে কাহার অবস্থাই সুখের নহে; আপাততঃ দৃষ্টিতে যাহাই কেন মনে

হউক না, পৃথিবীর সকল ব্যক্তিকেই সমপরিমাণে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব দরিদ্র ও মর্ম্ম-পীড়িত যুবক যুবতীগণকে বলিতেছি, তাহারা কেন সুখের জন্য ব্যস্ত হন না, পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিংসা করেন না, কাহার গহনা বস্ত্রাদি দেখিয়া মনোকষ্ট পান না, নিজের অবস্থার বিরক্তি ভাব প্রকাশ করেন না, সুখ দুঃখ পৃথিবীর অনিবার্য্য অঙ্গ অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্যকেই কিয়ৎপরিমাণে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতএব সুখের অবস্থায় উৎফুল্ল ও আত্মহারা হওয়া কিম্বা দুঃখের অবস্থায় অধীর ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া মূর্খ ও অপরিণামদর্শীর কার্য্য। সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ আসিবেই; ইহার জন্য ব্যস্ততাই বা কেন, মনস্তাপই বা কেন ভোগ করিবে?

আমরা জানি কোন কোন যুবতী গৃহে অর্থের স্বচ্ছলতা নাই বলিয়া অনেক সময় দরিদ্র স্বামীকে নানা দুর্ব্বাক্য বলিয়া মনোকষ্ট প্রদান করেন। ইহা যে নিতান্ত গর্হিত, তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? পতিপ্রেম, পতিসোহাগ প্রাপ্ত হইয়া যে ললনা সুখী হইতে পারিল না, ধনে তাহার সুখ হইবে না, ইহা ধ্রুবনিশ্চয়। দরিদ্রতা একটা দোষের কথা নহে ইহা কাহার সুখের পথের কণ্টকও নহে। যাহার

মন পবিত্র, কার্য্য সরল ও স্বভাব নির্ম্মল, সে পর্ণকুটীরে থাকিয়া, শাকান্ন ভোজন করিয়া, বিনা আড়ম্বরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই সুখী হইতে পারে। যে সরলতা ভালবাসে না আড়ম্বর ব্যতীত থাকিতে পারে না সে সুশোভিত ইষ্টকালয়ে মস্তক রাখিয়া, সুভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া কিম্বা সুবস্ত্রে গাত্র আচ্ছাদিত রাখিয়াও সুখী হইতে পারে না, তাহার আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, শান্তি সুখ কাহাকে কহে তাহা সে জানে না, কেবল উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধির চেষ্টায়ই তাহার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র দিন কয়টী নিঃশেষিত হইয়া যায়।

আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই সুখ। ভগবান মনুষ্যকে যখন যে অবস্থায় রাখেন সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহা যে করে, সে ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সুখী। পরমেশ্বর সর্ব্বদর্শী। আমাদের পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ তাহা তিনি জানেন। তিনি যাহা কিছু করেন, তাহা আমাদিগের মঙ্গলের জন্য, দম্পতী তাহা মনে রাখিবেন। তোমরা পতি পত্নী হয়ত ক্ষুদ্র বাড়ীতে, ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেছ, সামান্য আহারীয় দ্বারা জীবন পোষণ করিতেছ, সামান্য বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেছ, ইহাই তোমাদের সুখের অবস্থা মনে করিতে হইবে।

কারণ ধনী হইলে যে তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা গুরুতরও দুঃসহনীয় যাতনা ভোগ করিতে হইতনা তাহার স্থিরতা কি? ধনেরআধিক্য থাকিলে স্বামী হয়ত ঘোর বিলাসী, স্বেচ্ছাচারী ও পরদার রত হইতেন, স্বামী স্ত্রীতে হয়ত চিরবিচ্ছেদ ঘটিত,দাম্পত্যপ্রেম,দাম্পত্য-সুখ হয়ত ঘটিয়া উঠিত না। এই অবস্থার সহিত তুলনা করিলে শান্তিসুখ-পূর্ণ দারিদ্রও কি অধিক বাঞ্ছনীয় নহে? ধনে যে সুখ হয়, একথা কে বলিল? তাহাই যদি হইবে, তবে শত শত ধন-সম্পদ-সম্পন্ন দম্পতীকে চিরকাল মনোকষ্টে অতিবাহিত করিতে দেখা যায় কেন? শত শত সুকোমল উপাধান শিশির শিক্ত বৃক্ষপত্রের ন্যায় অশ্রুনীরে আর্দ্র হইয়া থাকে কেন? তোমার সোণারকমল সদৃশ পুত্রটী মরিয়াগেল, তুমি পাগলের ন্যায় হইলে, সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলে,সর্ব্বকার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলে। কিন্তু হয়ত এই পুত্রটি জীবিত থাকিলে সময়ে পিতৃ মাতৃ হন্তা হইত, হয়ত ইহার কার্য্যে পিতা মাতা মর্ম্ম-পীড়িত হইত,হয়ত ইহার অত্যাচারে কুলবধূর কুল নষ্ট হইত,পিতা মাতার কলঙ্ক হইত,দেশের দুর্গতি হইত। এমতাবস্থায় ইহার মৃত্যুই কি শ্রেয়ঃ নহে? আপাততঃ পুত্রের মৃত্যুতে পিতা মাতার মানসিক কষ্ট হইল বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে যে পুত্র জীবিত থাকিলে

তাহাদের কষ্ট ইহা অপেক্ষা ও ভীষণতর হইত না? তোমার সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল, আর অমনি তুমি পাগল হইয়া গেলে। কিন্তু এমন হইতে পারে যে এই সম্পত্তি থাকিলে অনতিবিলম্বে তোমাকে কোন হত্যাব্যাপারে লিপ্ত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইত। সম্পত্তি অপেক্ষা কি তোমার প্রাণটা অধিক মূল্যবান নহে? তোমার গৃহ-দাহ হইয়া গেল, আর অমনি তুমি অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিলে, পরমেশ্বরের বিচারে দোষারোপ করিতে নিযুক্ত হইলে, কিন্তু তোমার বুঝা উচিত যে, পরমেশ্বর যাহা করিলেন, তাহা আপাততঃ তোমার নিকট যতই অপ্রীতিকর বিবেচিত হউক না কেন, তাহাতে নিশ্চয়ই কোন না কোন মঙ্গল সাধিত হইবে। হয়ত এই গৃহদাহ না হইলে, তোমার মস্তকে এই গৃহ পড়িয়া তোমার প্রাণনষ্ট করিতে পারিত, কিম্বা এই গৃহস্থিত একটী বিষধর সর্পের দংশনে তোমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইত। ভগবান একটী কার্য্যদ্বারা দশ জনকে শিক্ষা দেন, দশটী উদ্দেশ্য সাধিত করেন। তাঁহার লীলা খেলা, তাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য মানুষের বুঝিয়া উঠা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন, তখন তাহাতে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহার উন্নতি বিধান করিতে সচেষ্ট হওয়াই

মানুষেব কর্ত্তব্য। সুখ-লালসা-যুক্ত নব যুবক যুবতীগণ একথাগুলি কখন ও বিস্মৃত হইবেন না, এবং মনোমত গৃহ, অর্থ, বস্ত্র ইত্যাদি পাইলেন না বলিয়া ও যেন কাহাব হৃদয় হইতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহির্গত না হয়। আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকুন, আপনার সম্পদেই তৃপ্ত হউন। 'অমুক দম্পতী নানারূপ সুখ উপভোগ কবিতেছে, আমদের অদৃষ্টে তাহা ঘটিলনা' এরূপ হিংসাপূর্ণ চিন্তায় ও যেন কাহার হৃদয় দগ্ধ না হয়। স্বামী স্ত্রী পবস্পবেব গুণও সদ্ব্যবহার দ্বাবা পরস্পরকে সুখী কবিতে সচেষ্ট হউন। কোন দম্পতীকে যেন গৃহের বাহিবে সুখান্বেষণে যাইতে না হয়। পতি পত্নী সুমিষ্ট বাক্য, সুমিষ্ট ব্যবহাব, ও সুবুদ্ধি-সম্পন্ন কার্য্য কবিয়া গৃহসুখ বর্দ্ধিত করুন, পবস্পবের মন পরস্পরেব প্রতি আকৃষ্ট কবিতে যত্নশীল হউন। তবেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। পরিশেষে এই বক্তব্য যে 'সুখ' খুজিলে সুখ পাওয়া যাইবে না, যখন যে অবস্থায় থাকা যায়, তখন সে অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহাব উন্নতি চেষ্টা কবিলে সুখ আপনিই আসিয়া পদতলে আশ্রয় লইবে।

সংসার ও গৃহ-কার্য্য।

এই নিখিল অনন্ত সংসার যুবক, যুবতী ও মানব সাধারণের কার্য্যক্ষেত্র মাত্র। কার্য্যদ্বারা যেরূপ কর্ম্ম-কর্ত্তার দোষ গুণ ও কার্য্য-দক্ষতা বুঝিতে পারা যায়, সেই রূপ এই সংসারে কে কিরূপ ব্যবহার করে এবং কাহার গৃহ-কার্য্য কি প্রণালীতে সম্পাদিত হয়, তাহা জানিতে পারিলেই কে কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা অবগত হওয়া যায়। মানুষের প্রকৃতি অনুষ্ঠিত কার্য্য দ্বারা যেরূপ জানিতে পারা যায়, অন্য উপায়ে তেমন হয় না। মানুষ বাক্য দ্বারা আপনার মনের ভাব গোপন করিতে পারে, ব্যবহার দ্বারা স্বীয় চরিত্র ও কিছু কাল লুক্কায়িত রাখিতে পারে, কিন্তু কার্য্য দ্বারাই তাহার প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তস্কর মিষ্ট বাক্যে কয়েক দিন মানুষকে তুষ্ট রাখিতে পারে, কিন্তু একবার তাহার কার্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তাহার চরিত্র বুঝিতে কাহার ও বাকি থাকে না। ফলতঃ এ সংসারে কার্য্য দ্বারাই মানবের দোষ গুণের বিচার হইয়া থাকে, কার্য্য দ্বারা একব্যক্তি অপরের সম্বন্ধে তাহার মতামত স্থির করিয়া বসে।

তুমি হয়ত না জানিয়া না শুনিয়া কিম্বা অনিচ্ছাসত্ত্বে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিবে না, তাহা বিবেচনা করিতে চাহিবে না; তাহারা তোমার কার্য্য দেখিয়াই দোষারোপ করিবে। ইহা স্বাভাবিক, সুতরাং এজন্য দুঃখিত হইলে অন্যায় কার্য্য করা হইবে না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মানব মাত্রেরই অতি সাবধানতার সহিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। পতি, পত্নীর উপর একটী সংসার নির্ভর করিতেছে, কারণ দম্পতী একটী সংসারের নেতা ও পথপ্রদর্শক। দম্পতীর অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল কেবল যে মাত্র তাঁহারা ভোগ করিবেন, এরূপ নহে। তাঁহাদের কার্য্যের সুফল বা কুফল পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বর্ত্তিবে। এমতাবস্থায় তাঁহাদের কার্য্য যে অতি সাবধানতা, ধীরতা ও সুবুদ্ধির সহিত সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

সংসার জটিলতা-পূর্ণ ও যন্ত্রণাময়। বুঝিয়া না চলিতে পারিলে ও সুপথ না চিনিয়া লইতে পারিলে, প্রতিপদে বিপদের আশঙ্কা আছে। নিরাপদে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ-রূপে সংসারের কার্য্য সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ নব দম্পতীগণের পক্ষে ত ইহা অতীব কঠিন কার্য্য। যাহারা শুধু পুঁথি-

গত বিদ্যার গরিমায় সাংসারিক কার্য্য শিক্ষা করিতে অবহেলা করেন, তাহারা নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইবেন। পুঁথিগত বিদ্যা ও কার্য্যকরী শিক্ষা এক পদার্থ নহে, ইহা প্রত্যেক দম্পতীর মনে রাখা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে তোমার মন যেরূপই কেন হউক না, লোকে কার্য্য দ্বারাই তোমার বিচার করিবে। সুতরাং কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলাফল চিন্তা করিয়া দেখিবে। কি প্রকারে কোন্ কার্য্য আরম্ভ করিলে কিরূপ অবস্থা হইবে, কোন কার্য্যে কাহার কি ক্ষতি কিম্বা লাভ হইবে তাহা অগ্রে চিন্তা করিয়া না দেখিলে, অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

সংসারে যুবক যুবতীর অনেক রূপ কর্ত্তব্য আছে। গৃহকার্য্য, শিল্পকার্য্য, সন্তানের শিক্ষা, পরিজনের প্রতি সুব্যবহার, ভৃত্য-পালন, দান, ধ্যান, প্রভৃতি প্রত্যেক কর্ত্তব্যের উপর সমদৃষ্টি রাখিতে হইবে। একটা ছাড়িয়া অন্যটা ধরিলে কিম্বা একটা কর্ত্তব্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া অন্য একটার প্রতি অনুরক্ত হইলে চলিবে না। সকল সময়, সমভাবে সকল কর্ত্তব্যের উপর অনুরাগ থাকা আবশ্যক। বস্তুতঃ পতি পত্নী গৃহের সমস্ত কার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিলে, নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকিবে, কুনিয়ম, কুব্যবহারে গৃহ পূর্ণ হইবে এবং পারিবারিক সুখ

একভাবে পলায়ন করিলে কাজেই গৃহ অশান্তি ও অসুখের নিকেতন হইয়া পড়িবে। ধনী, দরিদ্র, কিম্বা মধ্যবিত্ত অবস্থা-সম্পন্ন প্রত্যেক দম্পতীকেই গৃহকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার নিজ হস্তে রাখিতে হইবে। দাস দাসী বা পরিজনবর্গের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিলে প্রতারিত হইতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। নিজ হাস্ত সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে এমন কথা অবশ্যই বলিতেছি না। দাস, দাসী বা অন্য কেহ কার্য্য করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা সুদম্পতীর কর্ত্তব্য নহে। আদর্শ দম্পতী কোন্ কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা কি অসুবন্দোবস্তের অভাব দেখিলে সতর্ক করিয়া দিবেন, পরিজনবর্গ কিম্বা দাসদাসীর কার্য্যে কোন রূপ প্রতারণা, প্রবঞ্চনার লক্ষণ দেখিলে, তজ্জন্য যথোচিত শাসন করিবেন এবং পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির ব্যবহার ও রীতি নীতি দূষণীয় জানিতে পারিলে, যে প্রকারে সম্ভব তাহার সংশোধন করিতে যত্নশীল হইবেন। ইহাতে অবহেলা করিলে অনতিবিলম্বে গৃহ শ্মশানে পরিণত হইবে। পতি, পত্নী অনুক্ষণ মনে রাখিবেন যে, গৃহে একজন দুশ্চরিত্র লোক স্থান পাইলে, তাহার সংস্পর্শে

পরিবারস্থ প্রত্যেকের চরিত্র কলুষিত হইয়া যাইতে পারে।

সুন্দর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে কার্য্য করিতে হইলে, প্রথমতঃ কার্য্যবিভাগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। কোন্ কোন্ কার্য্য স্বামীর করণীয়, কোন কার্য্যে স্ত্রীর অধিকার ও অভিজ্ঞতা প্রবল তাহা অগ্রে স্থির করিয়া, পতি পত্নী আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধি, ও স্বভাবের অনুরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বাহিরের কার্য্য পতির স্কন্ধে ও ভিতরের কার্য্য পত্নীর স্কন্ধে পড়িবে। পাওনা, দেনার হিসাব রাখা, প্রাপ্য আদায় দেয় পরিশোধ করা, ভৃত্যবর্গ হইতে হিসাব নিকাশ বুঝিয়া লওয়া পুরুষোচিত কার্য্য, সুতরাং স্বামীর স্বয়ং কিম্বা তাঁহার কাপন তত্ত্বাবধানে, এই সব সম্পাদন করিতে হইবে। গৃহের পারিপাট্য বিধান করা, পান আহারের সুবন্দোবস্ত করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং পারিবারিক সুখ শান্তি বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল হওয়া স্ত্রীলোকের স্বভাবের সমধিক উপযোগী, সুতরাং পত্নীকেই এসব করিতে হইবে। সন্তানের শিক্ষাবিধান, দাস দাসীর শাসন সমরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য পতি কিম্বা পত্নীর একজনের দ্বারা সুবিধাজনক রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, সুতরাং পতি পত্নী উভয়েই ইহার

প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। ফলতঃ স্বামী স্ত্রী উভয়ের সমবেত যত্ন, চেষ্টা ব্যতীত গৃহের সর্ব্বাঙ্গীন শোভা ও গৃহকার্য্যের সুচারু সম্পাদন ঘটিয়া উঠে না। একজন আপন কার্য্যে ঔদাস্য করিলেই কিম্বা এক জনের কার্য্যে কোন দোষ থাকিলেই, সমস্ত কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল উপস্থিত হইবে। স্বামী ও স্ত্রী এতদুভয়ের কার্য্য লইয়া পূর্ণ সংসার। যেমন একখানা বস্ত্রের এক অংশ জীর্ণ হইয়া পড়িলে অপরাংশ ও সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ কিম্বা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ স্বামী কিম্বা স্ত্রীর কার্য্যের অংশ বিশৃঙ্খলাযুক্ত কিম্বা দোষাবহ হইলে, অপরাংশ ও সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হইয়া পড়িবে, সুতরাং নব দম্পতীগণ আপন আপন কার্য্য সাধনে কখনও কোন প্রকার তাচ্ছল্য করিবেন না। ক্ষুদ্র কার্য্য কিম্বা ক্ষুদ্র বিষয় ভাবিয়া অবহেলা করিলে পরে এজন্য অনুতপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

সুখ সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ও গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে, পতি পত্নীকে প্রথমতঃ আপনাদের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে হইবে। কি উপায়ে স্বামীর কি পরিমাণ আয় হয়, এই আয় স্থায়ী কি অস্থায়ী, হঠাৎ আয়ের পথ বন্ধ হইলে অবস্থার, কি রূপ পরিবর্ত্তন হইবে, পতি অগ্রে স্বয়ং এই সব তত্ত্ব অবগত হইবেন। পরে এই আয় দ্বারা কিরূপে

গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করিবেন, কোন কার্য্যে কিরূপ ব্যয় করিবেন, আয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কিরূপে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, এই সব আবশ্যকীয় বিষয় উত্তমরূপে স্থির করিয়া পত্নীকে সমস্ত অবস্থা অবগত করাইবেন। কোন কোন স্বামী আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় প্রকৃত অবস্থা স্ত্রীকে জানাইতে চাহেন না, নিজেও বড় জানিতে চেষ্টা করেন না। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রকৃত কথা অবগত না হইতে পারিলে অবস্থার উপযোগী ব্যয় করিতে পারা যায় না, কাজেই বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। যে ধনাগমের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে, আয় সম্বন্ধে যাহার সঠিক ধারণা নাই, সে হয় আয়ের তুলনায় অধিক ব্যয় করিবে, না হয় কার্পণ্য দ্বারা অনেক উচিত কার্য্যও নষ্ট করিবে। এতদুভয়ের কিছুই ভাল নহে। আয়ের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলে, এরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ তখন দম্পতী আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে অভ্যস্ত হইতে থাকে। সুতরাং স্বামী বা স্ত্রী একে অন্যের নিকট সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে কখনও বিরত থাকিবেন না। আমরা জানি কোন কোন স্বামী এমন দুর্ব্বল-চিত্ত যে, তাহার ক্ষুদ্র আয়ের কথা শুনিলে স্ত্রী পাছে দুঃখিতা হন, কিম্বা

স্বামীকে হেয় জ্ঞান করেন, এই ভয়ে অনেক সময় হয় স্ত্রীর নিকট আয়ের কথা কিছু বলেন না, না হয় স্ত্রীর প্রীতি-সম্পাদনার্থে প্রকৃত আয় অপেক্ষা অনেক বাড়াইয়া বলেন। ইহা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। যাহাকে চিরজীবনের সহচরী করিয়া লইয়াছ, যে তোমার শরীরের অংশ বিশেষ মাত্র, যাহাকে লইয়া তুমি পূর্ণ মানুষ হইলে, তাহার নিকট যদি মনের কথা বলিতে না পারিলে, তবে আর বলিবে কোথায়? তোমার উন্নতি দেখিলে যাহার আনন্দ হয়, অবনতি দেখিলে যাহার দুঃখের অবধি থাকে না, তোমার বিপদে যে শান্তিদায়িনী, শোক দুঃখে যে সহানুভূতি প্রদর্শনকারিণী, তাহার নিকটও যদি সরল হইয়া মন প্রাণ খুলিতে না পারিলে, তবে আর পারিবে কোথায়? এই রূপ করাতে যে অনেক সময় অনেকে স্বামীকে নানা কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক স্বামী বলিয়া থাকেন "স্ত্রী গহনা, গহনা করিয়া পাগল করিয়া তুলিল, বারাণসী ও ঢাকাই শাড়ীর জন্য শরীরের হাড় পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, কি করিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, স্বামীর দোষেই স্ত্রীরা এরূপ করিয়া থাকে। যুবক স্বামী গণ বাহ্যাড়ম্বর প্রভৃতি দ্বারা স্ত্রীর মনে এরূপ

সংস্কার জন্মাইয়া দেন, যে তিনি সম্পন্ন অবস্থার লোক। সরলা অবলাগণ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আপন আপন স্বামীকে প্রকৃত পক্ষেই ধনবান মনে করে,এবং বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ইহাতে রমণীগণের বিশেষ দোষ আছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ স্বামীগণ যদি বাহ্যাড়ম্বর প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া অকপটচিত্তে স্ত্রীর নিকট আপনার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করেন, তবে ললনাগণ আর কখনই এরূপ করে না। স্বামীর অবস্থা খারাপ একথা বুঝিতে পারিলে স্ত্রী বরং আপনার বসন ভূষণের আশা ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীর সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে এবং স্বামীর দুঃখ দূরীকরণে বিশেষ যত্নবতী হইবে। কারণ সুভার্য্যাগণ অসার বস্ত্রালঙ্কারের জন্য কখন ও স্বামীর মনে কষ্ট দেয় না। ক্ষণস্থায়ী অঙ্গ-ভূষণ অপেক্ষা স্বামীধন তাহাদিগের নিকট অধিকতর প্রিয়। অতএব বলিতেছি, পতি পত্নী সরলতা অবলম্বন করুন। কেহ কাহার নিকট কোন কথা বলিতে, কোন রূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করিবেন না। সংসারের আয় ব্যয়ের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যে প্রত্যেক দম্পতীরই একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এবিষয়ে ভাচ্ছল্য করিলে যে ক্ষতির আশঙ্কা

আছে, তাহা একরূপ বুঝা গেল। সুতরাং যদি স্বামী তাচ্ছল্য করিয়া স্ত্রীকে আয় ব্যয়ের তত্ত্ব জানিতে না দেন, তবে স্ত্রীর স্বয়ং চেষ্টা করিয়া তাহা জানিয়া লইতে হইবে। গৃহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্বামী স্ত্রী উভয়েরই জানা থাকিলে ব্যয়বাহুল্যতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া যাইবে। কারণ, যদি কেহ আপনার অবস্থা ভুলিয়া আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন, তবে অপরের দ্বারা তাহা নিবারিত হইতে পারিবে। এই স্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কোন কোন দম্পতীর দরিদ্র বলিয়া পরিচিত হইতে বড়ই অনিচ্ছা দেখা যায়, এজন্য তাহারা অনেক সময় আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ও নানা রূপ বাহ্যাড়ম্বরে প্রশ্রয় দিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়া একবারে উৎসন্ন প্রাপ্ত হয়। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। পরের নিকট ধন-সম্পন্ন বলিয়া পরিচিত হইবার লোভে, আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করা কি অবিমৃষ্যকারীর কার্য্য নহে? অপরে তোমার বিষয় যাহাই কেন ভাবুক না, তাহাতে তোমার প্রয়োজন কি? অপরের ভাবনায় তোমার উপকার কি অপকার হইবে না, তবে পরের মতামতের জন্য ব্যস্ত হও কেন? আর দরিদ্রতা কিছু দোষের কথা নহে এবং দরিদ্র, চোর, লম্পট

প্রভৃতি শব্দ একার্থবোধক ও নহে। সুতরাং দরিদ্র বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। ফলতঃ আয় বুঝিয়া ব্যয় করা ও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টিত হওয়াই গৃহকার্য্য সুসম্পাদনের প্রকৃষ্ট উপায়। যাহার যাহা ইচ্ছা বলুক, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্বীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, তাহাই করিবে। পরের মতামতের জন্য ব্যস্ত হইবে না।

আয় ব্যয়ের একটী হিসাব রাখা প্রত্যেক দম্পতীর একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে অপব্যয় প্রভৃতি হইতে পারে না, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে কার্য্য করিবার অভ্যাস জন্মে। আয়ের সীমা অতিক্রম না করিয়া প্রত্যেক দম্পতীরই যে কিছু কিছু সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এইত গেল ধন ব্যবহার সম্বন্ধে। কিন্তু কেবল এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে চলিবে না, সর্ব্ববিষয়ে চক্ষু রাখিতে হইবে। গৃহ ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, উহা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, গৃহ-সামগ্রী গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিবে এবং যেখানে যে দ্রব্যটী রাখিলে নয়নপ্রীতিকর ও কার্য্যের সুবিধাজনক হয়, সে খানে সে দ্রব্যটী রাখিবে। পান আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবে, এবং যাহার

যাহার তোমাদের উপর ন্যায্য দাবি আছে, তাহাদের সেই দাবি উপেক্ষা করিবে না। স্ত্রীলোক লক্ষ্মীরূপিণী, তাহাদের কার্য্যে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা কিম্বা বিশৃঙ্খলা দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানুষ কার্য্য দেখিয়া চরিত্রের বিচার করে। সুতরাং যাহাদের কার্য্য পরিষ্কার, তাহাদের প্রতি ভক্তি হওয়া স্বাভাবিক, পক্ষান্তরে যাহারা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, তাহাদের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক।

যুবক যুবতীগণ মনে রাখিবেন যে তাঁহাদের সংসার যত ক্ষুদ্র কিম্বা অকিঞ্চিৎকরই হউক না কেন, তাহা এক খানা ক্ষুদ্র রাজ্য বিশেষ। এ রাজ্যের রাজা স্বামী, রাজ্ঞী স্ত্রী। রাজ্য শাসন যেরূপ কঠিন কার্য্য, সংসার পালন তাহা অপেক্ষা বড় সহজ নহে। রাজা রাণীকে অপত্য নির্ব্বিশেষে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয়, প্রজা শাসন করিতে হয়, প্রজার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনে যত্ন চেষ্টা করিতে হয়, রাজ্যের আভ্যন্তরিক ও বাহিক উন্নতি বিধানে প্রয়াসী হইতে হয়, দম্পতীকেও সেই রূপ অধীনস্থ পরিজনবর্গের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধনে যত্নবান হইতে হয়, গৃহের পারিপাট্য বিধানে মনোযোগী হইতে হয়, দাস দাসী বা পরিজনবর্গের কুকার্য্যের

শাসন করিতে হয়। দম্পতীর আজ্ঞা যাহাতে সম্মানিত ও প্রতিপালিত হয়, তাহা করা আবশ্যক। নতুবা গৃহকার্য্যে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য। ফলকথা, পতি পত্নী অনুক্ষণ স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিবেন, দাস দাসী ও পরিজনবর্গের নিকট কোন রূপ চপলতা প্রকাশ করিবেন না, কুকার্য্যের শাসন ও সুকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে কখনও বিরত হইবেন না, প্রতারণা, ব্যাভিচার, নির্লজ্জতা প্রভৃতি দমন করিতে আলস্য বা ঔদাস্য করিবেন না, তবেই গৃহের মঙ্গল হইবে ও গৃহ-কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পাদিত হইতে থাকিবে।

গৃহ-কার্য্যের নানা শাখা, তাহা পূর্ব্বেই একরূপ বলিয়াছি। প্রত্যেক শাখার প্রতি সমদৃষ্টি রাখিতে হইবে, তাহাও বলা হইয়াছে। কেবল উত্তম আহার বা উত্তম বস্ত্র পাইলেই মানুষ সুখী হইতে পারে না। উত্তম আহারের পর সুনিদ্রার বন্দোবস্ত করা চাই, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতার সহিত সুব্যবহার চাই, শাসন তাড়নের সহিত স্নেহ মমতা মিশ্রিত থাকা চাই, আবার স্নেহের সঙ্গে ও শাসন তাড়ন চাই। এই সব স্বামী স্ত্রী উভয়কেই করিতে হইবে, কিন্তু স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীরই ইহার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আপন অধীনস্থ ব্যক্তিগণের স্বভাব চরিত্রের

দোষ গুণের জন্য দম্পতী অনেক পরিমাণে দায়ী, ইহা মনে থাকা আবশ্যক। অলসতা প্রভৃতি কুকার্য্যের অনন্ত প্রস্রবণ। সুতরাং গৃহ-কার্য্যাদি সমাপন করিয়া যথোপযুক্ত বিশ্রাম লাভের পর যে সময় থাকিবে, দম্পতী অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে সে সময় কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন। অনিন্দ্য শিল্পকার্য্য, পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বাড়ী ঘর, রাস্তা ঘাট, বাগান প্রান্তর ও জলাশয় ইত্যাদি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করিলে সময় ও অযথা ব্যয়িত হয় না, স্বভাব চরিত্র দূষণীয় হইবার সম্ভাবনাও থাকে না, গৃহে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিবার পথ ও পরিষ্কৃত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ সংসার জটিলতাময়, সতর্কতার সহিত পাদক্ষেপ না করিতে পারিলে, অকস্মাৎ বিপদগ্রস্ত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সংসার ও গৃহ-ধর্ম্ম পালনে যাহার যাহার সহিত সংস্পর্শ হওয়া সম্ভব, দম্পতী তাহাদিগের সহিত খুব সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিবেন, কাহাকেও অনাবশ্যকরূপে কোন রূপ মনোকষ্ট দিবেন না, কাহার প্রতি বিনা প্রয়োজনে নিষ্ঠুরাচরণ করিবেন না। মনে রাখিবেন যে, গৃহ-ধর্ম্ম পালন সহজ কার্য্য নহে, এবং ইহাতে কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ বা বিশৃঙ্খলা হইলে পারিবারিক সুখ শান্তি একবারে বিনষ্ট হইবে।

সন্তানপালন।

সন্তান গৃহের শোভা। সন্তান ব্যতীত গৃহীর পূর্ণ মঙ্গল সাধিত হয় না। এজন্য শাস্ত্রে সন্তানের প্রয়োজনীয়তা উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ নিঃসন্তান হইয়া চিরজীবন অতিবাহিত করা, বড়ই দুঃখজনক। যৌবনের শক্তি, সামর্থ্য বৃদ্ধাবস্থায় লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সে সময়ে পরের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্যই নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। কিন্তু সন্তান যেরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে ও আন্তরিক যত্ন ও ভক্তি সহকারে জরাগ্রস্ত পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিবে, ভৃত্য বা পরিজনবর্গদ্বারা সেরূপ কখন ও হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদের সন্তান নাই, তাহাদের ভালবাসার প্রবৃত্তি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহারা কাহাকে ও মনে প্রাণে ভালবাসিতে পারে না। আরও দেখিবে যে নিঃসন্তান ব্যক্তি গণ প্রায়ই বড় ক্ষণরাগী ও বিমর্ষভাবাপন্ন হয়, তাহাদের বদন মণ্ডলে সর্ব্বদাই কালিমা দৃষ্ট হয় এবং তাহারা কোন শুভ ও নির্দ্দোষ আমোদপূর্ণ অনুষ্ঠানেই যোগ দান করিতে ভালবাসে না। ফলতঃ নিরপত্য ব্যক্তিগণের মন হইতে সুখ শান্তি একবারে পলায়ন

করে। পক্ষান্তরে দেখিবে সসন্তান ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ শান্ত ও প্রফুল্লচিত্ত এবং সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। সুখী হইতে হইলেই যে গৃহস্থের সন্তানের প্রয়োজন, এই সহজবোধ্য বিষয়টী কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা হয় না।

সন্তান মাত্রই যে জনক জননীর সুখ শান্তি ও আনন্দবর্দ্ধক হয়, তাহা নহে। কুসন্তানগণ বরং পিতা মাতার অশেষ দুর্গতি সাধন করে। কুসন্তানের দোষে অনেক পিতা মাতাকে অশেষ মনোকষ্ট পাইতে হয়, নানারূপ দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, ধন সম্বল হারাইয়া পথের ভিখারী হইতে হয়। ফলতঃ সুসন্তান যেমনই সুখ-প্রদ ও বাঞ্ছনীয়, কুসন্তান আবার তেমনই যন্ত্রণাদায়ক ও পরিবর্জ্জনীয়। সুতরাং অবস্থা নির্ব্বিশেষে কেবল সন্তান কামনা করিলেই হইবে না, সুসন্তান কামনা করিতে হইবে। এই স্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, পিতা মাতার ব্যবহারের দোষেই সাধারণতঃ সন্তানগণ দূষিতস্বভাব প্রাপ্ত হয়। জনক জননী চেষ্টা করিলে, সন্তানগণ কখনও কুস্বভাব বিশিষ্ট হইতে পারে না। কি প্রকারে পিতা মাতা সন্তানকে শিক্ষাদান করিবেন, এবং কিরূপ ব্যবহার দ্বারা বালক বালিকাদিগকে ক্রমে ক্রমে কু অভ্যাস বর্জ্জিত করিয়া সুপথে আনয়ন করিবেন, কি উপায়

অবলম্বন করিলেই বা সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা যাইতে পারে, গৃহের মঙ্গল হয় এবং পিতা মাতার সুখ শান্তি বর্দ্ধিত হয়, সংক্ষেপে, সারকথায় তাহা ব্যক্ত করা যাইতেছে।

সন্তান জনক জননীর শরীরের অংশ বিশেষ, পিতার শুক্র ও মাতার শোণিত লইয়া শিশুর জীবন। পিতা মাতার শরীরে যেরূপ রক্তপ্রবাহ ছুটিতেছে, সন্তানের শরীরেও সেই রক্তের স্রোতঃই বহিবে। সুতরাং পিতা মাতার অন্তরে যেরূপ চিন্তা ও যেরূপ ভাবনা বিরাজমান, সন্তানের অন্তরেও সেইরূপ চিন্তা ও সেইরূপ ভাবনা বর্ত্তমান থাকিবে, এবং পিতা মাতার যে যে বিষয়ে অনুরাগ কিম্বা বিরাগ থাকিবে, সন্তানের ও সে সে বিষয়ে অনুরাগ কিম্বা বিরাগ থাকা সম্ভব। এনিয়মের যে একবারেই ব্যতিক্রম ঘটিবে না, তাহা অবশ্যই বলিতেছি না, কিন্তু সে ব্যতিক্রম অতি বিরল। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পিতা মাতার স্বভাব চরিত্র সন্তানে বর্ত্তিবে—পিতা মাতার দোষ গুণের অংশ সন্তান প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করিতে হইলে, অগ্রে জনক জননীকে আত্মোন্নতি সাধন করিতে হইবে, স্বীয় স্বীয় স্বভাবের দোষাবহ-অংশ গুলি অতি যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিতে

হইবে, সৎ ও সাধু অনুষ্ঠান দ্বারা গৃহের পবিত্র ভাব বৃদ্ধি করিতে হইবে, যে কার্য্যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তির পরিচালনা করিতে হয়, সেরূপ কার্য্যে আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিতে হইবে, তবেই সন্তান দৃষ্টান্ত দেখিয়া এক এক পদ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। যাঁহাদের সন্তান হইয়াছে, শুধু তাঁহারাই যে এরূপ করিবেন, এমন নহে, সুসন্তান-কামী যুবক যুবতীকে অগ্র হইতেই ঐরূপ ব্যবহার করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত করিতে হইবে। যাঁহারা এই বাক্যটী অবহেলা করিয়া অন্যথাচরণ করিবেন, তাঁহারা যে কখন ও সুসন্তান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন না, তাহা স্থির নিশ্চয়।

পূর্ব্বোক্ত রূপে ভিত্তি স্থাপন করিলে সুসন্তান অভাবে মনোকষ্ট পাইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সন্তান হওয়া মাত্রই তাহার প্রতি অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে ও তাহাকে অতি যত্নে লালন পালন করিতে হইবে। গোদুগ্ধ, স্তন্য প্রভৃতি লঘু আহারীয় পদার্থদ্বারা শিশুর ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে। আদর করিয়া কখনও ক্ষুধার অতিরিক্ত খাওয়াইবে না। নষ্ট দুগ্ধ, বাসি দুগ্ধ কিম্বা জল মিশ্রিত দুগ্ধ কখন ও শিশুদিগকে খাইতে দিবে না, ইহাতে স্বাস্থ্য

ভঙ্গেব বিশেষ সম্ভাবনা। দুগ্ধ কিম্বা স্তন্য অভাবে অন্য কোন তরল আহারীয় দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করা কর্ত্তব্য, তবুও বাসি কিম্বা নষ্ট দুগ্ধ খাইতে দেওয়া ভাল নহে। শিশু সন্তানকে খলচরিত্রা, নীচবংশো-দ্ভবা, কুটীলা, ক্ষুদ্রমনা, কিম্বা হিংসাপরায়ণা রমণীর স্তন্যপান করিতে দিবে না, দিলে সন্তানের প্রকৃতি দূষিত হইয়া যাইবে। শিশু যে রমণীর স্তন্যপান করিবে, অনেকাংশে সে রমণীর প্রকৃতি ও প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া সন্তানকে যাহার তাহার স্তন্যপান করান, একান্ত বিগর্হিত। জনক জননী এবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

সন্তানের সুনিদ্রার উপর স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বায়ুপূর্ণ গৃহে পরিষ্কার, সুন্দর ও মসৃণ শয্যায় সন্তানকে শোয়াইবে, যেন কোন প্রকারে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত না জন্মিতে পারে। কীট, পতঙ্গ, মশক ইত্যাদির উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথো-চিত সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবে। পুরু বস্ত্রের মশারি শিশু সন্তানের পক্ষে নিতান্ত অব্যবহার্য্য। ইহাতে অপ্রতিহত ভাবে বায়ুর গতি বিধি হইতে পারে না, কাজেই স্বাস্থ্য ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। কোন কোন

জনক জননী নিদ্রিত সন্তানের শরীর ও মস্তক একটী পুরুবস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে, ইহা অসঙ্গত। কারণ এইরূপ করিলে সন্তানের শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে বড় কষ্ট হয়। শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে বাধা জন্মিলে শিশু বয়সের অনুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং কোন জননীরই এইরূপ করা সঙ্গত নহে। মনে রাখিবে, বিশুদ্ধ ও অবরুদ্ধ বায়ু সেবন শিশুর জীবন স্বরূপ।

আর একটী অতি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে এই স্থলে দুই একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ হইতেছে। শিশুদিগের একটী কুস্বভাব এই যে, তাহারা হস্তদ্বারা যাহা ধরিতে পারে তাহাই মুখে তুলিয়া দেয়। এই রূপে অনেক শিশুই কীট, পতঙ্গ, ছাই ভস্ম, ইত্যাদি নানা দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বা বিষাক্ত পদার্থ মুখে দিয়া ও মরণাপন্ন হয়। পিতা মাতার এবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা শিশুদিগকে কখন ও যেন কোন প্রকার কীট পতঙ্গ বা বিষাক্ত পদার্থের নিকট না রাখেন।

সন্তান ও জননীর শোণিতের সাদৃশ্য বশতঃ এবং সন্তানকে শৈশবে অধিকাংশ সময় মাতার নিকট থাকিতে হয় বলিয়া শিশু অলক্ষিত ভাবে মাতার স্বভাব

প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই জন্যই জনক অপেক্ষা জননীর স্বভাব সন্তানের হৃদয়ে অধিক প্রতিফলিত হয়। সুতরাং পিতা অপেক্ষা মাতাকেই অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। শৈশবে জননী সন্তানের যেরূপ স্বভাব গঠিত করিয়া দেন, যৌবনে তাহা দৃঢ় ও ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং বাল্যকালে সন্তানের যাহাতে কোন প্রকার কু অভ্যাস না জন্মে, তজ্জন্য জননীকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। জননীগণ সন্তানের ভবিষ্য জীবনের মঙ্গলের জন্য বাল্যকাল হইতেই তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন, শয্যায় মল মূত্র ত্যাগের অভ্যাস ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করাইবেন, প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ ও শয্যা ত্যাগে অভ্যাস করাইবেন, যত শীঘ্র সম্ভব, সন্তানের বস্ত্র ব্যবহারে অনুরাগ জন্মাইবেন, এবং সন্তানকে কোন কু অভ্যাসে রত কিম্বা কোন কুকার্য্য করিতে দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা হইতে বিরত করাইবেন।

শিশু সন্তানগণ বাল্যকালে কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তুগণের প্রতি বিনা প্রয়োজনে নানারূপ অত্যাচার করিয়া থাকে। ইহা অতি দোষের কথা। জনক জননীর এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। নতুবা প্রশ্রয় পাইয়া শিশুগণের নিষ্ঠুর

প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়া যাইবে এবং পরে স্নেহ মমতাহীন হইয়া সময়ে বৃদ্ধ পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন কিম্বা দুঃখদারিদ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের প্রতি ও অসদ্ব্যবহার ও নিষ্ঠুরাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ফলতঃ যে বালক বালিকা অকারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী গুলির প্রাণ হরণ করিয়া কিম্বা পতঙ্গ প্রভৃতির পক্ষ ছেদন করিয়া আমোদ উপভোগ করিতে পারে, কিম্বা যে জননীর ক্রোড় হইতে পক্ষিশাবক আনিয়া তাহার জীবন নাশ করিতে পারে, সে যে প্রাপ্ত যৌবনে পিতা মাতা কিম্বা আত্মীয় স্বজনের সহিত অতি কুব্যবহার ও নিষ্ঠুরাচরণ করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং পিতা মাতার সন্তানগণের এইরূপ নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি দমন করিতে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। যখনই সন্তানকে নিষ্প্রয়োজনে কোন প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে দেখিবে তখনই তাহাকে ইহার অপকারিতা দেখাইয়া দয়া ইত্যাদি হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করাইবে। এই রূপ করিলে শিশু ক্রমেই স্নেহ মমতাশীল ও দয়ালু হইয়া উঠিবে।

শিশু সন্তানকে বিনা দোষে কখনও তিরস্কার কিম্বা প্রহার করিবে না; দোষ করিলেও এক-বারে মার্জ্জনা করিবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের জন্য একটু একটু তিরস্কার ও মুখভঙ্গী করিলেই

যথেষ্ট হইবে। সামান্য অপরাধের জন্য প্রহার করা অতি অসঙ্গত। লঘু পাপে গুরু দণ্ড, কিম্বা গুরু পাপে লঘু দণ্ড বড়ই দূষণীয়। অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া শাসন করা আবশ্যক। কোন কোন জনক জননী এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অপরিণামদর্শী যে কোন কারণে ইহাদের মনে কোনরূপ দুর্ভাবনা কিম্বা ক্রোধের সঞ্চার হইলে, ইহারা হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া সন্তানকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। কোন কোন জননী আবার পরের সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়া ঘরের ছেলের উপর মনের আক্রোশ মিটা-ইয়া লয়। কেন যে ইহাদের এরূপ দুর্বুদ্ধি উপ-স্থিত হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। ইহা অতি কু অভ্যাস। এরূপ বিনা দোষে প্রহার করিলে সন্তান ভাল মন্দ বুঝিতে পারে না, ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে শিখে না, কাজেই নষ্ট হইয়া যায়। ফলতঃ সন্তানকে তিরস্কার বা প্রহার করিবার সময়, কি দোষে সে যে তিরস্কৃত কিম্বা প্রহারিত হইল, তাহা তাহাকে বুঝিতে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এরূপ করিলে তাহার দোষ যত শীঘ্র সংশোধিত হইবে, অন্য উপায়ে কখনও সেরূপ হইবার সম্ভা-বনা নাই। দম্পতীগণ মনে রাখিবেন যে, বিনা দোষে তিরস্কার যেরূপ দূষণীয়, সদোষে পুরস্কারও তেমন

বা ততোধিক দোষের কথা। ইহাও মনে রাখিবেন যে, বিশেষ গুরুতর অপরাধ ব্যতীত সন্তানের গায় হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। শৈশব কাল হইতে এরূপ অভ্যাস করাইতে হইবে যেন শিশু জনক জননীর মুখনিঃসৃত দুর্ব্বাক্যকেই বজ্রবৎ ভয় করে, তিরস্কৃত হইলেই যেন সে বিশেষ লজ্জিত দুঃখিত ও অপমানিত হয়। ফলতঃ যে সন্তানকে প্রহার করিয়া কর্ত্তব্যপথে পাদক্ষেপ করাইতে হয়, তাহার ভবিষ্যৎ অতি অন্ধকারময়—তাহার উন্নতির আশা করা বৃথা।

সন্তান যত ক্ষুদ্র ও অজ্ঞান হউক না কেন, তাহার সম্মুখে প্রাণান্তেও কোন প্রকার অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিবে না, অশ্লীল ভাব-বাঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিবে না এবং সে কোন অন্যায় কার্য্য করিলেও অশ্লীল বাক্য দ্বারা তাহার শাসন করিবে না। ইহা অতি গুরুতর দোষ। নব দম্পতীগণের এই উপদেশ বাক্য বেদবাক্যবৎ মান্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য।

কুসঙ্গীর সঙ্গ করিয়া অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভা সম্পন্ন বালক বালিকা চির জীবনের তরে অকর্ম্মণ্য ও দুশ্চরিত্র হইয়া বংশের, পিতা মাতার ও স্বদেশের কলঙ্ক স্বরূপ হয়। বস্তুতঃ সঙ্গদোষ বড়ই গুরুতর। পিতা মাতার ন্যায় সঙ্গীর স্বভাব ও শিশু-

হৃদয়ে অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সুতরাং জনক জননী সন্তানের কার্য্য কলাপ ও সঙ্গী গণের স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, যার তার সহিত সন্তানকে ক্রীড়া কৌতুক কিম্বা চলা ফেরা করিতে দিবেন না। মনে রাখিবেন যে একবার সন্তানের মনে কোন রূপ কুশিক্ষার বীজ রোপিত হইলে,তাহা সমূলে উৎপাটিত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং এ সম্বন্ধে প্রথম হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করা সুবুদ্ধির কার্য্য।

অনাবশ্যকরূপে সন্তানের কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করা সঙ্গত নহে, এবং সে যে কার্য্য করিতে যাইবে বিনা প্রয়োজনে তাহাতে বাধা দেওয়া ও অকর্ত্তব্য। কোন কোন অপরিণামদর্শী পিতা মাতা সর্ব্বদাই সন্তানের কার্য্যের দোষ দর্শাইতে ব্যস্ত এবং শিশু যাহা কিছু করে, তাহাতেই বাধা দিয়া থাকেন, ইহার অশেষ দোষ। প্রতি কার্য্যে বাধা-প্রাপ্ত হইয়া শিশু ভীরুপ্রকৃতিবিশিষ্ট,উদ্যম ও উৎসাহ-হীন ও একান্ত পরমুখাপেক্ষী হয়; তাহার মনের স্বাধীন ভাব, স্বাধীন প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়, আত্মনির্ভর চলিয়া যায় এবং প্রতি পাদবিক্ষেপে সে পরের সাহায্য ও উপদেশ পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়। সুতরাং প্রত্যেক দম্পতীর স্ব স্ব সন্তানকে স্বেচ্ছানুরূপ পথে অপ্রতি-

মত ভাবে চলিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে সন্তান কোন রূপ অন্যায় ও দোষাবহ পথ অবলম্বন করিলে অবশ্যই তাহার ভ্রম দর্শাইয়া তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দিতে হইবে। জনক জননী মনে রাখিবেন যে সন্তানকে স্বাধীনবৃত্তি সঞ্চালন করিতে না দিয়া তাহার প্রতি কার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইলে, যৌবনে হয় সে গোঁয়ার গোবিন্দ, না হয় জড় প্রকৃতির হইবে।

অর্থব্যয় সম্বন্ধে বালক বালিকাদিগকে একটু স্বাধীনতা দেওয়া মন্দ নহে। এই সময়ে স্বেচ্ছানুরূপ দুই চারি পয়সা ব্যয় করিতে পারিলে, পরে ধন ব্যয়ের জন্য তাহারা বড় ব্যস্ততা প্রকাশ করিবে না। কিন্তু কোন কোন কৃপণ পিতা মাতা বাল্য কালে পুত্র কন্যার হস্তে একটী কপর্দ্দক প্রদান করিতে ও কুণ্ঠিত হয়। ইহার ফল বড়ই বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। শৈশবে স্বেচ্ছানুরূপ একটী পয়সা ব্যয় করিতে না পারায় অনেক বালক বালিকার মনে বড় ক্ষোভ থাকিয়া যায়। সুতরাং পিতা মাতার মৃত্যুর পর প্রাপ্তযৌবন হইলে যখন পিতৃ-সঞ্চিত ধনরাশি ইহাদের করায়ত্ত হয়, তখন ধন ব্যয়ের আকাঙ্খা তৃপ্তির জন্য ও পূর্ব্ব কষ্টের প্রতিশোধ লইবার জন্য, ইহারা অজস্র ব্যয় করিতে থাকে এবং অবিলম্বেই নিঃস্ব হইয়া পড়ে। ফলতঃ কৃপণের পুত্র যে অমিতব্যয়ী

হইয়া অচিরে পিতৃধন ক্ষয় করিয়া ফেলে, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। সুতরাং আদর্শ দম্পতীগণ পুত্র কন্যাকে মনোমত বেশভূষা প্রদান করিয়া ও স্বেচ্ছানুরূপ পুতুল, খেলানা ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য তাহাদের হস্তে কিছু কিছু দিয়া তাহাদিগকে প্রীতিপূর্ণ ও হাস্যমুখ করিয়া রাখিবেন। এরূপ করিলে যৌবনে ইহাদের অপরিমিত ব্যয়বাহুল্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে না, ইহা একরূপ নিশ্চিত।

কোন কোন শিশু কখন কখন অতি অন্যায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, পিতা মাতার সে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কোন ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কিম্বা কোন তত্ত্ব জানিতে চাহিলে তাহার উত্তর প্রদান করিয়া শিশুর কৌতূহল নিবৃত্ত করা উচিত। কেহ কেহ বা পিতা মাতাকে অসঙ্গত অনুরোধ ও করিয়া থাকে; বলা বাহুল্য জনক জননীর এই সব অনুরোধ রক্ষা করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। এইরূপ অত্যাদরে বালক বালিকাগণ এরূপ হইয়া পড়ে, যে পরে তাহারা প্রতি কথায়ই জেদ করিতে থাকে। "উহা না দিলে ভাত খাইব না" "লাল জুতা না পাইলে লিখিব না" "কাল জামা না পরিয়া পাঠশালায় যাইব না" ইত্যাকার অশিষ্টবাক্য কোন পিতামাতার ই পালন করা বাঞ্ছনীয় নহে, বরং

এইরূপ আদুরে পুত্র কন্যাদিগকে একটু তীব্র শাসন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ফলতঃ আমরা জানি কোন কোন জনক জননী এমনই দুর্ব্বলচিত্ত যে পুত্র কন্যাগণ ক্ষুণ্নমনা হইবে ভাবিয়া ইহারা পুত্রকন্যার অন্যায় কার্য্যেও শাসন করিতে অবহেলা করেন এবং অন্যায় অনুরোধ ও উপেক্ষা করিতে ভরসা পান না। ইহা যে অতীব গুরুতর দোষ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এরূপ করাতে বালক বালিকাগণ উৎশৃঙ্খল ও শাসনের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। এরূপ প্রকৃতির সন্তান সন্ততির উন্নতির আশা যে এই খানেই শেষ হইল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পিতামাতাগণ সন্তানের কুকার্য্যে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের ঐহিক সুখ শান্তি বিনষ্ট করেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে তাঁহাদের প্রদত্ত অন্যায় "আবদারেই" শিশু সন্তান এইরূপ "একগুঁয়ে" ও কুপ্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। ফলতঃ যে জনক জননী ভালবাসিয়া সন্তানের কুকার্য্যের শাসন করিতে ক্ষান্ত থাকেন, তাঁহারা সন্তানের মিত্র নহেন—ঘোরতর শত্রু। আশা করি,কোন সুদম্পতীই অন্যায়রূপে সন্তানের কুকার্য্যেও কু অভ্যাসে প্রশ্রয় দিয়া উহাদের প্রতি শত্রুতা সাধন করিবেন না। মনে রাখিবেন, যে, ভালবাসায় সন্তানের সর্ব্বনাশ

সাধন করা হয়, যে ভালবাসায় সন্তানের কুকার্য্যে ও কুঅভ্যাসে প্রবৃত্তি জন্মে,সে ভালবাসা ভালবাসা নহে, বিষপ্রয়োগ মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সন্তানকে কুসঙ্গীর সঙ্গ করিতে দেওয়া অন্যায়। কিন্তু কেবল কুসঙ্গ ত্যাগ করাইলেই হইল না। শিশু সন্তানকে কোন বালক বালিকার সহিত কলহ করিতে দিবে না, নিজ স্বর্থ সিদ্ধির জন্য তাহার দ্বারা কোন রূপ গর্হিতকর্ম্ম করাইবে না, মিথ্যাকথা, চুরী, কুব্যবহার প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্য হইতে তাহাকে সতত দূরে রাখিবে, এবং কুকার্য্যের জন্য যেরূপ যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবে, শিশু কোন রূপ সৎকার্য্য করিলে আবার সেরূপ পুরস্কারাদি মিষ্ট বাক্য দ্বারা তাহাকে উৎসাহিত করিবে। এরূপ করিলে শিশু কুকার্য্যের অপকারিতা ও সুকার্য্যের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া, সৎকার্য্যেই অধিক অনুরক্ত হইবে।

সন্তানের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে সন্তানের ও গৃহের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা মোটামুটী বলা হইল। জনক জননীগণ মনে রাখিবেন যে তাঁহাদের ব্যবহারের দোষ গুণানুসারেই শিশুদিগের স্বভাব চরিত্র গঠিত হইয়া যায়। বাল্যসংস্কার বড়ই প্রবল, শৈশবে ইহাদিগের মন যে দিকে ধাবিত হইবে,

যৌবনে সে দিক হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা সহজ সাধ্য নহে। ইহাও বিস্মৃত হইবেন না যে, সন্তানের ভবিষ্য জীবনের মঙ্গলা মঙ্গলের দায়ীত্ব পিতামাতার উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত রহিয়াছে, সুতরাং সন্তান মূর্খ, দুশ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী, পাপরত কিম্বা মন্দপ্রকৃতি বিশিষ্ট হইলে বুঝা যাইবে যে, পিতা মাতার ব্যবহার ও শাসন গত দোষই ইহার প্রধান কারণ।

- ——::——

নানা কথা।

বহস্যরক্ষা।—স্বামী স্ত্রীর ও স্ত্রী স্বামীর রহস্য অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না। সুখের কিম্বা দুঃখের সময় এক ব্যক্তি মন প্রাণ খুলিয়া আপনার প্রিয়তম সুহৃদ্ ও চিরজীবনের সহচরের নিকট আপন মর্ম্মকথা ব্যক্ত করে, সে বাক্য কেবল তাহারই উদ্দেশ্য কথিত হয়, অন্য কাহার কর্ণে তাহা পৌঁছে বক্তার কখনও এরূপ ইচ্ছা থাকে না। সুতরাং শ্রোতার সেই পবিত্র সময়ের পবিত্র কথা পবিত্র ভাবেই রক্ষা করা উচিত। যাহার তাহার নিকট সে সব কথা প্রকাশিত করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া নিতান্ত গর্হিত ও অমার্জ্জনীয়।

দাম্পত্য কলহ।—যেখানে গভীর প্রেম ও গভীর ভালবাসা, সেখানে ক্ষুদ্র কথায়ই অভিমান হয়, ক্ষুদ্র অপরাধে ও প্রবল তরঙ্গ বহিতে থাকে। সুতরাং দাম্পত্যকলহ দাম্পত্যপ্রেমের একটী লক্ষণ বিশেষ, অতএব পতি পত্নীতে কখন কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটিল বলিয়া কেহ যেন হতাশ না হন। কোন কোন দম্পতী এই সব ক্ষুদ্র কারণে এত মনোদুঃখ প্রাপ্ত হন যে যাতনার বেগ ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া অনেক সময় হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অর্ব্বাচীনের ন্যায় কার্য্য করিয়া বসেন, কেহ কেহ বা আত্মহত্যা করিতে ও প্রস্তুত হন। ইহা হৃদয়ের ঘোর দুর্ব্বলতার পরিচায়ক মাত্র। সুদম্পতীগণ সাবধান হইবেন এবং দাম্পত্য-কলহ সম্বন্ধীয় কোন কথা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণে পৌঁছিতে দিবেন না। এই সামান্য কারণে অনেক সময় দাম্পত্য কলহ উপস্থিত হইয়া নানারূপ অনর্থ উৎপাদিত হয়, সুদম্পতী তাহা অনুক্ষণ মনে রাখিবেন।

ক্ষমাগুণ।—ক্ষমাগুণ বড় গুণ। যে পরের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারে, তাহার হৃদয় উদার ও প্রশস্ত। মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং কখন কখন পর কর্ত্তৃক অনিষ্ট সাধিত হওয়া অসম্ভব নহে। সে অবস্থায় একটু মহত্ত্ব প্রদর্শন করা আবশ্যক। পরের

অসাবধানতায় তোমাদের একটী দ্রব্য নষ্ট হইলে পরকে দোষ দিয়া তোমাদের কাচের গ্লাস বা তৈলের বাটিটী ভাঙ্গিয়া গেলে, পরের বাড়ীর ছেলেটী তোমাদের সাধের দর্পণখানা চূর্ণ করিয়া ফেলিলে, কিম্বা পরের উপকার করিতে গিয়া তোমাদের কোনরূপ আর্থিক বা শারীরিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইলে সেজন্য অসন্তোষ প্রকাশ করা ধৈর্য্যহীনতা ও অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক। কোন কোন ব্যক্তি এরূপ উগ্র-প্রকৃতি-বিশিষ্ট যে পরে একটু সামান্য ক্ষতি করিলে ও তাহার জন্য কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে আরম্ভ করে। প্রতিবেশিনীর গরুটী হঠাৎ বন্ধনচ্যুত হইয়া আসিয়া শশা গাছটী খাইয়া ফেলিল, আর অমনি দম্পতী তাহার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল। ইহাতে ধৈর্য্যহীনতা, মূর্খতা উভয়ই প্রকাশিত হয়। প্রতিবেশীর কিন্তু সামান্য অসাবধানতা ব্যতীত অন্য কোন অপরাধ নাই এবং এইরূপ অসাবধানতা এক সময় তোমার ও হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং এমতাবস্থায় কর্কশ ও মর্ম্মপীড়াদায়ক বাক্য বলিয়া মনে কষ্ট না দিয়া, মিষ্ট কথায় সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে তোমার ক্ষমাশীলতা প্রকাশিত হইবে, প্রতিবেশীও মিষ্ট বাক্যে লজ্জিত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য সমধিক সাবধান হইবে। মনে রাখিবে যে, তুমি শত

সহস্র দুর্ব্বাকাই বল, কিম্বা সারা দিন কলহ করিয়াই মর, যে শশা গাছটী গরুর উদরসাৎ হইয়াছে, কিম্বা যে দর্পণখানা এক জনের হস্তচ্যুত হইয়া শতধা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা আর কিছুতেই ফিরিয়া পাইবে না। তবে, যাহা অনিবার্য্য তাহার জন্য কাঁদিয়া মরিয়া লাভ কি? প্রকৃত হৃদয়বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এমতাবস্থায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। নিজের অসাবধানতা বশতঃ পরের কোন ক্ষতি করিয়া বসিলে নিজেরই সেজন্য লজ্জা ও অনুতাপ উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় কি আর কিছু বলিতে হয়?

অবস্থা।—মানুষের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ধনী দরিদ্র ও দরিদ্র ধনী হইতেছে। সুতরাং অবস্থা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে এরূপ কখনও ভাবিও না। পাড়া প্রতিবেশী প্রভৃতির সহিত ব্যবহার সময়ে মনে রাখিবে যে তোমার অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য নহে। পূর্ব্ব হইতেই সাবধান থাকিবে এবং প্রকৃতপক্ষেই পরিবর্ত্তন ঘটিলে সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবে। কোন কোন দম্পতী তাহা পারেন না। ইহাঁরা সম্পন্ন অবস্থা হইতে দুঃখের অবস্থায় পড়িলেও পূর্ব্ব চালেই চলিতে চান। এইরূপে অনেকেই

ঋণগ্রস্ত হইয়া উৎসন্ন যায়। ইহা বাস্তবিকই বড় দুর্ব্বলতা। যখন যে অবস্থায় পড়িবে, তখন নিজকে সেই অবস্থার উপযোগী করিতে চেষ্টা করিবে, নতুবা এ সংসারের যন্ত্রণা ভোগ তোমার পক্ষে অনিবার্য্য। রমণীগণের পুরুষাপেক্ষা এ গুণটা বেশী আছে। সুবুদ্ধি ললনাগণ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, আপনাকে অতি সহজে সেই অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে পারেন। এইরূপে দেখা গিয়াছে একটী দরিদ্র ঘরের বালিকা সম্পন্ন পরিবারে বিবাহিতা হইলে স্বামীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে অনায়াসে রাজরাণী সাজিতে পারেন, আবার সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে, কাঙ্গালিনী সাজিতে ও তাঁহার বিলম্ব বা কষ্ট হয় না। অবস্থার সহিত চাল চলনের সামঞ্জস্য করার এই গুণটী বড়ই প্রশংসনীয়। আমরা প্রত্যেক দম্পতীকে এই গুণে অভ্যস্ত হইতে অনুরোধ করি।

মিতব্যয়িতা।—মানুষ কখন কিরূপে বিপদগ্রস্ত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং অনুক্ষণ ভবিষৎ বিপদ নিবারণের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিবে। ব্যয় বাহুল্য ত্যাগ করিয়া মিতব্যয়িতার সহিত সংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতে অভ্যাস করিলে অধিকাংশ লোকেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারে।

দান।—পরদুঃখ দূর করিবার জন্য সক্ষম ব্যক্তি

মাত্রেরই যথাসাধ্য দান করা কর্ত্তব্য। ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কিন্তু সকল কার্য্যের ন্যায় দানের ও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া দান করিলে নিন্দনীয় হইতে হয়। আহার মানবের জীবন, কিন্তু সময় সামগ্রী বিবেচনা না করিয়া যথেচ্ছা আহার করিলে, এই আহারই আবার মানবের কাল হয়। দান সম্বন্ধে এই কথা সমভাবে প্রযুজ্য। দান করা কর্ত্তব্য বলিয়া, যাহাকে তাহাকে কিম্বা যখন তখন দান করা কর্ত্তব্য নহে। দানপ্রার্থী সাহায্য পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি কি না, প্রাপ্ত অর্থ সে উপযুক্তরূপে ব্যয় করে কি না তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। অনেক দুষ্কর্ম্মরত ব্যক্তি পরের নিকট দুঃখ কাহিনী কহিয়া যাহা পায় তাহা সুরা-পানে কিম্বা অন্য কোন গর্হিত কার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলে। কেহ কেহ আবার লব্ধঅর্থ দ্বারা বিলাসী হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, যে ইহাদিগকে আহার ও এক কপর্দ্দক ও সাহায্য করা কর্ত্তব্য নহে। সরল প্রকৃতির যুবক যুবতীগণ প্রবঞ্চক ভিক্ষুকের মিথ্যা দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া অনেক সময় একবারে দ্রবীভূত হইয়া যান এবং অনুপযুক্ত রূপে দান করিয়া বসেন। কেহ কেহ নিজ বিভবের তুলনায় অতিরিক্ত দান করিতে ও ছাড়েন না। আবার কেহ কেহ প্রাণান্তে ও

কাহাকে একটী কপর্দ্দক দান করিতে চাহেন না। ইহার কিছুই ভাল নহে। নিজের অবস্থানুসারে দীন, দুঃখীদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরদুঃখ বিমোচনে সচেষ্ট হন, ভগবান তাঁহাদের সহায় হন। অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, পিতৃমাতৃহীন, নিঃসম্বল বালক বালিকা, অসহায় ও সচ্চরিত্র বিধবা রমণী প্রবাসবাসী ও আশ্রয়হীন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, হঠাৎ বিপন্ন ও গৃহদগ্ধ ব্যক্তিগণ সাহায্যের উপযুক্ত পাত্র। ইহারা সাহায্য প্রার্থী হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্বে ও ইহাদের কাতর বাক্যে কর্ণপাত করে না, তাহার মঙ্গল নাই, অবিলম্বে সে গৃহ হইতে লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইবেন। কোন কোন ব্যক্তি ইহাদের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে ও ছাড়েন না? ইহার ন্যায় দুঃখ আর কি আছে? যে ধন জনগর্ব্বে মত্ত হইয়া দুঃখীর প্রতি দুর্ব্যবহার করে, সেও চিরজীবন সুব্যবহার প্রাপ্ত হইবে না। যে দুঃখীর দুঃখ বুঝিল না, অনাশ্রয়ী বা অর্দ্ধাহারীর হৃদয়ের যাতনা বুঝিল না, ভগবান কি তাহার যাতনা বুঝিবেন? যে পরের দুঃখ দূর করিতে সচেষ্ট হইল না, ভগবান কি তাহার দুঃখ দূর করিবেন?

[জিজ্ঞা]।—বঙ্গের স্থানে স্থানে অতি সমুপযুক্ত

রূপে ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে ভিক্ষাপ্রদত্ত হইয়া থাকে। সম্প্রতি অনেক যুবক যুবতীকেও ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ইহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া কাহার ও কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ যে অসমর্থ ও কার্য্য করিতে একবারে অক্ষম, তাহাকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি। আজকাল সে নিয়ম যেন উঠিয়া যাইতেছে। একটী তিলক কাটিয়া "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিয়া উপস্থিত হইলেই যেন তাহাকে ভিক্ষা দিতে হইবে। ইহা অতি কুনিয়ম এবং ইহাতে দেশের মহৎ অনিষ্ট হইতেছে। কালের পরিবর্ত্তনে ভিক্ষা একটা ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুবক ও যুবতী ভিক্ষুকগণ আবার অল্পে সন্তুষ্ট নহেন, ইহারা ইচ্ছানুরূপ তণ্ডুল না পাইলে দরিদ্র,ভিক্ষাদাত্রী গৃহিণীগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে ছাড়েন না। এই রূপে কেহ কেহ প্রতিদিন প্রায় অৰ্দ্ধমণ চাউল সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহা বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হয়, অনেক পরিবারেরই সেরূপ আয় হয় না। ফলতঃ আমরা জানি কোন কোন ভিক্ষুক কেবল ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল বিক্রয় করিয়া বেশ সম্পত্তিপন্ন হইতেছে। ইহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়ায় অলসতার উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং যাহার ভিক্ষা লাভের উপযুক্ত পাত্র; তাহারা বঞ্চিত হয়। আর ভিক্ষায়

দেশ লাভ হয় বলিয়া অনেকেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করে, এই জন্যই আজকাল দাস দাসীর বেতন বাড়িয়া গিয়াছে। যাহারা স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া সাহায্য করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। এরূপ ভিক্ষুক দেখিলে ইহাদিগকে কোন কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বাড়ীতে এরূপ উপদেশ পাইলে ইহারা ভিক্ষাব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। বলা বাহুল্য, ইহা সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক। প্রত্যেক দম্পতী এ বিষয়ে মনোযোগী হউন এবং অনুপযুক্ত পাত্রে ভিক্ষাপ্রদান বন্ধ করুন। যে ব্যক্তির কৃষিকার্য্য, শিল্পকার্য্য, কিম্বা দাসবৃত্তি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত বল ও শক্তি আছে সে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈরাগী বৈষ্ণব, বাউল ফকির কিম্বা যাহাই কেন হউক না, কখন ও তাহাকে ভিক্ষা দিয়া সাহায্য করা কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বর যাহাকে শক্তি দিয়াছেন, তাহাকে অনাবশ্যকরূপে সাহায্য করিয়া তাহার শক্তির অপব্যবহার করিতে দেওয়া নিতান্ত গর্হিত, সুতরাং পাপজনক। সুদম্পতীগণ মনে রাখিবেন যে এইরূপ ব্যক্তিকে সাহায্য করায় দেশের ও সমাজের অমঙ্গল ঘটে সুতরাং এরূপ সাহায্য প্রদান

কখনও কর্ত্তব্য নহে। মুষ্টিভিক্ষা প্রদানের প্রণালী অতি সুন্দর। দীন, দুঃখী, কাণা, খোঁড়াকে এইরূপে ভিক্ষা দেওয়া অতি সঙ্গত, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে দম্পতীগণের বুদ্ধির দোষে তাঁহারা এক জনের প্রাপ্য অন্য জনকে প্রদান করিতেছেন।

সাহায্য প্রার্থনা।—অনাবশ্যক রূপে কখন ও পরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে না। অনেক স্ত্রীপুরুষের এইরূপ কুঅভ্যাস যে বিনা প্রয়োজনে ও পরের দ্বারে যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করে। গৃহে টাকা আছে, তবুও অনেকে "হা হুতাস" করিয়া পরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া আনিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, সামান্য একখানা গৃহসামগ্রীর জন্য পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকে; কিম্বা অতি ক্ষুদ্রব্যয়ে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, সে কার্য্যের জন্য অনর্থক পরের তোষামোদ করে। ইহা অতি অন্যায়। ইহাতে চরিত্র নীচ ও অনুদার হয় এবং আত্ম সম্মানের খর্ব্বতা হয় এবং এইরূপে প্রতিনিয়ত মানুষকে বিরক্ত করিলে, পরে প্রকৃত পক্ষেই পরের সাহায্যের প্রয়োজন হইলে ও কেহ তাহাকে সাহায্য করিতে চায় না।

কৃতজ্ঞতা।—কৃতজ্ঞতা মানবের একটী প্রধান গুণ। সুতরাং পরের নিকট কোন প্রকার উপকার

পাইলে তাহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবে এবং যেরূপ পার তাহার প্রতি অতি সদ্ব্যবহার করিবে। কোন কোন দম্পতী এমনই কৃতঘ্ন যে অন্যের দ্বারা শত রূপ উপকৃত হইলেও তাহারা তাঁহার নিন্দা করিতে ছাড়ে না। একপ জঘন্যতা অমার্জ্জনীয়।

পারিবারিক সম্মান।—স্বামী স্ত্রীর ও স্ত্রী স্বামীর সম্মান বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিবেন, কেহ যাহাতে কাহার দ্বারা কোন রূপে উপেক্ষিত না হন, উভয়ে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, সন্তান সন্ততিকে সম্মান জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। কেহ কখন ও গৃহছিদ্র প্রকাশ করিবেন না, তবেই পারিবারিক সম্মান ও সুনাম বৃদ্ধি হইবে।

চরিত্র গঠন।—এই রূপে চরিত্র গঠন করিবে, যেন কোন ব্যক্তি তোমাদের বিরুদ্ধে হিংসা করিয়া কোন মিথ্যা কথা বলিলেও সাধারণে তাহা বিশ্বাস না করে। চরিত্র মানবের প্রধান সম্বল, দম্পতী তাহা বিস্মৃত হইবেন না। ইহা এক বার কলুষিত হইলে, কিম্বা একবার এসম্বন্ধে কাহার কোন রূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিলে, লোকে বড় ঘৃণা করিবে, সম্মানের হ্রাস হইবে, এবং সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে অসুবিধা ঘটিবে। সুতরাং পবিত্র অনুষ্ঠানে রত

থাকিবা অনুক্ষণ চরিত্রটী পবিত্র, শুদ্ধ ও অবিকৃত রাখিবে। চরিত্র সম্বন্ধে যেন কাহার ও কখন কোন রূপ ভ্রমপূর্ণ ও অনিষ্টকর ধারণা না জন্মিতে পারে।

নিয়ম।—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতার একটী অঙ্গ বিশেষ। বিনা প্রয়োজনে কখনও কাহার অনিষ্ট সাধন করিবে না পাড়া প্রতিবেশী ও অধীনস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। অসত্য বাক্য অসত্য ব্যবহার ও অসত্য ভান পরিত্যাগ করিবে। কৃত্রিমতা, ছদ্মবেশ ইত্যাদি ত্যাগ করিবে। মনে রাখিও আজ হউক কাল হউক, সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয় হইবেই হইবে। দুষ্কর্ম্ম মিথ্যা প্রবঞ্চনা একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই, ইহা সুনিশ্চিত। কখন কাহার প্রতি কোন মিথ্যা দোষারোপ করিবে না। ক্ষুদ্র সর্প ক্ষুদ্রনদী, ক্ষুদ্রশত্রু, ক্ষুদ্রদায, ক্ষুদ্রপাপ, কখনও উপেক্ষা করিবে না। কোন বিষয়েই অত্যধিকতা ভাল নহে। যাহা উচিত বুঝিবে, তাহা করিতে অবহেলা করিবে না।

দম্পতি-সুহৃদ্

দ্বিতীয় খণ্ড।

স্বামীর পত্র।

প্রিয়তমে,—বাড়ী হইতে আসিবার সময় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়াছিলে "কলিকাতা গিয়াই পত্র লিখিও।" তোমার সেই সময়ের সেই হাব ভাব, অঙ্গভঙ্গী ও কথা গুলি অনুক্ষণই আমার মনে উপস্থিত হইতেছে। কলিকাতার এই নিভৃত কক্ষে বসিয়াই কল্পনাচক্ষে তোমাকে সাধের শয়নগারের সেই পালঙ্কে যেন উপবিষ্টা দেখিতেছি। পথে বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু যখনই তোমার কথা মনে হইয়াছিল, তখনই বুকের ভিতর কেন যেন দুর্ দুর্ করিয়াছিল। "করিয়াছিল" বলিলে মিথ্যা বলা হয়, কারণ এখনও যে "করিতেছে।" এখানে পৌঁছিয়া পান আহার ও সামান্য একটু বিশ্রাম লাভের পরই তোমার নিকট এই পত্র লিখিতে বসিয়াছি। কিন্তু কি যে লিখিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। কাগজ কলম লইয়া বসিয়াছি পর কিন্তু কোন কথাই মনে হইতেছে না, অথচ পত্র লেখা

বন্ধ করিতেও ইচ্ছা হইতেছে না। ব্যাপার মন্দ নহে। সে যাহা হউক, যখন কাগজ কলম লইয়া একবার বসিয়াছি, তখন ছাই ভস্ম, মাথা মুণ্ডু বাজে কথায় ও অগত্যা কাগজ খানা পূর্ণ করিতে হইবে

প্রিয়তমে! গত বারে বাড়ী যাইবার সময় মনে করিয়াছিলাম তোমাকে কতগুলি গুরুতর ও আবশ্যকীয় বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিব। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছি যে, প্রায় কোন কথাই বলা হয় নাই, মনের কথা মনেই রহিয়া গিয়াছে। তুমি এখন আর বালিকা নও, সুতরাং তাচ্ছল্য করিয়া আপন কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতে অবহেলা করা এখন আর তোমার শোভা পায় না। মাতা ঠাকুরাণী এখনও জীবিতা আছেন, বলিয়া সংসারের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি তাঁহার দ্বারা অনেকটা সম্পন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু তিনি কয় দিনের জন্য? তিনি যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া যাইবেন তখন যে সংসারের সমস্ত কার্য্যের গুরু ভারই তোমাকে বহন করিতে হইবে। সুতরাং এখন হইতে প্রস্তুত না হইলে, অকস্মাৎ এত গুরু ভার বহন করিতে পারিবে কেন? তাই বলি প্রিয়ে! এখন হইতেই আপন কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতে যত্নবতী হও। সংসার কি, কর্ত্তব্য কি, গৃহধর্ম্ম পালনে কাহার সহিত

তোমার কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক, দাস দাসী পরিজনবর্গের প্রতিই বা কিরূপ আচরণ করা উচিত ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে আপন অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিতে যত্নশীলা হও। মাতা ঠাকুরাণী তোমার আদর্শ স্থানীয়া হউক। সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার অনুরূপ হইতে যত্ন করিবে, তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া গৃহের মঙ্গল সাধন করিবে। তিনি যেরূপ উপদেশ দিবেন কিম্বা যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা পালন করিবে, স্বীয় কন্যার ন্যায় তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে এবং প্রতিনিয়ত তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। মনে রাখিবে তাঁহার আশীর্ব্বাদেই আমাদের মঙ্গল; পক্ষান্তরে, আমাদের কোন বাক্য বা ব্যবহারে দুঃখিতা হইয়া তিনি যদি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, তবেই গৃহের অমঙ্গল। তাঁহাকে যদি প্রসন্ন রাখিতে পার, তবেই সুখ সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, কিন্তু তোমার একটী কর্কশ বা মর্ম্মপীড়া-দায়ক বাক্যে যদি তাঁহার চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল বাহির হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে যে এই এক বিন্দু সহস্র বিন্দু হইয়া এক দিন না একদিন তোমার নয়নদ্বয় হইতে বহির্গত হইয়া তোমার গণ্ড ও বক্ষ প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। তুমি যে অতি অভক্তিমতী হইয়া মাতা ঠাকুরাণীর

প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাহা আমি জানি এবং এজন্য আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত আছি, কিন্তু তবুও তোমাকে আমি এই উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। আশা করি অতঃপর তুমি এবিষয়ে আরও অধিক মনোযোগী হইবে।

এ পত্রে অধিক কিছু লিখিলাম না। তোমার পত্র পাইবার জন্য মনটা বড় ব্যগ্র হইয়াছে, সুতরাং একটু শীঘ্র পত্রের উত্তর প্রদান করিয়া সুখী করিও। বাড়ী হইতে আসিবার সময় যেরূপ বলিয়া আসিয়াছি, সেরূপ কার্য্য করিতে ঔদাস্য করিও না। আমি এক রূপ ভাল আছি, মাতা ঠাকুরাণীর শারী- [illegible] তোমার মঙ্গল লিখিবে। ইতি

[illegible]স্ত্রীর উত্তর।

--:o:--

[illegible]াণাধিক! তোমার আশীর্ব্বাদ পত্র খানা পাইয়া যে কত সুখী হইয়াছি, তাহা পত্রে লিখিয়া জানাইতে পারি না। তুমি বাড়ী হইতে গিয়াছ পর, আমার মনটা বড়ই অস্থির হইয়াছিল, কিছুই ভাল লাগিত না, কোন কার্য্য করিতে উৎসাহ হইত না, কেবল নির্জ্জনে শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হইত। তোমার পত্রখানা প্রাপ্ত হইয়া এখন অনেক শান্তি

লাভ করিলাম। পথে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। একাকী চলিয়া গিয়াছিলে বলিয়া আমার একটু ভাবনা হইয়াছিল। জগদীশ্বরের কৃপায় সে চিন্তা দূর হইল। বোধ হয় কলিকাতার বাসাবাড়ীতে থাকিতে তোমার বড় কষ্ট হয়। এই বিষয়ে যদি দয়া করিয়া অধিনীকে সত্য কথা লিখিয়া জানাও, তবে বড় আনন্দিতা হইব।

শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে লিখিয়াছ, আমার সাধ্যানুসারে সেরূপ করিতে কখনও ক্রটী করিব না। তিনি আমাকে যেরূপ ভাল বাসেন, আমার মাতা ঠাকুরাণীও আমাকে সেরূপ ভালবাসেন কি না বলিতে পারি না। আমি যাহাতে সুখী হই এবং সংসারের কাজ কর্ম্মে নিপুণা হইতে পারি, সে জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাতেও যদি আমি তাঁহার প্রতি কু ব্যবহার করিয়া তাঁহার মনে কষ্ট দেই কিম্বা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে অবহেলা করি, তবে ত নরকেও আমার স্থান হইবে না। প্রাণ! এই আমার প্রথম পত্র। এপর্য্যন্ত আমি কাহার নিকট কখন ও পত্র লিখিনাই তাহা তুমি জান। সেইজন্য হাত কাঁপিতেছে, সুতরাং বেশী লিখিতে পারিলাম না। এই এক পত্র লিখিতেই তিনখানা চিঠীর কাগজ নষ্ট করিয়াছি। এই পত্র-

খানা ও মধ্যে মধ্যে কালী পড়িয়া অপরিষ্কার হইয়াছে। এজন্য দুঃখিত হইওনা। তোমার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, মূর্খ বলিয়া ঘৃণা করিও না। বাড়ীর সকলেই ভাল আছে শীঘ্র তোমার মঙ্গল লিখিয়া চিন্তা দূর করিও। ইতি সেবিকা শ্রীঃ—

স্বামীর পত্র।

প্রিয়তমে,—তোমার পত্রখানা প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম, তুমি যেএত শীঘ্রই আমার পত্রের উত্তর লিখিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। পত্রখানা ক্ষুদ্র হইলেও আমার নিকট এত ভাল লাগিয়াছিল যে উহা ৩৪ বার না পড়িয়া থাকিতে পারি নাই। স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষের ফল যেরূপ সুমিষ্ট ও প্রীতিদায়ক, তোমার লিখিত পত্র আমার নিকট তদপেক্ষা ও অধিক সুখপ্রদ হইয়াছিল। আজ আমার অনেক কথা মনে হইতেছে। আজ তিনবৎসর হইল আমরা বিবাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি। বিবাহের পর বৎসরাধিক কাল তোমার সহিত আমার আলাপ বা কথোপকথন হয় নাই। বলিতে কি প্রিয়ে! এই সময়টা আমার নিকট বড় প্রীতিকর অনুমিত হইয়াছিল না। তুমি কিরূপ প্রকৃতির লোক, কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জান কিনা, তাহা ও

আমি ঠিক জানিতাম না ; লোকমুখে যাহা শুনিতাম, তাহাতে মন স্থির থাকিত না। তারপর যখন তোমার সহিত আলাপ হইল তখন জানিলাম তুমি সবে মাত্র শিশুশিক্ষা-দ্বিতীয় ভাগ পড়িতেছ। সেই অবধি আমি স্বহস্তে তোমার শিক্ষার ভার গ্রহণ করি, এবং যথা-সাধ্য নানা বিষয় তোমার জ্ঞান ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। সেই সময়ের কথা তোমার মনে আছে কি ? একদিন তোমার জন্য আমি তিনখানা নূতন পুস্তক আনিয়াছিলাম দেখিয়া তুমি অবাক হইয়া বলিয়াছিলে "এত পুস্তক লইয়া আমি কি করিব ? এত কঠিন পুস্তক ত আমি তিন-বৎসরে ও পড়িয়া শেষ করিতে পারিব না।" কিন্তু পুস্তক কয়খানা শেষ করিতে তিনমাস ও লাগি-য়াছিল না ! আজ আমার সেই সকল কথাই মনে পড়িতেছে। তুমি দিনের বেলায় আমার নিকট পড়িতে লজ্জা বোধ করিতে, আমি ও বলপূর্ব্বক সে লজ্জা ভঙ্গ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতাম না; এজন্য কোন কোন দিন আমাদিগকে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত ও জাগিতে হইত। বলিতে দুঃখ হয়, লেখা পড়ার জন্য সময় সময় তোমার প্রতি একটু কর্কশ ব্যবহার করিতে ও বাধ্য হইয়াছিলাম। সে সব কথা মনে হইলে আমার বড়ই কষ্ট হয়। কিন্তু যাক,

গত কথায় কাজ নাই। সেই কষ্ট, সেই পরিশ্রম ও সেই রাত্রিজাগরণ আজ আমি স্বার্থক জ্ঞান করিতেছি। তোমার পত্রের স্থানে স্থানে বর্ণবিন্যাস ও হস্তাক্ষর গত দুই একটী দোষ লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য নহে। এই সময়ের মধ্যে যে তুমি স্পষ্টরূপে ও এইরূপ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ ক'রতে শিখিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট বলিতে হইবে। এইরূপ যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে দিন দিন আরও উন্নতি হইবে, সন্দেহ নাই।

আমি কলিকাতায় একরূপ সুখে সচ্ছন্দেই আছি, তজ্জন্য তোমার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আসিবার সময় যে পুস্তক কয় খানা পড়িতে বলিয়া আসিয়াছি, তাহা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ কিনা লিখিবে। অদ্য পুস্তকের ডাকে তোমার জন্য একখানা গদ্য "রামায়ণ" পাঠাইতেছি। পূর্ব্বের পুস্তক কয় খানা পড়া হইলে এই পুস্তকখানা অবশ্যং একবার পড়িবে। "রামায়ণ" অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহা পাঠে বিশেষ উপকৃতা হইতে পারিবে। পুস্তকের বৃহদাকার দেখিয়া কিম্বা নীরস মনে করিয়া ফেলিয়া রাখিও না। একবার অধ্যবসায় সহকারে পড়িতে আরম্ভ করিলে দেখিবে ইহা বাস্তবিক নীরস নহে, ইহার মধ্যে উপদেশ পূর্ণ ও সুন্দর ২ অনেক গল্প আছে। তবে প্রথম

২।৪ পৃষ্ঠা পড়িয়াই যদি কঠিন বোধে পুস্তক বন্ধ কর, তবে কিছুই হইবেনা। বর্ণবিন্যাসের ও ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে এবং যখন যে পুস্তক পড়িবে তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে চেষ্টাকরিবে। কেবল পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গেলেই হইল না, পুস্তকের মর্ম্ম অবগত হইতে হইবে, ভাষা ও লিখন-প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং পুস্তকের দোষ গুণ বুঝিতে যত্নশীলা হইতে হইবে। এই রূপ সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া একখানা পুস্তক পড়িলে যতজ্ঞান জন্মিবে, অমনোযোগ ও ব্যস্ততা সহকারে পঞ্চাশখানা পুস্তক পড়িলে ও সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

• মাতাঠাকুরাণী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহা পাঠ করিয়া বাস্তবিই বড় আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু প্রিয়ে, কেবল মাতাঠাকুরাণীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিলেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইল না। দাসদাসী পরিজনবর্গ প্রভৃতি সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। কোন অবস্থায়ই আপনার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিবে না, এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণের সহিত অনাবশ্যকরূপে বাক্যব্যয় করিয়া স্বীয় সম্মানের খর্ব্বতা করিবে না। কোন কোন স্ত্রীলোক দাস দাসীর সহিত এরূপ জঘন্য ব্যবহার করে, যে পরে কেহই তাহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করেনা এবং তাহাদের সহিত

নির্ভীকচিত্তে ব্যবহার করে। ইহা ভাল নহে। অধীনস্থ ব্যক্তিগণের গৃহকর্ত্তা বা গৃহকর্ত্রীর প্রতি একটু ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত ভালবাসা থাকা একান্ত আবশ্যক। ফলতঃ যে রমণী নিজ ব্যবহার দ্বারা দাস দাসী, পরিজনবর্গ ও পাড়া প্রতিবেশীর ভক্তি ও সম্মানের পাত্রী না হইতে পারে, সে মহাগুণবতী রূপবতী বা বিদ্যাবতী হউক, আমি তাহাকে মূর্খ ভাবিয়াই ঘৃণা করিব। প্রিয়তমে! অনতিবিলম্বেই একটা সংসারের সমস্ত ভার তোমার স্কন্ধে পড়িবে; সুতরাং এখন হইতেই সাবধান হও এখন হইতেই আপন কর্ত্তব্য বুঝিতে তৎপরা হও। অদ্য আর স্থান নাই। সুতরাং এখানেই পত্র শেষ করিতে হইবে। পত্র শেষ হইল বটে, কিন্তু মনের কথা যতই লিখি ততই বাড়িতে থাকে। পর পত্রে সবিশেষ লিখিতে চেষ্টা করিব। এখন বিদায় হই ইতি। আশীর্ব্বাদক শ্রীঃ—

স্ত্রীর উত্তর।

প্রাণ আমার,—তোমার উপদেশপূর্ণ পত্র খানা পাঠ করিয়া সুখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। প্রথম প্রথম তোমার পত্র পাইলে একটু লজ্জা বোধ হইত, কিন্তু এখন দেখিতেছি সে লজ্জার তুলনায় পত্র পাঠ করিয়া অনেক বেশী সুখানুভব করি। * এই জন্য এখন

তোমার পত্র পাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হই। তুমি ও দাসীর প্রতি দয়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্রই পত্র লিখ, কাজেই আমার আনন্দের সীমা থাকে না। তোমার পত্র পড়িয়া যত সুখী হই, তোমার নিকট পত্র লিখিয়া কিন্তু তত হইতে পারি না। কারণ, তোমার নিকট পত্র লিখিতে বসিলে একত্র এত কথা মনে হয় যে কোন কথাই ভালরূপ লিখিতে পারি না, মনের কথা মনেই থাকিয়া যায়। যাহা কিছু লিখি তাহা ও নিতান্ত অপরিষ্কার হয়; হস্তাক্ষর ভাল হয় না বর্ণবিন্যাসে ভুল থাকিয়া যায়; সুতরং তাহা পাঠাইতেই লজ্জা করে। তুমি ভালবাসিয়া আবার সেই লেখারই প্রশংসা কর দেখিয়া আমি আরও অধিক লজ্জা পাই। কিন্তু যখনই আবার মনে হয় যে "তুমি আমার পর নও, তোমার নিকট মূর্খতা প্রকাশ করিতে আমার কোন লজ্জার কারণ নাই" তখনই সব লজ্জা চলিয়া যায়, তখনই যাহা পারি তাহা লিখিতে ইচ্ছা হয়।

প্রাণ! পুস্তক কয় খানা পড়া হইয়াছে। তুমি যে সুন্দর রামায়ণ-খানা পাঠাইয়াছ অদ্য হইতে তাহা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সদুপদেশ পালন করিয়া যেন কৃতার্থ হইতে পারি। আমি নিতান্ত অভাগবতী বলিয়া তোমা হেন পতি

প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি দয়া করিয়া এ দাসীর মঙ্গলের জন্য কত চেষ্টা করিতেছ। ইহাতেও যদি আমি তোমার অশেষ গুণাবলীর এক আধটী আয়ত্ত না করিতে পারি, তবে বুঝিব আমার মত দুর্ভাগ্যবতী রমণী পৃথিবীতে অল্পই আছে, কেবল তোমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্যই আমি এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। বলিতে কি প্রাণ। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই, ভাল মন্দ বুঝিতে পারি না এবং প্রত্যেক কার্য্যেই সন্দেহ হয়। কিন্তু তোমার নিকট কোন বিষয়ে কোন রূপ উপদেশ পাইলে আমার সকল সন্দেহ চলিয়া যায়, আর হৃদয়ে যেন বল পাই।

শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী শারীরিক ভাল আছেন। বড়দিদি প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রতি কুব্যবহার করিয়া তাঁহার মনে কষ্ট দেন। ইহাতে আমার বড় দুঃখ হয়, কিন্তু কি করিব? আমি সাধ্যানুসারে তাঁহার কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। তাঁহার আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও অনুগ্রহ আছে বলিয়া তিনি আমার কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হন। তোমার পত্র আসিলেই তিনি আমার নিকট তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করেন, আমি লজ্জায় জড় সড় হইয়া "ভাল আছে" বলিয়াই চুপ করিয়া থাকি। তোমার সংবাদ জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন,

এবং প্রায়ই "পত্র আসিয়াছে কি না" এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। অতএব তুমি খুব শীঘ্র শীঘ্র পত্র লিখিও। লিখিয়াছ যে তুমি সেখানে একরূপ ভালই আছ, কিন্তু আমি জানি প্রবাসে থাকিতে তুমি বড় ভালবাস না। কবে তোমাদের ছুটী হইবে এবং কখন তুমি বাড়ী আসিবে, পত্রোত্তরে তাহা জানাইয়া সুখী করিও। আমরা সকলে একরূপ ভালই আছি, সত্বর তোমার মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিও। এই অপরিষ্কার হস্তাক্ষরে অধিক লিখিলে পাছে তোমার পড়িতে বিরক্তি বোধ হয়, এই জন্য এখানেই শেষ করিলাম ইতি—তোমার অনুগতা দাসী শ্রীঃ—

স্বামীর পত্র।

প্রাণাধিকে,—গত পরশ্ব তোমার পত্রখানা পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। প্রায় ৮।৯ মাস ধরিয়া তুমি আমার নিকট পত্র লিখিতেছ, ইহার মধ্যে ভাগে তুমি কয়েক দিন অযথাবিলম্বে পত্র লিখিয়া আমাকে একটু কষ্ট দিয়াছিলে, সেজন্য আমি তোমাকে কিছু তিরস্কার ও করিয়াছিলাম। প্রবাসে অবস্থিতি কালে প্রিয় জনের পত্র পাইতে বিলম্ব ঘটিলে বড় দুঃখ হয়। যাহা হউক আজ তিন চারি সপ্তাহ ধরিয়া তুমি একটু শীঘ্র২ পত্রোত্তর লিখি-

তেছ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে আর কখনও বিলম্বে পত্র লিখিয়া প্রবাস বাসের যন্ত্রণা বর্দ্ধিত করিবে না।

এইবার তুমি একটু শীঘ্র পত্র লিখিয়াছ বটে, কিন্তু পত্র খানা দেখিলেই বুঝা যায় যে ইহা অতি ব্যস্ততার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পত্র খানার স্থানে২ কাটা, ছেঁড়া, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, দুই চারিটী ভুল ও রহিয়া গিয়াছে; কোন কোন শব্দ ভ্রম ক্রমে সম্পূর্ণ লিখা হয় নাই এবং আমার সকল প্রশ্নের উত্তর ও দেও নাই। ইহার কারণ কি? উত্তর লিখিবার সময় কি আমার পত্র খানাও একবার পড়িয়াছিলে না? ইহাতে অত্যন্ত ব্যস্ততা ও অমনোযোগিতা প্রকাশ পায়। আশা করি ভবিষ্যতে আর এরূপ লক্ষণ দেখিব না।

প্রতি পত্রেই কবে আমাদের কালেজ ছুটী হইবে এবং কবে বাড়ী যাইব, সে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছ। প্রিয়ে! তুমি কি সত্য সত্যই আমাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছ? যদি আমাকে দেখিলে তুমি সুখী হও, তবে আমি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া তোমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিব না। পরমেশ্বর সতীসাধ্বীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, সুতরাং তোমার ইচ্ছা ও পূর্ণ হইবে। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এবার আর বাড়ী যাইব না,

কিন্তু আমি বাড়ী না গেলে যখন তুমি দুঃখিতা হইবে, তখন আমার যাওয়াই কর্ত্তব্য। আর বিশেষতঃ ছুটীর দিন যতই নিকট আসিতেছে, ততই তোমার সেই হাসি হাসি মুখ খানা ঘন ঘন মনে পড়িতেছে, ততই তোমাকে দেখিবার জন্য মনের অস্থিরতা বাড়িতেছে। আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি আছে, কিন্তু তবুও মনে হয় যেন আরও এখন অনেক বিলম্ব, সে যাহা হউক আশা করি এই দিন কয়টী কোন প্রকারে অতিবাহিত করিয়া সত্বরই তোমার সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখী হইতে পারিব। কিন্তু প্রিয়ে! একটী কথা, বাড়ী যেন গেলাম। বাড়ী গিয়া দিনের বেলায় তোমাকে দেখিতে পাইব তো? না আমাকে দেখিলে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সাতসমুদ্র তের নদী দূরে পলায়ন করিবে? দিনের বেলায় আমার সঙ্গে দুপাঁচটী কথা বলিলেই বুঝি জাতিই যাইবে। এই সব অপূর্ব্ব লীলার মাহাত্ম্য কিন্তু আমি আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সহিত পবিত্র সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ইহাতে কোন রূপ অপবিত্র ভাবই আসিতে পারে না। কিন্তু তবুও কেন যে মানুষ আপনার শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয়তম সুহৃদের সহিত স্বাধীন ভাবে কথোপকথন করিতে লজ্জা বোধ করে, তাহা বুঝিয়া উঠা স্কঠিন ব্যাপার। পতি পত্নীর

মধ্যে এইরূপ লুকোচুরী কথোপকথনে বরং অপবিত্র ভাবের উদ্রেক হয়, সুতরাং প্রত্যেক দম্পতীর উহা সম্বন্ধে পরিত্যাগ করিতে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সে যাহা হউক, আশা করি তুমি এই সব বৃথা লজ্জা ত্যাগ করিতে শিখিযাছ। লজ্জা যে ললনাগণের একটী অলঙ্কার স্বরূপ তাহা আমি বেশ বুঝি,স্ত্রীলোকের লজ্জাহীনা হওয়া ও যে অতি দোষের কথা, তদ্বিষয়েও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া অনাবশ্যকরূপে লজ্জাশীলতা দেখাইতে গিযা কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করা, কখনই প্রশংসনীয় নহে। এসম্বন্ধে পত্রে সকল কথা লিখিবার অবকাশ নাই, দেখা হইলে যাহা যাহা বলিবার, বলিতে চেষ্টা করিব। এই চেষ্টা কখনও কার্য্যে পরিণত হইবে কি না, তাহা কিন্তু সন্দেহ স্থল। দেখা হইলে বলিব আশায় কত বার কত কথা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছি; ছুটির সময় বাড়ীও গিয়াছি, আবার কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া দেখিয়াছি মনের কথা মনেই রহিয়া গিয়াছে; কত দিন কত কথা বলিয়াছি, কিন্তু সেই কথাটা বলি নাই। এইরূপে অনেক স্বামীই মনে মনে স্ত্রীকে উপদেশ দিয়া থাকেন। ফল কথা, দম্পতী একত্রিত হইলে কাজের কথা কেন যেন বড় মনে হয় না।

তার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে হইতেছে। ব্রহ্মসভার বক্তৃতা মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিওনা। তোমরা শরীর, বস্ত্র, ব্যবহার্য্য সামগ্রী তেমন পরিষ্কার রাখিতে যত্ন কর না। এটী বড় দোষ। তাচ্ছল্য করিয়া অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র ব্যবহার করা, কিম্বা শরীর অপরিষ্কার রাখা অত্যন্ত অন্যায়। ঈশ্বর আমাদিগকে যে শরীর দিয়াছেন, তাহার প্রতি অযত্ন বা তাচ্ছল্য ভাব প্রকাশ করা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অসঙ্গত। কোন কোন স্ত্রীলোক আবার অপরিষ্কার থাকাই গৌরবজনক মনে করেন। "কাজের অন্ত নাই, একটুকু অবকাশ পাই না, পরিষ্কার থাকিব কিরূপে?" এই রূপ বাক্য অনেকেরই মুখে শুনা যায়। বলা বাহুল্য এসব মিথ্যা কথা। যাহার ইচ্ছা আছে, সে শত কর্ম্ম করিয়াও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে। আমাদের দেশে একটী সুন্দর বাক্য চলিত আছে—"যে রাঁধে, সে কি আর চুল বাঁধে না?" প্রত্যেক সুরমণীর এই কথাটী অনুক্ষণ মনে রাখা আবশ্যক। ফলতঃ যে রমণীর একটী কার্য্য করা হইলে অন্যটী হয় না, সে শৃঙ্খলা শিক্ষা করে নাই। বুদ্ধিমতী ললনাগণ সংসারের যাবদীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন।

কোন কোন রমণী আবার অপরিষ্কার থাকিয়া নিজের কার্য্যতৎপরতা ও উদারতা দেখাইতে চান। "বউটী কেমন ভাল, শরীরের দিকে দৃষ্টি নাই বসন ভূষণের জন্য ব্যগ্রতা নাই" এইরূপ কথা শুনিবার জন্য যাহারা শরীর, বস্ত্র অপরিষ্কার রাখিয়া আপনার স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে, মন অপবিত্র ও বিমর্ষ ভাবাপন্ন করিয়া রাখে, তাহাদিগকে মূর্খ ও কাণ্ড জ্ঞান হীন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তোমাকে এ সব উপদেশ দিতেছি বলিয়া হয়ত মনে মনে একটু বিরক্তি বোধ করিতেছ; কিন্তু রোগের পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিলে দোষ কি? অধিক লিখিয়া তোমার শান্তি সুখ নষ্ট করিতে চাই না, সুতরাং আজ এই খানেই বিদায় হইলাম। ইতি

আশীর্ব্বাদক শ্রীঃ—

স্ত্রীর উত্তর।

প্রাণেশ্বর,—তোমার ৭ই ভাদ্রের পত্র খানা পাইয়া সুখী হইলাম। ইতিপূর্ব্বে কয়েক সপ্তাহ একটু বিলম্বে তোমার পত্রের উত্তর লিখিয়াছি বলিয়া মৃদু মন্দ তিরস্কার করিয়াছ। গত পত্র খানা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়া ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছ। প্রাণাধিক! দাসী করযোড়ে ক্ষমা

প্রার্থনা করিতেছে, মাপ কর। ভবিষ্যতে আর যাহাতে এরূপ না হয়, সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। আশা করি তোমার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এজন্য আর কখনও তোমাকে মনোকষ্ট প্রদান করিব না।

শীঘ্রই তোমাদের ছুটি হইবে জানিয়া আমার প্রাণটা আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে, এবং তোমাকে শীঘ্রই দেখিয়া চক্ষু শীতল করিতে পারিব ভাবিয়া হৃদয় বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তোমার পত্রের আভাসে বুঝিতে পারা যায় যে, এই ছুটিতে তোমার বাড়ী আসিতে ইচ্ছা ছিল না। যদি তাহাই হয়, তবে আমার অনুরোধে তোমার বাড়ী আসিবার প্রয়োজন নাই। আমার সুখের জন্য আমি তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়া অনিচ্ছাসত্বেও বাড়ী আসিতে বলি না। আমার জন্য তোমার কার্য্যে বাধা পড়িতেছে জানিলে ববং আমার বড় দুঃখ হইবে।

প্রিয়তম! গত কল্য রজনীতে বড় সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর সহিত এক কক্ষে ও এক শয্যায় শুইয়াছিলাম। শীঘ্রই আমার নিদ্রা আসিল। নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম যেন তুমি আমার পার্শ্বে বসিয়া কত কথা কহিতেছ, কত উপদেশ দিয়া আমাকে তুষ্ট করিতেছ। ইহার

পর তুমি যেন তোমার পকেট ঘড়ীটী টেবিলের উপর রাখিবার জন্য আমার হস্তে দিলে, আমি যেই একটু তাড়াতাড়ি ঘড়িটী রাখিবার জন্য চেষ্টা করিলাম অমনি যেন ঘড়িটী আমার হস্ত হইতে মেজেতে পড়িয়া গেল। অমনি আমি জাগিয়া উঠিলাম, উঠিয়া দেখিলাম সব মিথ্যা, সব স্বপ্ন। তখন মনে বড় কষ্ট হইল, প্রাণটা আই ঢাই করিতে লাগিল। ভাবিলাম, স্বপ্ন যদি সত্য হইত, তবে আর বুঝি কাহার ও দুঃখ থাকিত না। তখন রাত্রি তিনটা বাজিয়াছে। আমার সে রাত্রে আর ঘুম হইল না, কেবল এপাশ ওপাশ করিয়া রাত্রিটী কাটাইয়া দিলাম।

বাড়ী আসিলে দিনের বেলায় তোমার সহিত দেখা করিব কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়াছ। একথার আর আমি কি উত্তর দিব? তুমি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা পালন করিতে যেদিন আমি অবহেলা করিব, ভগবান করুন সেদিন যেন আমি আর এই জগতে না থাকি। তুমি আমার দোষ দর্শাইয়া দিলে আমার বড় আনন্দ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সকল সময় সকল উপদেশ শীঘ্র২ পালন করিতে না পারায় তোমার মনে কষ্ট হয় ভাবিয়া দুঃখ হয়। আশা করি অধিনীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবে এবং বিরক্তি বোধ না করিয়া দয়া করিয়া সুপথ দেখাইয়া দিবে।

পত্রের শেষ ভাগে লিখিয়াছ যে, অধিক লিখিয়া আমার শান্তি সুখ নষ্ট করিতে চাও না। বলি, এত ঠাট্টা কেন? আমি কি তোমার দীর্ঘ পত্র পড়িতে বিরক্তি বোধ করি? এরূপ ধারণা তোমার কিরূপে জন্মিল, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আমি তো তোমার কোন পত্রই চারি পাঁচ বার না পড়িয়া তৃপ্ত হই না। বোধ হয় তোমার নিজের মনের কথাটী ব্যক্ত করিয়া ফেলিলে। আমার অপরিষ্কার ও বিশ্রী হস্তাক্ষরে লিখিত পত্র পড়িতে তোমার বিরক্তি জন্মে বলিয়া মনে করিয়াছ যে তোমার পত্র পড়িতে ও আমার সেরূপ বিরক্তি জন্মিবে। কিন্তু তাহা নহে। তোমার পত্র পড়িলে আমি যেরূপ সুখী হই, তেমন আর কিছুতেই নহে। পত্র পড়িবার সময় আমার মনে হয়, তুমি যেন আমার সহিত কথা কহিতেছ। তোমার যে 'ছবি'খানা আমার নিকট আছে, পত্র পড়িবার সময় আমি তাহা নিকটে রাখি। আহা! তখন যে আমার কত সুখ হয়, তাহা তোমরা পুরুষ মানুষে বুঝিতে পারিবে না। আমার পত্র পড়িতে যদিও তোমার ভাল না লাগে, দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা একবার পাঠ করিও, তবেই আমি কৃতার্থ হইব। এপত্রে আর অধিক কিছু লিখিব না। বাড়ীর সকলে ভাল আছে, তজ্জন্য

চিন্তা করিও না। তোমার মাতাঠাকুরাণী ও ভাল আছেন। শুনিয়া দুঃখিত হইবে—বাড়ীর সেজবৌ সেদিন শাশুড়ীর সহিত গহনা গহনা করিয়া ঝগড়া করিয়া, দুই দিন ভাত খায় নাই। তাহার প্রকৃতি তুমি কিছু কিছু জান, সুতরাং সে সম্বন্ধে আজ কোন কথা লিখিলাম না। দাসীকে মনে রাখিও ইতি।

স্বামীর পত্র।

প্রিয়তমে,—বৃহস্পতিবারটা আজ কাল আমার পক্ষে বড় আনন্দের দিন হইয়া পড়িয়াছে। বুধবার রজনীতে যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করি, তখনই মনে হয় যে কাল প্রাতঃকালে তোমার প্রেমপূর্ণ পত্র পাইব, পড়িয়া কতসুখী হইব এবং কত আহ্লাদের সহিত তাহার উত্তর লিখিব। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই হয়, ভোরের সময় নিদ্রাভঙ্গ হয়, হাতমুখ ধুইয়া একটু কাজ করি, কিছু কাল পরেই ডাক-পিয়ন আসিয়া পত্র দিয়া যায়। বলাবাহুল্য সর্ব্বাগ্রে তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়াই মন তৃপ্তকরি। তুমি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এই রূপ রীতিমত পত্রোত্তর লিখিতেছ দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইতেছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সুভার্য্যা হইয়া স্বামীকে সুখী করিতে শিখিয়াছ, এখন সুজননী হইতে শিখ, সুগৃ-

হিনী হইতে শিখ এবং আদর্শ রমণী হইতে শিখ। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা এবং সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিনী ও সুশিক্ষিতা হইয়া পরিবারস্থ সকলের প্রিয়পাত্রী ও সম্মানের ভাজন হও, তবেই আমি পরমানন্দিত হইতে পারিব এবং তোমাকে কিঞ্চিত বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলাম বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে পারিব। যেদিন দেখিব তোমার গুণে পুত্র সুখী, কন্যা সুখী এবং দাস দাসী আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলেই তোমার প্রতি অনুরক্ত ও তোমার গুণের পক্ষপাতী, এবং যে দিন দেখিব ছোট বড়, ক্ষুদ্র মহৎ সকল কার্য্যের প্রতি তোমার সমান দৃষ্টি, সংক্ষেপতঃ যে দিন দেখিব তুমি সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিতা হইয়া আদর্শ বঙ্গমহিলা রূপে বিরাজ করিতেছ, সেই দিন আমার জীবনের দুর্গোৎসব—সেদিন আমার আশা পূর্ণ হইবে। প্রিয়তমে! আমি কি হৃদয়ে দুরাশা পোষণ করিতেছি? এ আশা কি পূর্ণ হইবে না? গত তিন বৎসরের মধ্যে আমি তোমার হৃদয়ের কথা যতদূর জানিতে পারিয়াছি এবং যত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আসিতেছি তাহাতে আশা ফলবতী হইবে বলিয়াই তো বোধ হইতেছে। রাম না হইতেই রামায়ণ হইয়াছিল তাহা অবশ্য শুনিয়াছ, আমিও সেরূপ পুত্র কন্যা না হইতেই তোমাকে পুত্র

কন্যাকে সুখী করিতে উপদেশ দিতেছি। মনে মনে হয়ত হাসিতেছ; হাস, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কর্ত্তব্য পালনে পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষিতা না হইলে কার্য্যকালে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, সেজন্য এখনই দুটী কথা বলিয়া রাখিলাম।

তুমি যে স্বপ্ন বৃত্তান্তটী লিখিয়া পাঠাইয়াছ এরূপ তো আমার প্রায়ই হয়। অনর্থক সে সব কথা লিখিয়া মর্ম্ম যাতনা বৃদ্ধি করিতে দুঃখ হয় বলিয়া, আমি এ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোন কথা লিখি নাই। এরূপ স্বপ্ন দেখিলে বাড়ী যাইয়া তোমাকে দেখিতে বড় ইচ্ছাহয়। গত পত্রে, আমার ইচ্ছা না হইলে শুধু তোমার অনুরোধে, বাড়ী যাইতে নিষেধ করিয়াছ। তোমার অবগতির জন্য লিখি, শুধু তোমার অনুরোধ নহে, আমার মনের ও বিশেষ অনুরোধ আছে, এবং যতই দিন যাইতেছে ততই আমার অনুরোধ যেন প্রবল হইতেছে। এমতাবস্থায় কি আর ছুটির সময় এখানে থাকা সম্ভব? তোমার—বাড়ীর সেজবৌ শাশুড়ীর সহিত গহনা ২ করিয়া ঝগড়া করিয়াছে, লিখিয়াছ। এ আর স্ত্রীলোকের পক্ষে আশ্চর্য্য কথা কি? স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব এক দিকে, গহনা অপর দিকে। অশিক্ষিতা ও নীচ প্রকৃতি রমনীগণের নিকট গহনা তো যেন প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয়তর পদার্থ, স্বামী প্রেম,

স্বামী সোহাগ অপেক্ষাও আদরের জিনিষ। এই জন্যই স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে গহনা লইয়া নানা কথা হয়, নানা বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এই গহনাব্যাধি অশেষ দুঃখের মূল। বলিতে দুঃখ হয়, অনেক দরিদ্র স্বামীকে এজন্য মনোকষ্ট পাইতে হয়। বঙ্গীয় ললনাগণ গহনা গহনা করিয়া কেন যে এত পাগল হয়, বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাহার কাহার গহনা ব্যবহারের সাধ এত প্রবল যে পাড়া প্রতিবেশিনীর গহনা ধার করিয়া আনিয়া ব্যবহার করিতে ও লজ্জা বোধ করেন না। আবার কেহ কেহ পিতলের গহনা গিল্টি করিয়া লইতে ও ছাড়েন না। এসব কেন? আমি কিন্তু এসব দেখিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। কলিকাতায় এসব কৃত্রিমতা সমধিক প্রচলিত। এখানে গহনা সম্বন্ধে আরও নানারূপ রহস্যজনক ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে দেখিবে, সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা কুবেরপত্নীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী দাসী একটী বাক্স লইয়া চলিতেছে, বলাবাহুল্য সেটী গহনার বাক্স। রমণীর শরীরে যে গহনা প্রদর্শিত হইতেছে, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; সঙ্গে বাক্সে পুরিয়া আরও কতগুলি আনিয়াছেন। অবশ্যই প্রদর্শনের জন্য! বল দেখি, এসব কি

হাস্যজনক ও মূর্খতার পরিচায়ক নহে ? এরূপ করিয়া "বড়মানুষী" দেখান অপেক্ষা কপালে একখানা টিকিট লিখিয়া মারিয়া দিলেইতো হইতে পারে ! কলিকাতার 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্র এসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে এরূপ গহনার বাক্স প্রদর্শন করিয়া সম্পদের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা রমণীগণের শরীরে কয়েক খানা কোম্পানীর কাগজ গাঁথিয়া দিলেই চলিতে পারে। কেবল গহনার বাক্স প্রদর্শনই যে হাস্যজনক ব্যাপার এমন নহে, আর ও অনেক কথা আছে। আজকাল ভদ্ররমণীগণ নিমন্ত্রণ বাড়ীতে জামা ব্যবহার না করিয়া যান না; কিন্তু জামা গায় দিলে তো চিক্, বালা, অনন্ত ইত্যাদি ভালরূপ দেখা যায় না, এজন্য রমণীগণ সেই জামার উপর গহনা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, আমার চক্ষে আমি ইহা অতি বিশ্রী দেখি, বোধ হয় সকলেই বিশ্রী দেখেন। পরকে গহনা প্রদর্শনই কি উহা ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য ? যদি তাহা না হয়, তবে এরূপ করা হয় কেন ? প্রিয়তমে ! তুমি হয়ত এসব কথা পড়িয়া মনে মনে কত কি বলিতেছ, হয়ত সেই কমলমুখে মৃদু মন্দ একটু হাসিও দেখা দিয়াছে ! গহনাব্যবহার যে অতি দোষের কথা, তাহা আমি অবশ্যই বলিতেছি না এবং গহনা দ্বারা যে অনেক সময় অনেক উপকার সাধিত হয়, তাহাও আমি জানি।

ফলতঃ গহনা দোষের না হইলেও ইহার জন্য যে ব্যগ্রতাটুকু দেখা যায় এবং গহনা দ্বারা রূপবৃদ্ধির যে নানারূপ চেষ্টা হইয়া থাকে তাহা অবশ্যই দোষের বলিতে হইবে। তোমার নিকট এসম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম বলিয়া দুঃখিতা হইও না। আমার কথাগুলি তুমি কথোপকথনচ্ছলে তোমার সমবয়স্কা ও সহচরী গণের মধ্যে প্রচার করিয়া তাহাদিগকে এই ভীষণ গহনাব্যাধি হইতে মুক্ত কর, ইহাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। মনে রাখিবে, শুধু একাকী সুপথে চলিলেই হইবে না, আপন সাধ্যানুসারে উপদেশ বাক্য প্রভৃতি দ্বারা পরকেও সুপথে লইয়া যাইতে হয়। শিক্ষিতা ও সুবুদ্ধি সম্পন্না ললনাগণ স্ত্রীসমাজের দোষগুলি যেরূপ সহজে দূরীভূত করিতে পারেন, পুরুষে সেরূপ কখনও পারিবে না।

'রামায়ণ' কতদূর পড়া হইয়াছে? 'ললনা-সুহৃদ' কয় বার পড়িয়াছ? পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখন ও বলিতেছি যদি নিজের, পরিবারের ও সন্তান সন্ততির মঙ্গল চাও, তবে 'ললনা-সুহৃদ' গ্রন্থ খানা বার বার পাঠ করিও এবং উহার উপদেশানুসারে চরিত্র গঠন করিতে অবহেলা করিও না। প্রকৃত "সুহৃদের" উপদেশে অবহেলা করিলে তাহার মঙ্গল হয় না, ইহা সুনিশ্চিত। তোমার এবারের পত্র খানা বেশ সুন্দর

হইয়াছে, ভুল বড় খুঁজিয়া পাইলাম না। এরূপ সাবধানতা প্রশংসনীয়। তুমি প্রতি সপ্তাহে এরূপ পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পত্র লিখিয়া যথা সময়ে পাঠাইলে আমি বড় সুখী হইব এবং অবিলম্বে সুপুত্রবতী হইবার জন্য তোমাকে মনে প্রাণে আশীর্ব্বাদ করিব, এ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে তো? 'আমি কিন্তু আশীর্ব্বাদের এতদপেক্ষা গুরুতর কোন বিষয় বুঝিয়া পাই না।' লিখিয়াছ তোমার পত্র পড়িতে আমার বিরক্তি জন্মে। কথাটা একবারে মিথ্যা নহে, কারণ তুমি সংক্ষেপে পত্র শেষ করিয়া দিলে বাস্তবিকই আমার বড় বিরক্তি বোধ হয়। অদ্য এই পর্য্যন্ত। সত্বর উত্তর লিখিয়া সুখী করিও। ইতি তোমারই শ্রীঃ—

স্ত্রীর উত্তর।

প্রাণাধিক,—তোমার পত্র পাইয়া সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। তোমার নিকট বৃহস্পতিবারে যেরূপ আমার নিকট ও রবিবারটা ঠিক সেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শনিবারেই আমার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠে এবং রবিবারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমার চিঠি আমার হস্তগত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন ছট্‌ ফট্‌ করিতে থাকি। বাহেরবাটীতে পত্র আসিয়া অনেক ক্ষণ

পড়িয়া না থাকিতে পারে, এজন্য পত্র আসিবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমি কাঙ্গালীর মাকে বহির্ব্বাটীতে পাঠাইয়া দিই, সে যদি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া বলে যে এখন ও পত্র আসে নাই, তবে এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া আমার তাহার প্রতি বড় রাগ হয়, এজন্য দুই এক দিন উহাকে দুর্ব্বাক্য ও বলিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি প্রাণ! যদি রবিবার সত্য সত্যই তোমার পত্র না ও আসে, তবু আমার মনে হয় যে উহা নিশ্চয়ই আসিয়াছে। এরূপ কেন হয় বলিতে পার? এই পত্রে অনেক কথা বলিয়াছ, অনেক বক্তৃতা দিতে ও ছাড় নাই। কিন্তু তুমি শারীরিক কিরূপ আছে, তাহা লিখ নাই কেন? তোমার শারীরিক মঙ্গল সমাচার না লিখিলে আমরা যে ব্যস্ত হই, তাহা কি তুমি জান না? তার পর ছুটী ও নিকটবর্ত্তী, কিন্তু তুমি কবে বাড়ী আসিবে, আজ পর্য্যন্ত তাহা ও লিখিলে না! তোমার পত্র আসিয়াছিল, পর শ্বশ্রূঠাকুরাণী তোমরা কবে বাড়ী আসিবে এবং ভাল আছ কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শুধু বলিলাম "ভাল আছে।" বোধ হয় এপত্র প্রাপ্তির পর তোমার আর উত্তর লিখিবার সময় থাকিবে না। কালেজ ছুটী হইয়া গেলে তোমরা আর কলিকাতায়

অযথা বিলম্ব করিও না, মাতাঠাকুরাণী তোমাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়াছেন।

ভাগ্যে মেজবৌর ঝগড়া সম্বন্ধে দুটী কথা বলিয়াছিলাম, তাই একটী লম্বা বক্তৃতা শুনিয়া সুখী হইতে পারিলাম। গহনার জন্য দরিদ্র স্বামীকে কষ্ট দেওয়া যে-মহাপাপ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছ যে, গহনার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ ও ইহা দ্বারা রূপ বৃদ্ধির চেষ্টা করা দোষের কথা। আমার এসম্বন্ধে কোন কথা বলিতেই লজ্জা বোধ হইতেছে, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, স্বামীর মন তুষ্ট করিবার জন্যই অধিকাংশ স্ত্রীলোক গহনা ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। তোমরা পুরুষ মানুষে একথা বুঝিতে পারিবে না। রমণীরা যদি বুঝিতে পারে যে তাহাদের স্বামীগণ গহনা ভালবাসেন না, আমার বোধ হয় তবে সকল স্ত্রীলোকই গহনা ব্যবহার এক বারে ত্যাগ করে। আর গহনার জন্য কোন কোন রমণীর যে অত্যন্ত লালসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও পুরুষ দিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া। পুরুষগণের জামার ইস্ত্রিটা খুব ভাল না হইলে ধোপা বেচারীর পারিশ্রমিক কাটা যায়। আর কখন যদি কোন ও কারণে ইস্ত্রি করা একটী পিরিহাণ না জুটিল, তবে তো বিবাহ বাড়ীতে যাওয়া হইল না, নিমন্ত্রণ রক্ষা

হইল না, এমন কি বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা শুনা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। পুরুষ যদি এরূপ করিতে পারেন, তবে রমণীগণ এক খানা চিক পরিতে চাহিলে, দুগাছা বালা হাতে দিতে চাহিলে, কিম্বা এক খানা ঢাকাই সাড়ী দ্বারা অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতে অভিলাষিণী হইলে হতভাগিনীদিগের উপর এমন বজ্রকটাক্ষ পাত করা হয় কেন? দোষ কাহার? যে পথ দেখায় তাহার, না পথিকের? আমার বিশ্বাস যদি পুরুষগণ সরল বেশ ও সরল চাল চলনের পক্ষপাতী হয়, তবে রমণীগণ ও নিশ্চয়ই সেই রূপ হইবে। স্ত্রী স্বামীর প্রতিলিপি মাত্র সুতরাং স্বামী যেরূপ হইবেন, স্ত্রীর ও সেরূপ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে অধিক কি লিখিব। মনের কথাটা খুলিয়া বলিলাম বলিয়া বিরক্ত হইও না। মেয়ে মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিখিলাম, কোন ভ্রম প্রমাদ দেখিলে সংশোধন করিয়া দিও। রামায়ণ প্রায় তিনশত পৃষ্ঠাও পড়িয়াছি। 'ললনা সুহৃদ' ২।৩ বার পড়িয়াছি, তুমি আসিবার পূর্ব্বে আর একবার পড়িতে পারিব বোধ হইতেছে। ফলতঃ এপুস্তক খানা পড়িয়া যে আমি কত সন্তুষ্ট হই তাহা পত্রে লিখিয়া জানাইতে পারি না। আমার মহাভারত খানা পড়িতে বড়

ইচ্ছা হইয়াছে, যদি কোনরূপ সংক্ষিপ্ত মহাভারত থাকে এবং আমি তাহা বুঝিতে পারি এরূপ মনে কর, তবে, আসিবার সময় এক খানা মহাভারত অবশ্য২ আনিও। অধিক কি লিখিব। আমরা সকলেই ভাল আছি। যদি উত্তর লিখিবার সময় থাকে তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক অবশ্য২ অবশ্য উত্তর লিখিও। ইতি

সেবিকা শ্রীঃ—

স্বামীর পত্র।

(ছুটীর পর)

প্রিয়তমে,—আবার সেই শ্মশানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। দেখিতে না দেখিতে যেন ছুটী চলিয়া গেল সাধ না মিটিতেই বিধি বাদ ঘটাইল। যাহা হউক সেজন্য দুঃখ করি না, কারণ কর্ত্তব্যের অনুরোধ সুখের অনুরোধ অপেক্ষা অধিক গুরুতর ও পালনীয়। আসিবার সময় পথে তোমার জন্য মনটা বড়ই কাঁদিয়াছিল। সমস্ত দিন কিছুই খাইয়াছিলাম না; জাহাজে জলযোগের বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু তবুও কেন বলিতে পারি না, কিছুই খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল না। তুমি যে পান কয়টী রুমালে বাঁধিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়াছিলে, তাহা কত কাজে লাগিয়া-

ছিল। কলিকাতা আসিয়া অত্যন্ত খারাপ বোধ করিতেছি, কোন কার্য্য করিতেই উৎসাহ পাই না। মনে হয় যেন কত কি রাখিয়া আসিয়াছি, সকল ফেলিয়া একাকী চলিয়া আসিয়াছি। সেই "সকল" আর কিছুই নহে—তুমি একাই "সকল।"

বাড়ী আসিবার সময় মাতাঠাকুরাণীর শরীর কিছু অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছি। সেজন্য বড় চিন্তিত আছি। আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিও। এটী তোমার এখন প্রধান কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবে এবং ইহাতে অবহেলা করিলে, সব বৃথা বুঝিব। তোমার ভাসুর ও দেবর পুত্র কন্যাগণকে আপন পুত্র কন্যার ন্যায় স্নেহ করিবে এবং যাহাতে তাহাদের শরীর ও মন সুস্থ থাকে এবং লেখা পড়া ও সৎকার্য্যে অনুরাগ জন্মে, শত চেষ্টা করিয়াও তাহা করিবে। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়া প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইতে চেষ্টা কর। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম অঙ্গ-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দ্বিতীয় অঙ্গ—উত্তম ও পুষ্টিকর খাদ্য, তৃতীয় অঙ্গ—সুনিদ্রা, চতুর্থ অঙ্গ—মানসিক সুখ, ইহা কখন ও ভুলিও না। তোমরা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান কর না বলিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ এ কথা বলিতে হয়। স্বাস্থ্যের

উপর জীবনের সুখ শান্তি বিশেষ রূপে নির্ভর করে। ইহাও মনে রাখিবে যে উপদেশ কেবল শুনিয়া গেলে হয় না, উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইতে হয়; নতুবা সব বৃথা। নিতান্ত অনবকাশ বিধায় এপত্রে অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না। সত্বর পত্রোত্তর প্রদানে সুখী করিতে অবহেলা করিও না। আমি একরূপ ভাল আছি। পরপত্রে সবিশেষ লেখা যাইবে। অদ্য বিদায় হই ইতি তোমার শ্রীঃ—

স্ত্রীর উত্তর।

প্রিয়তম,—এইমাত্র তোমার পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তুমি চলিয়া গেলে পরই একটু ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল। এজন্য আমি বড়ই চিন্তিতা ছিলাম। পরম দয়ালু পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সে ভাবনা দূর হইল। তুমি চলিয়া গিয়াছ পর আমার মনটা যে কিরূপ করিতেছে, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। এরূপ ভাব আমার ইতি পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। বলিতে কি, অদ্য পর্য্যন্ত আমার একদিনও সুনিদ্রা হয় নাই। একটু ঘুম হইলেই কত কি স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দিনের বেলায় যখন মনটা অত্যন্ত অস্থির বোধ হয়, তখন

তোমার উপদেশ মত রামায়ণ, ললনাসুহৃদ্ নারী নীতি ইত্যাদি পাঠ করি এবং তাহাতে অনেক শান্তি পাই। থাক্, এসব কথা লিখিয়া ফল নাই। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছেন, তাঁহার জন্য তুমি কোন চিন্তা না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপন কার্য্য সম্পাদন করিতে থাক। ঈশ্বর না করুন, যদি তাঁহার শারীরিক অবস্থা খারাপ হইয়া দাঁড়ায়, তবে আমি পূর্ব্বেই তোমাকে সংবাদ দিব। আমার হস্তে একটুকু শক্তি থাকা পর্যান্ত ও তাঁহার শুশ্রূষার কোনরূপ ক্রটী হইবেনা, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।

আমার শরীর টা আজ কাল একটু অসুখ অসুখ বোধ করিতেছি। কেন, বলিতে পার? অম-লতা বড় বাড়িয়াছে। একটু বসিয়া দুই পৃষ্ঠা লিখিতে পর্য্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেছি। সুতরাং অদ্য আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। সত্বর পত্রোত্তর প্রদান করিয়া অধিনীকে কৃতার্থ করিও। আমি তোমার পত্রের আশায় ব্যগ্র হইয়া রহিলাম। রবিবারের পূর্ব্বেই যেন অনুগ্রহ পত্র পাঠ করিয়া চঞ্চল মন স্থির করিতে পারি ইতি।

তোমারই অনুগতা দাসী শ্রীঃ—

সম্পূর্ণ।

দম্পতি-সুহৃদ্ প্রণেতা প্রণীত

স্ত্রীপাঠ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অতি সরল' নূতন পুস্তক

ললনা-সুহৃদ্।

আকার ভূমিকাদি সহ ১৫০ পৃষ্ঠা।

কাগজ ও ছাপা ভাল। দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

সংবাদ পত্রের অভিমত (Opinions of the press)

সহচর—ললনাসুহৃদ্ নামক স্ত্রীপাঠ্য সুনীতিপূর্ণ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তুষ্ট হইয়াছি। ইহার প্রণেতা ** বঙ্গ-বালিকাগণের প্রকৃত সুহৃদ্। গ্রন্থকার রমণীদিগকে বিলাসিতা, চপলতা, প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতামূলক দোষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং সুভার্য্যা, সুজননী, ও সুগৃহিণী করিবার নিমিত্ত সরলভাষায় ও জলন্ত দৃষ্টান্তে অনেক সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

সময—আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থখানি মহিলাদিগের উত্তম উপযোগী হইবে।

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী—বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে না দিয়া, পিতা কিম্বা ভ্রাতার নিকট এরূপ পুস্তক পড়াইলে উপকার হইবে। শুদ্ধ বালিকা কেন, যে সকল রমণী সংসারে নূতন

প্রবেশ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা ও যদি নাটক নভেলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই পুস্তক খানা একবার মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সাংসারিক জীবনের অনেক সাহায্য পাইতে পারিবেন।"

গরীব (১৮ই ফাল্গুন)—এরূপ সদুপদেশপূর্ণ স্ত্রীশিক্ষার পুস্তক বঙ্গভাষায় কমই আছে।

ঢাকা গেজেট (২২শে ফাল্গুন)—পুস্তক খানার ভাষা সুন্দর হইয়াছে। ইহা পাঠে ললনাগণ উপকার লাভ করিবেন

ঢাকাপ্রকাশ (২৯শে ফাল্গুন)—ইহাতে প্রশংসার অনেক কথা আছে।

শ্রীমন্ত সওদাগর (৩০শে ফাল্গুন)—বালিকা বিদ্যালয়ে ইহার প্রচলন বিশেষ প্রয়োজন। ইহার ভাষা ধীর, শান্ত, নম্র, মধুর, পবিত্র। কুসুমকোমলা রমণীর আদরের, যত্নের ধন - "ললনাসুহৃদ"। ললনাকুলের লেখক বড় কল্যাণই সাধন করিয়াছেন। যথার্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ আর কৈ ?

বঙ্গবাসী (৫ই চৈত্র)—বর্ত্তমানে বালিকা ও স্ত্রীবিদ্যালয়ে যে সকল পুস্তক পড়ান হইয়া থাকে, তাহার স্থানে এই পুস্তক পড়াইলে, বালিকা ও স্ত্রীগণের অনেক উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। পুস্তকখানি বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা (চৈত্র ১২৯৪)—এই পুস্তকে রমণীগণের সুনীতি ও পুরুষ শিক্ষা বিষয়ে অনেক সারগর্ভ

উপদেশ আছে। আমরা বলিতে পারি, এই পুস্তক পাঠে স্ত্রীলোক সাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

চারুবার্ত্তা (২৬শে চৈত্র) —বই খানি হিন্দুমহিলাদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে।

প্রজ্ঞাবন্ধু—ইহা একখানি উচ্চ অঙ্গের স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক। বিষয় গুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। পুস্তকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, লেখার পারিপাট্য আছে। বলিতে কি আমরা ললনাসুহৃদ্ পাঠে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বঙ্গপুর দিক প্রকাশ—হিন্দু ললনার ললনা-সুহৃদ্ বড়ই আদরের জিনিষ। যিনি ললনাসুহৃদ্ পড়িয়া চরিত্র গঠন করিবেন, তিনি আদর্শ হিন্দুনারী হইতে পারিবেন, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা (২০শে শ্রাবণ)—আমরা এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকখানি প্রত্যেক বঙ্গমহিলাকে পড়িতে অনুরোধ করি। ইহাতে দশ বৎসরের বালিকা হইতে পঞ্চাশ বৎসরের গৃহিণী পর্য্যন্ত সকলেরই শিখিবার জিনিস আছে। আমরা একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি, প্রত্যেক ললনা যদি ললনা সুহৃদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষমা হয়েন, তাহা হইলে প্রত্যেক গৃহস্থের আলয় সুখের নিকেতন হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক বাবু ভায়ার স্ব স্ব স্ত্রীকে একখানি ললনা-সুহৃদ ক্রয় করিয়া দেওয়া উচিত।

The Indian Daily News The author deserves great credit.

The Indian Mirror—We have much pleasure to bring this *brochure* to the notice of our ladies It is an excellent production, and should sell well

The Hope (22nd April)—The book ought to be in every home Girls trained up in its ideas would seldom fail to turn out excellent women whether as wives mothers or relations

এতদ্ব্যতীত সুলভসমাচার নবাভারত সোমপ্রকাশ পচার Statesman প্রভৃতি আরও অনেক সংবাদ পত্র ও সুলেখক ললনা সুহৃদ সম্বন্ধে অতি প্রশংসাসূচক মত প্রকাশিত করিয়াছেন। সুরমণী সুভার্য্যা সুজননী ও সুগৃহিনী হইতে হইলে ইহা পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। ভাষা অতি সরল ও মনোহর। ইহা একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। ফলতঃ এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সদুপদেশপূর্ণ স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক বঙ্গভাষায় আর নাই। পিতা কন্যাকে ভ্রাতা ভগিনীকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং বন্ধু বন্ধু পত্নীকে ললনা সুহৃদ উপহার প্রদান করুন। মূল্য আট আনা মাত্র। ভেলুপেবেবলে পাঠাইলে ৶০ আনা অধিক লাগে।

কলিকাতা ভবানীপুর রসারোড নিধিরামের পুস্তকালয়ে ঢাকা রিপণ লাইব্রেরী ইষ্টবেঙ্গল লাইব্রেরী ও ষ্টুডেন্ট লাইব্রেরীতে ও নীচের ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যায়।
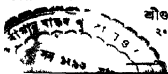
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।